থিয়েটারের সঙ্গীত



মূল্য ১, এক টাকা

বৃহৎ

থিয়েটার সঙ্গীত

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, "তারা-লাইব্রেরী' হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, হিন্দুপ্রেসে

শ্রীমন্নালাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩২৬ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র ।

প্রথম খণ্ড ।

দেবলা দেবী ।

কিন্নরী ।

প্যানিপথ।

মোগল পাঠান।

কণ্ঠহার।

মুংবাহার।

পরদেশী।

সাতকাণা ।

রামানুজ ।

চিতোরোদ্ধার ।

গুরুদক্ষিণা।

সওদাগর।

সুখের মত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ক্ষত্রবীর।

কুরুক্ষেত্রে।

অহল্যা বাঈ।

চন্দ্রগুপ্ত।

তপোবন।

ময়ূর-সিংহাসন।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত

সরল ইংরাজী ভাষা।

ইংরাজী পড়িবার, লিখিবার, বুঝিবার ও শিখিবার সহজ উপায়।

যদি ঘরে বসিয়া বিনাব্যয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে চান, যদি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে অভিলাষ করেন, যদি অল্প সময়ের মধ্যে কাজের লোক হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে বাসনা হয়, তবে এই—

সরল ইংরাজী ভাষা—পাঠ করুন।

এই পুস্তক পাঁচ খণ্ডে প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইংরাজী অক্ষর পরিচয়, বর্ণযোজনা, পদ ও বাক্য ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবাদ ও রচনা প্রণালী পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয় অতি সরল ভাবে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। ইহাতে প্রায় সমস্ত প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজী প্রতিবাক্য প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিলে ইংরাজী ভাষায় ভাল-রূপ দখল জন্মে। এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকের সাহায্যে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে শিক্ষা করিতে পারা যায় যে সকল অশুদ্ধ কথা শুনিয়া সাহেবেরা "বাবু ইংলিশ" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, সেগুলি শুদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যাঁহারা পাশ করিবার জন্য লালায়িত নহেন, অথচ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে অভিলাষী, এই পুস্তকে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হইবে।

পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। মূল্য ।৶০ দশ আনা, বিলাতী বাঁধাই ৸০ বার আনা, মাঃ ৶০ তিন আনা।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, "তারা-লাইব্রেরী" কলিকাতা।

বৃহৎ

থিয়েটার সঙ্গীত।

প্রথম খণ্ড।

দেবলা দেবী।

গীত।

তোল্ তোল্ তোল্ তান –
আজি সাজে কি তোমার মান?
হেরে কোকিল মুখরা, প্রেমের ফোয়ারা
ছুটায় মাতায়ে প্রাণ
ঐ প্রেম ঘোষে শশী ঢালিয়া,
জোছনা কিরণ হাসিয়,
আজি ডুবায়ে সকল, উঠিছে কেবল
অনাবিল প্রেমগান।
অধরে ধর প্রেম-সরোবর,
রূপের প্রভায় কর জয় জয়,
প্রেমিক রতনে, আদরে যতনে,
প্রেম-সুধা কর দান।

গীত।

আমার যা কিছু ছিল, সকলি বিলায়ে
দিয়াছি তোমাতে তোমার হয়ে
(তোমার) চরণ জড়িত আশ্রিতা লতারে
যেওনা যেওনা দলিয়ে
আমি পারিব না বল, হয়ে তোমা হারা
(তুমি) প্রাণনাথ মোর, নয়নের তারা
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পুলক উজ্জ্বল
লভি তোমারই কিরণধারা,
আমি তোমারই স্বপনে আছি বিভোর
আমার স্বপন দিওনা ভাঙ্গিয়ে
আমি তব অদর্শনে বাচিবনা কভু
যাবে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে

গীত

আরব বিবি
(ওগো) তোর বর্ষের চোটে, যে সুনি জলে
কোথায় গোলাপে পটের ছবি
আনিব গলা গলি মিঠে
কথা কয় মধুর ছিটে,
কোয়েলা খাড় তোলে না, বা কাড়ে না,
কে জানে সে বাসা ছেড়ে, কোন্ কবরে খাচ্ছে খাবি;
রুমালে আতর মেখে,
মিশি দাঁতে, সুরমা চোখে,

যে পাতে জড়িয়ে ক , ছড়িবে তাবা
চলে জাগি উচ্চ তাকে,
ন জানি নাচ জগে যে কবিবে, তারে ব তই তাবা ভবি
দিয় বি নচই মোবে দেখাব ববে,
চোখেব আড় ক বলে নাবে,
কত যুত ক'বে না শুড় ক সেজে নটী এনে মুখে ধবে ;
আদবে চ বে পড়ে, কখন বা ঠোনা মাবে,
(আ বাব) বাহ তে পড়ে জোব ঝাড়ে,
তোব এমন জানি কোথা পাবি
মেবি জান কোন ব জে নব পোক ?
স াচ্চ মাব খবিদ ক'বে রেখেছে খো ই বেগু,
তাবাব এমনি পাব
(বি ই য ে ে ে বে া)
যোগ ও ন বাব বে স বে স,
(ও) ত ন শুনেন ব ন ন তে বাজ,
হাব মেনে বা হাবে জ া।

গীত।

বন বং বন বং পিয়ালা ব বে
ঝুণু কং ঝুণু কণ্ মঞ্জীব ব জে
বেণু বীণা ঘন বাজে মৃদঙ্গ,
হৃদযে উঠিছে তান তবঙ্গ,
আও আও পিযাবী, নাচি ঘুরি ফিবি,
হেলাই দুলাই স ি সাবি সাবি ,

হানি খর আঁখি শর, তুলিছে প্রলয় ঝড়,
পিয়াসী প্রেমিক হৃদয় মাঝে

গীত।

সহিতে—দহিতে—জনম মম
কে আছে অভাগী আমারই সম
নয়ন-জলে সদা যে ভাসি,
গিয়াছে শুকায়ে অধরে হাসি,
সঞ্চিত হৃদয়ে শুধুই তম

গীত।

আজু মবু শুভদিন ভেল
কামিনী পেখনু সিনাত বেলা
সজনি ভাল করি পেখনা না ভেল
মেঘমালা সঙ্গে তড়িৎ-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল
ধনি, অলপ-বয়সী বালা,
জন গাঁথনি কুসুম-মালা,
মোথি দরশনে আশা না পুরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা।

গীত।

চল চল সবে সমরক্ষেত্রে, জননী আজ্ঞা তোর।
মত্ত চিত্ত করিছে নৃত্য, মাতিব সমরে ঘোর

উচ্চ শির নত, গর্ব্বমগন হত,
নৃপতি মোদের শত্রু— করে ত.
রাজভক্ত কেবা বীর দর্পে বটে
যে যেথায় আছ—এস সবে ছুটে,
ভীমবলে সবে ভয়-অসি লবে
ঝাঁপায়ে পড়িব বিপক্ষ-মাঝারে
অর্জ্জিতে মান বর্জ্জিব প্রাণ, রাখিব বাঙালে গৌর

গীত।

তবে ফুটাও অধরে হাসি।
প্রাণহীনা মোরা শুষ্ক তটিনী পর দুখ স্রোতে ভাসি
অতি বেদনায় নয়নে অশ্রু যদিও ফুটিতে চায়,
নিবারি সে বারি, চারু কটাক্ষ হানিতে হইবে তায়,
শ্রান্ত ক্লান্ত চরণ যদি টলিয়া পড়ে অবশে,
মোরা তথাপি গাহিব, তথাপি নাচিব, মজিব সবে হরষে,
মোদের হৃদয়-উৎস চিরনিরুদ্ধ, তবু মোরা ভালবাসি
মোরা দুদিনের তরে বিশ্ব মাঝারে, ফুটিয়াছি যেন ফুল,
তোমরা সোহাগে, তুলে নিবে বুকে, রহিছ "নাহিবে ভুল,"
(কাল) বাসি হ'বে যবে দূরে ফেলে দিবে,
নয়ন ফিরাবে, চরণে দলিবে,
(হবে) হাসি রূপগান সব অবসান—ধূলাতে যাইব মিশি

গীত।

প্রেমের এই ধার—
বিরহে মর্ম্মদাহন—মিলনে অশ্রুধারা।

এই, চোখে চোখে ছুটী আছে ব'সে,
এই, পথ চেয়ে ব'সে কার আশে ;
এই, কনক উজ্জ্বলবরণী, হেরে নির্ম্মল কিবা ধরণী,
মেঘ উঠে এই হৃদয়াকাশে, প্রবল ধারা নয়নে বরিষে—
হেরে তিমিরবরণী ধরা
এই, ফুলের ভূষণ, করি আভরণ,
আপনি আপন মুগ্ধ,
এই, ছিঁড়ে ফুলমালা, বলে বড় জ্বালা,
করিছে হৃদয় দগ্ধ,
এই, মলয় পরশে, শিহরে হরষে,
আবেশে বিভোর দৃষ্টি,
এই, বেশ ভূষা টেনে, ফেলে দেয় দূরে,
সমীরে গরল বৃষ্টি ;
এই, রক্তিম অধরে, হাসির রেখাটি,
এই, ঘূর্ণিত নয়নে ভীষণ ভ্রূকুটি,
যেন পাগলিনী পারা

গীত।

জীবন মাঝে মম হৃদয় মাঝে,
উল্লাস ধ্বনি কেন হেন বাজে।
শুষ্ক এ মরু, নাহিক বারি,
শুষ্ক এ কুঞ্জ, শুষ্ক মঞ্জরী,
লুপ্ত হয়েছে তাজ এ পুরী,
কেন তবে আজি মোহন সাজে॥

আসিবে কি তবে সে চির বাঞ্ছিত,
চির কামনার ধন—হৃদয় শোণিত,
বিশ্বজগত তাই কি বঞ্চিত,
তাই কি নয়নে মধুর রাজে

গীত।

কাছে কাছে আছ তবু কেন দূরে
ধরা দিয়ে পুনঃ কেন যাও স'রে
সুখ মাঝে সখা এ যে বড় দুঃখ,
শীতল অনলে জ্ব'লে যায় বুক ;
সহেনা সহেনা বড় এ যাতনা
প্রলয় ভীষণ আলোক আঁধারে।
তোমার পরশে পরাণ পুলকে,
হরষে মাতিবে আঁখির পলকে,
এস এস নাথ হে চির-বাঞ্ছিত,
প্রেমের ভিখারী দাড়ায়ে দুয়ারে

গীত।

কতবার ডেকেছি, কত গান গেয়েছি,
অসাড় হ'যে ছিলে প'ড়ে বধির ছিল কাণ
আজকে হঠাৎ চম্‌কে উঠে—
দেখছ বিশ্ব নিচ্ছে লুটে—
রবির তরে কমল ফোটে
আকুল করে প্রাণ।

আর ত আমি গাইব না
পেছন ফিরে চাইব না
চুপ্‌টি ক'রে আঁধার ঘরে
থাক্‌ব ক'রে মান

গীত

বঁধু তোমার হ'য়ে দাসী, সুখে ভ সি দিব নিশি,
কত তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি
বিশ্বজয়ী বীর তুমি, অবলা সরলা আ মি,
কেমনে বাঁধিব তোমায়, কোথায় পাব তেমন ফাঁসি
পায়ে রেখ—মনে রেখ—ওগো আমার হৃদয় শশী
দেখ যেন শুকায়নাক অকালে মোর মধুর হাসি

গীত।

আমি চাহিনা হইতে এ বিশ্ব জগতে
বিরাট বিপুল বিস্ময় মহান্‌
কর মোরে ধন্য, সৃজিয়ে নগণ্য,
যা'হে জীব লভয়ে কল্যাণ
হে ভগবান্‌
আমি চাহিনা হইতে অনন্ত জলধি,
লবণাক্ত বারি নাহিক অবধি ;
কর মোরে ক্ষুদ্র নির্ম্মল কূপ,
স্নিগ্ধ হ'বে জীব বারি করি পান।
হে ভগবান্‌

আমি চাহিনা হইতে বিরাট হিমাদ্রি
উর্দ্ধশীর্ষ নভ বক্ষভেদি ;
কর মোরে ক্ষুদ্র সমতল ভূমি
শস্য লভি জীব ধরিবে প্রাণ,
হে ভগবান্‌
আমি চাহিনা হইতে মহান্‌ মহীরুহ,
যোজন বিস্তৃত বিশাল দেহ ;
কর মোরে ক্ষুদ্র বংশখণ্ড,
দণ্ড করি অন্ধ করিবে প্রয়াণ
হে ভগবান্‌

গীত

নীরবে সাধি প্রেমব্রত
দিয়ে আশ্রবলি চির-নিদ্রাগত
ভবে এসে যেন ফুটিল ফুল
সৌরভে দিক্‌ করিল আকুল,
করিল সুধাদান, পেলোনা প্রতিদান,
কেন ভবে আসিল, কেন ভালবাসিল,
সংসার নিতে জানে, দিতে নাহি জানে ত
অতৃপ্ত আশা হৃদয়ে ধরিয়া,
কেন সে ঘুমায়ে রয়েছে জাগিয়া,
আজি তার স্মৃতি রাখিতে জাগ্রত
মত্ত প্রেমিক অনুতপ্ত চিত।

কিন্নরী।

গীত

কইব গো আজ নূতন কথা
গাইব গো আজ নূতন গান
খেলবো গো আজ নূতন খেল,
খুলবো গো আজ নূতন প্রাণ
চাইবো গো আজ নূতন চোখে,
হাস্‌বো নূতন হাসি মুখে,
অধরে ধ'রেছি নূতন সুধা,
নূতন অধরে বনাবে গান
নূতন প্রেমের এ নব তটিনী
কূলে উছলিবে নূতন বান

গীত।

মনে হয় যেন তারে দেখেছি
চোখ দিয়ে কি মন দিয়ে সই, সেইটী কেবল ভুলে গেছি
মন হয় যেন তার দুটী আঁখি ছিল নত,
আঁকা ছিল যেথা তাতে ভাষা কত মধুমত,
সঙ্গোপনে তার সনে কথা যেন ক'য়েছি,—
মুখ দিয়ে কি চোখ দিয়ে সই সেইটী কেবল ভুলে গেছি

গীত।

সে কথা কইবো কেন আগে।
গুপ্ত কথা ব্যক্ত হ'লে যদি না লাগে

সে ভূত তোমাকে পেতে,
লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে বেতে,
দেখছে ভুবন তোমা মম আকুল অনুরাগে।
তার চোখে ধূলো পড়া ফেলতে হবে আগে॥

গীত।

যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে
তারে দেখে না জানি হবে কি
যারে পেতে গেলে আগে যেতে হয় ম'লে,
তারে পাওয়াটা কি চালাকি।
যার চোখ আছে চোকে চাউনি আছে
গলায় আছে মিঠে কাশি।
যার পরাণ পোড়ানি হিয়া দগদগি
ঠোঁটের আড়ালে হাসি
সে যে গো হাঁকবে দাঁড়ায়ে ভুয়াবে গান গান সুরে নাকি
চ'লো চল্ তাথে দেখে দিয়ে আসি আর চলেনাকো ফাঁকি।

গীত।

কি কথা কব দেখা হ'লে। (বল্না লো সই)
যখন আসিয়ে সুমুখে দাঁড়ায়ে
চাবে দুটী চোখে জল জলে (বোঝ্না লো সই)
প্রথম মিলনে প্রখর দৃষ্টি,
চাহনিতে হবে অনল বৃষ্টি,
পুড়ে গিয়ে ছাই যাবে কি সৃষ্টি, ছাই হ'য়ে ঢেকে পাতালে।

ধ'রে ধ'রে চল যে যাব আঁচল,
ভয়ে ভয়ে করে দেহ টলমল,
যদি না সহিতে পারি পরশ ননীর অঙ্গ যাবে গলে
(ভেবে দেখ্ না লো সই)

গীত।

দেখিনি কখন যারে, সে বঁধু এসেছে দ্বারে।
শুনিনি কখন নামটী তার থাকে সে বনে কি নগরে
আজ তার তরে ব্যাকুল হব,
চোখ বুজে প্রেম কথা কব,
সরল হিয়া খুলে দিব মুক্ত অধর দ্বারে।
এস এস বঁধু এস,
অলস পরশে পাশে বস,
আছে বাহুলতা বেষ্টিতে গলে সজ্জিত বনহারে

গীত।

বলিবার কথা আর কি আছে।
ধুলো খেলা ক'রতে এসে বল্ল মিলে গেছে।
স্বপ্ন যা দেখেনি স্বপন বশে,
সে শশী দাঁড়ায়ে আমার পাশে,
নীল সাগরের পারের সে যে,—আমার কুটীরে পশেছে।
ভুলে সে আমারে আজ ভালবেসেছে

গীত।

সখীরে সজল চোখে চেয়ো না
মরম লয়ে সাথে যাবে সুদূরপথে, বিষাদে মরম ভেঙে দিয়ো না॥
মন সে অচেনা দেশে, আগে যে গেছে ভেসে,
বিরলে ব'সে ব'সে গাহিছে গান,—
এত দূর হ'তে শুনে আমারি আকুল প্রাণ—
রোদনে সে গানে বাধা দিয়ো না।
(মোরে) ভুলে যাও সেও ভালো, স্মরণে মরম গাথা গেয়ো না॥

গীত।

ঐ যে কুঞ্জের মাঝে আমার সেটী লুকিয়ে আছে।
মন চায় তারে আন্‌তে ধ'রে রাখ্‌তে বেঁধে বুকের কাছে
আছি আমি একা শুনে, সে হাসে মনে মনে,
সে আর আমি দুটী প্রাণী আছি এ বিজনে ;—
এসো হে নিরাশ বঁধু এসো মোর কাছে।
একা থাকা আর ভাল নয়, ঘরে এসো বেলা গেছে

গীত।

সে নাকি বড়ই সুন্দরী শুনে এলেম লোক মুখে
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা
(কেউ) দেখেনি কো তবু চোখে।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা কিবা মুখ চোখ নাক।
চোখ চেয়ে দেখা পরের কথা চোখ বুজে দেখে তাক্।

তার চলন বলন ধরণ ধারণ বুঝে নেবে আঁচে আঁচে
(যদি) চোখ দিয়ে শোন কান দিয়ে দেখ তবু য়েয়োনাকো কাছে।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা দেখে কেউ ফিরে নাকো।
আর 'আহা' কিবা কাজ নেই বাবা মাথা গুঁজে ঘরে থাকো

গীত।

উৎ কাঁদি কি হাসি ও প্রেয়সী মাথাটা ঘুরে গেলো
ম। তোমারি কি একা শুধু, আমারও যে বঁধু
তোমারই দশা হোল।
উৎ। কি যে করি কোথা যাই,
মাথায় আস্‌ছে না ছাই,
মনে হয় তুড়কি লাফে লাফাই।
ম। (তবে) হাত পা ভেঙ্গে হওগে আড়,
ছুটে এসে ধরুক ষাড়,
টাকা তোমায় শধে দেব, বলে কি এ আরে মোল।
উৎ। এস তবে মুখোমুখি,
প্রাণ ভোরে যে যারে দেখি,
ম এ কথাটা মন্দ কি লাগ্‌লো কানে ভালো।
উভয়ে। (এবার) গুটি গুটি হাঁটি হাঁটি ডেবায় ফিরে চলো।

গীত।

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভবভয় সব দূরে যাবেরে তোমার

অকর্ম্ম জনিত ভয়,
যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন,
হেলায় হারালে দিন,
এখনো কর বিধান মনরে আমার
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান,
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বন্ধ আর।

গীত।

কেন এমন কোরে লুকায়ে র'য়েছ সখা।
সারা জীবন ভোর কি হেতু দিলে না দেখা।
প্রভাত হইতে খুঁজে করিলাম দিন শেষ,
ঘর হ'তে বাহিরিয়া ঘুরিলাম সারা দেশ,
আঁখি-জলে ধুয়ে গেল প্রকৃতি-আশ্বাস-লেখা
দেখা দাও নাহি দাও,
লুকাইয়ে র'লে যাও,
মোর মত আজি-বন তুমি কি র'য়েছ একা,
মোর মত তোমারো কি জীবন বিরহ মাখা

গীত।

উভয়ে। কি ব'লে দিব তোমারে সান্ত্বনা।
চাহিতে সুখের পানে, বুকে যে বজ্র হানে,
দু'নয়নে ঝর্ ঝর্ বহে ঝরণা

উৎ। তোমারে প্রবোধ দিতে তোমারি মরম ওই,
স। তোমার সঙ্গিনী হ'তে কেহ না'ই তো'মা' বই,
উভয়ে। কথা আসে অধরে—যায় ফিরে—
বুকের সে লুকানো ঘরে,
[illegible] জাগে পাছে মনে লাগে যাতনা।
টাই দিলে রাঙ্গা পায়, বেথে দিবগো মাথায়,
আজ তোমা ছাড়া ববো না—রবো না—রবো না॥

গীত।

মঞ্জরী কথা কই কই কই, মুখে আসে কই,
কথা ক'বনা ক'বনা ক'বনা।
উৎ। কথা না কই না কই, প্রাণ চুপে থাকে কই,
চুপ র'ব না র'ব না র'ব না।
মঞ্জরী। আহ্লাদে নেচে উঠেছে বুক,
বেদের কপালে ছিল এত সুখ,
উৎ। তবে কোন মতে ক'রে তোঁতা মুখ,
চুপটি দাঁড়ায়ে র'ব না।
মঞ্জরী এই যদি তোর মনের কথা,
কেন তোর প্রাণে জাগাই ব্যথা,
উভয়ে ভেঙে গেছে ঘুম এ রাতি নিঝুম
যেতে দেবো না দেবো না দেবো না

গীত।

উত্তর উত্তর চ'লে এস নরবর, তুঙ্গ হিম গিরিবর শিরে।
উত্তর উত্তর মুনিজন মনোহর মানস সরোবর তীরে

সেথা হ'তে দূরে আরও দূরে উত্তরে
একাধারে ভূধর বিগলিত কান্তি,
হিমকণাধারা ছুটেছে আপন হারে।
পরশে করিও দূর শ্রান্তি,
দুর্গম পথ যেথা, সাবধানে চ'ল সখা,
উত্তর হ'তে যেন আঁখি না ফিরে।
ধীরে ধীরে ধীরে বিধুখণ্ডিত মণিমণ্ডিত সেই পুরে॥

গীত।

উৎ যেতে হবে যেতে হবে, হোক না সে দেশ যত দূরে।
ম। যেতে হবে যেতে হবে, [illegible] যদি হয় যমপুরে।
উৎ। যেতে হবে যেতে হবে, আর কথা নাই আর মনে।
ম। যেতে হবে যেতে হবে, দেবতা যেথায় যাবে,
চা'ব নাকো আর পাছু পানে॥
উৎ। তুই গেলে যাওয়া হবে না, পথে যেতে রমণী মানা,
ম। তবে যাব না যাব না, পায়ে বাধা হব না,
আমি ঘরে ব'সে ডাকি দেবতারে॥
উৎ। বিদায় বিদায়,
ম। নতি করি পায়,
উৎ। যদি আর না আসি ফিরে—
ম এসো এসো—ফিরে এস, জয় নিয়ে ঘরে।

গীত।

তুলে লও ঘরে, আদর ক'রে, তোমার নয়ন-মণি।
মুছাও চঞ্চল, তার আঁখি জল, অঞ্চল দিয়ে রাণী

ছিল সে যে দেশে, সেথানে আকাশে, করে না এমন আলো।
সমীরের ঘায়, প্রাণ যায় যায়, বরণ হইল কালো।
দেখিতে নয়ন, করে আকিঞ্চন, চাহিলে জলে গো আঁখি
খুঁজিতে নারিনু, কেমনে বাঁচিনু, বাঁচিল কমলমুখী

গীত।

চ'লে চল চ'লে চল বেলা গেল ব'য়ে।
চ'লে চল চ'লে চল, নদী করে কল কল,
চলে পাখী মালা হ'য়ে গান গেয়ে গেয়ে॥
চ'লে চল চ'লে চল, এখনি ঢালিবে জল,
আকাশ পুকুর হ'য়ে দিক গেল ছেয়ে।
চ'লে চল চ'লে চল, বেঁধে নিয়ে বুকে বল,
পার-ঘাটে এসেছে সে নবীন নেয়ে।
মাঠ হ'তে ফিরে এসে, নায়ের উপরে সে,
হাল ধ'রে ব'সে আছে পথ পানে চেয়ে।

গীত।

স্বপনে জেগেছি স্বপনে শিখেছি স্বপনে গেঁথেছি হার
এস এস কাছে স্বপনের বধু গলে দিব হে তোমার।
স্বপনে পেতেছি কোমল শয্যা,
স্বপনে রচেছি বাসর সজ্জা,
জাগরণ দিছি ডুবায়ে স্বপনে, স্বপন করেছি সার।
স্বপনের গান, স্বপনের প্রাণ, লও বঁধু উপহার॥

গীত।

পার্শ্বিপথ।

না হ'লে আপন হারা প্রেম কি মেলে
পরশে হৃদয় রসে সুধা উথলে
প্রেম দেয় ধরা যারে তারে, থাকে কোথায় কারনা কারে,
ধ'রবে সে যে ধ'র্‌তে পারে আপন ভুলে
প্রেম কভু না থাকে বশে, আসে যদি আপনি আসে,
প্রেম সরল প্রাণ ভাল'বাসে;
বোঝে না সে বুঝব ব'লে।

গীত।

আলো—একটু আলো দাওগো ওগো দাওগো।
জনম আমার যাবে কি শুধুই কাঁদিয়া ওগো কাঁদিয়া গো
ভুবন ভরিয়া উঠিছে হাস্য, পুলকে শিহরি উঠিছে শাস্য,
এত কোলাহলে, শুধু আমিই নীরব, ভাঙা হৃদি ভার বহিগো
শোভিতা শ্যামলা প্রকৃতি জননী,
সুন্দর "সব" ব'লে সবে—শুনি,
নয়ন ভরিয়া দাওগো দেখিতে—
একটুকু আলো দাও গো

গীত।

কেউ ভাল মোরে বাসেনি ত কভু
তুমি তাই ভাল বেসেছো।
যতনে কেহ ত কহেনি ক কথা
তুমি হেসে কথা কয়েছো

আজনমের এই আঁধার নাশিতে,
আজনম দুঃখ হৃদয় ভুষিতে,
পথে চ'লে যেতে ফেরেনিত কেহ
তুমি তাই আজি এসেছো।
স্নিগ্ধ পরশে সঞ্চিত জ্বালা
জুড়ায়ে ভুলায়ে দিয়েছো।

গীত।

ধন্য মোদের হিন্দুস্থান।
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম, চতুর্ব্বর্গধাম—হিন্দুস্থান।
কীর্ত্তি-গীতি যত যশোবিমণ্ডিত—
বীর-প্রসবিনী ত্রিদিব—বাঞ্ছিত—
জ্যোতি সুরঞ্জিত, ষড়ঋতুশোভিত—হিন্দুস্থান।
সকল ভারতময়, উঠে আজি এস জয়
মরতে দেবতা তুমি হে নর-প্রধান।
তোমারে বরিয়া নিতে, সকল হৃদয়-চিতে,
সকল জীবন ধন, তোমারে সঁপিয়া দিতে—
বহুদূর হ'তে এসেছি ছুটিয়া তোমারি নিধান।
[redacted] করছে পূর্ণ করছে তব মহিমায়—হিন্দুস্থান।

গীত।

টাকা টাকা টাকা।
তোমায় [redacted] বরণ, চক্রবদন—তোমাবিনা সব ফাঁকা।
যারে তুমি হও প্রসন্ন, ধরায় সে গণ্য-মান্য,
হোক না কেন বুদ্ধিশূন্য;

লোকে করে ধন্য, ধন্য বলে পাণ্ডিত্যের কি ভাব মাথা।
(আবার) যারে তুমি হও বিমুখ, দুনিয়াতে তার কোথা সুখ।
যাগ বোঝে না প্রাণের দুখ, ভুত ব'লে পুত চায়না মুখ,
(ভাবে) বৃথা ভবে প্রাণ রাখা।
নানা সাজে দুনিয়া মাঝে পেতে কুহক ফাঁদ,
কি—খেলা—খেল রূপচাঁদ
দান-ধর্ম্মে ক্রিয়া-কর্ম্মে কারে বা মাতাও,
বিলাসে রঙ্গ-রসে (আহা) কারে ব ডুবাও,
কোথা বাঁধিয়ে লড়াই রক্ত-স্রোতে মেদিনী ভাসাও ;
কোথা বা সন্ধি চেলে শান্তি ঢেলে ঘুরাচ্চ সংসার-চাকা।
স্বর্গে যাবার তুমিই রথ, তুমিই দেখাও নরক-পথ,—
হাসাও কাঁদাও সৎ অসৎ (তুমি) কখন সোজা কখন বাঁকা।
কে বোঝে তোমার তত্ত্ব, তোমার তত্ত্বে জগৎ মত্ত,
আমি তোমার অধম ভৃত্য কৃপা ক'রে দাও দেখা।

গীত।

পিউ পিউ বোলে পাপিয়া।
থর থর জর জর কম্পিত অন্তর,
উছলি উথলি উঠে পিরীতি দরিয়া।
সোহাগে আদরে ঢলি ঢলি, রঙ্গে ভঙ্গে হাসে কুসুম-কলি,
যৌবন মাতোয়ারি, ক্যায়সে আমহারি,
মিঠি মিঠি হাওয়া—দহিছে হিয়া॥
জোছনা রাতি লাগে অহর রাতি,—ক্যায়সে গুজারি নারী
পিয়াও—পিও প্যারী, পিয়ালা রণ ঝন উঠক বাজিয়া

গীত।

শয়নে-স্বপনে—হৃদয়-পাষাণে তোমারই মূরতি আঁকি।
পাগলিনী পারা ফিরি জ্ঞানহারা, তুয়া তরে প্রাণ রাখি
আজি বাঞ্ছিত-ধন লভিয়া হৃদয় পুলকপূর্ণ,
আজি বাঞ্ছিত-ধন নারী জীবন মিলনে হইবে ধন্য ;
আজি পেয়েছি তোমারে নিবালা, নিভাব এ প্রেম-জ্বালা,
(আজি) প্রাণ বিনিময়ে লইব পরাণ, পারিবে না দিতে ফাঁকি

গীত।

চল—চল—চল—সবে এ মহা আহবে
পূজিব মায়েরে তুষিব রাজারে লভিব মরণ গরবে
ছিঁড়ে দেরে তোর অবসাদ ডোর,—
উঠে আয় ছাড়ি কাল ঘুম ঘোর,—
করে ল'য়ে অসি, চল রণে পশি রাজার আদেশ তোর
সাধিব আমরা এ মহা সাধনা ভূপতি দেবতা মানবে।
চল—চল—চল—সবে এ মহা আহবে
পূজিব মায়েরে তুষিব রাজারে লভিব মরণ গরবে
স্বদেশ জননী যাচিছে শকতি, ভূপতি মোদের মাগিছে ভকতি,
স্থির ধীর বীর গর্ব্বে—বধিব দলিব অরাতি—
হৃদয় রক্তে হাজার ভক্তে রচিব কীর্ত্তি আহবে—
চল—চল—চল—সবে এ মহা আহবে
পূজিব মায়েরে তুষিব রাজারে লভিব মরণ গরবে।

গীত।

গোপনে অতি গোপনে গো
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা—
রেখোনা রেখোনা মনে।
নীরবে ওগো নীরবে গো।
ভাসিওনা নীরে, নিশার আঁধারে—
কেঁদোনাকো নিরজনে
বলনা আমায় বলনা—
তুমি শুমরি এ ব্যথা রেখোনা—
গোপনে অতি গোপনে গো।
এস কাছে এসে, ব'সে ধীরে পাশে—
কহিও গো কানে কানে।
(আমি) প্রাণের পরতে গাঁথিয়া—
(ওগো) রাখি ওব্যথা বাঁধিয়া
নীরবে শুধু নীরবে গো—
তোমারই সাথে, গোপনে নিশিথে—
কাঁদিব গো (ওগো) বিজনে।

গীত।

অশ্রু মাখানো নিহত এ ব্যথা
কেমনে তোমারে এ জানাবো গো
সারা জীবনের, সারা হৃদয়ের
কত জ্বালা কত বেদনা গো।
কত যাতনায় প্রকাশিতে চাই,
ভাষায় ছন্দ খুঁজিয়া না পাই,

আতি পাতি করি খুঁজি সব ঠাঁই ;
দেবতা তোমারে পাইনে গো

গীত ।

ওগো ! দাও সাড়া দাও
কও কথা কও বব কি অমিয়া শ্রবণে ।
এস প্রিয়তম, দেবতা আমার,
এস গানে, এস ধেয়ানে
নিগম মাধুরী মধুর মিলনে,
স্বপন বিলাস বিজড়িত প্রাণে,
হৃদয় মাতানো কুসুম গন্ধে—
দীর্ঘ বিরহ অবসানে ।

গীত ।

আজ আর মোরে পারিবে না ছেড়ে [redacted] গো,
প্রাণে প্রাণে আজ উঠিছে বাজিয়া, মহা-মিলনের গীতি গো ।
আঁখি মরণের পারে আঁসিয়া,
প'ড়েছি চরণে লুটিয়া,
আবেশে তন্দ্রা ঢেকে দেছে সব—
মধুরিমা সব বাসনা গো ।
গান গীতি ভাবা [redacted] ভীতি আশা—
নাই নাই আর নাহি গো

মোগল পাঠান।

গীত।

জনম অবধি আমি, তোরে না ডাকিনু স্বামী,—
দিনগুলো মিছে গেল কেটে।
আমার যা কিছু ছিল, কি জানি কোথায় গেল,
হিংসা বুঝি সব নিল লুটে
তোমায় ডাকিব ব'লে আসিনু মায়ের কোলে,
কুহকেতে গেল সব ছুটে।
কর্ণ দাও রুদ্ধ ক'রে, কর প্রভু! অন্ধ মোরে,
চরণেতে পড়ি আমি লুটে

গীত

জয় জয় প্রভু জয় হে মহান্
তোমারি হাসি প্রকৃতি হাসে,
তোমারি কিরণে ধরণী ভাসে,
গাহিছে দুনিয়া তব যশ গান।
বিজলী ঝলসে, অনন্ত আকাশে,
তোমারি নয়নে ভ্রূকুটি প্রকাশে,
বারি বরষে, পবন হরষে,
সজীব দুলিছে গাহি তব গান

গীত।

ভাল যদি বাস কেহ মুখে ব'লো না
নীরবে জানাও প্রেম কথা ক'য়ো না

নীরব নয়নকোণে নীরব চাহনিটি,
মধুর অধরে ওগো নীরব সে হাসিটি,
আঁখিতে নীরব ভাষা, নীরব নবীন আশা,
হৃদয় দুয়ারে শুধু যাবে গো জানা
নীরবে জানাবে ওগো নীরব প্রাণের ব্যথা
নীরবে গাহিতে সুখে মিলন বিরহ গাথা
নীরবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়,
নীরবে রাখিও মনে যেন ভুলো না

গীত।

আবার পেয়েছি ফিরে
পতিত মূর্ত্তি, দলিত কীর্ত্তি, আবার তুলিব শিরে
আবার গাহিব গান
ফিরিয়া যাইব মায়ের কুটীরে ভেঙ্গে দেবো অভিমান
মায়েরে দাঁড়াবো ঘিরে
কাঁদাবো মায়েরে, হাসাবো মায়েরে ভাসিয়া নয়ননীরে

গীত।

আয় আয় ভেসে যাই প্রেম-তরঙ্গে
প্রণয়-সাগর তীরে ভাবি মিছে বসিয়া,
যা হবার হবে আর, যাই সবে ভাসিয়া,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া ;—
প্রেমের তরণীখানি বাহি নানা রঙ্গে।
দূরে ফেলে, অবহেলে, লাজ ভয় অভিমান—
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি প্রণয়ের সুখতান—

প্রণয় সুধাবধরা, পানে হ'য়ে মাতোয়ারা —
আবেশে অবশ হ'য়ে ভাসি এক সঙ্গে

গীত।

নাচে আমার মিঞা
যেমন দুধ ছোলা দেখে নাচে দাড়ে সে, টিয়া
বাঁশীর রবে নাচে ফণী আর হরিণ ছানা,
তালে তালে নাচে হাতী বাজিলে বাজনা
আবার দড়ির টানে নাচে ভালুক হেলিয়া দুলিয়া
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচে আমার মিঞা

গীত।

বর হ'তে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে
ওগো সাধনার ধন, মাণিকরতন, অঙ্গে রহগো জড়ায়ে
আজি পুলকে ভূলোক কাঁপিয়া, জানাক জগত ব্যাপিয়া,
হৃদয়ের প্রীতি, মিলনের গীতি, থাক গো বিশ্বে ছড়ায়ে
(আজি) বাধনে মিলন, মিলনে বাধন, অটুট হ'ক ধরায় এ
তুমি জনমে জনমে, জীবনে মরণে, রেখ রেখ তব চরণ ছায়ে

গীত।

আমরা প্রেমের ভিখারিণী
বিয়োগে মিলনে, কুটীরে ভবনে, তোমাদের অনুগামিনী
(আমরা) প্রখর রবির কিরণ পারা,
(মোরা) বরিষার মেঘ ঢালিগো (অমিয়) ধারা,

(আমরা) আঁধারে ভ্রমি হ'য়ে দিশে হারা,
(মোরা) আলো ধ'রে ডাকি "এসে পথহারা",
কত সাধিয়ে, কত কাঁদিয়ে, শেষে ভুলায়ে সবারে পথে আনি
(মোরা) বিনামূল্যে করি যা কিছু দান,
(আমরা) প্রতিদানে শুধু শিখায়েছি অভিমান
ভালবাসাবাসি, প্রাণে মেশামিশি,
(ছুটো) মিষ্টি কথার কাঙ্গালিনী

গীত

ভেঙ্গে গেছে মোর সোণার স্বপন
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
(আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল
মরমভেদি হাহাকার।
যে দিকে তাকাই (শুধু) নাই নাই নাই
সকলি গিয়াছে চলিয়া।
আছে বাকী শুধু জীর্ণ স্মৃতিটুকু
তাই ল'য়ে মরি কাঁদিয়া
টুটে গেছে আশা, মিছে কেন আশা
ফিরে আসা আশা নাহিক আর

গীত।

এস হে মহান্ কীর্ত্তিগরীয়ন্ নবীন সাজে সাজিয়া
এস শিশুর অধরে হাসির মত, প্রভুগো বিশ্বে গলিয়
এস আঁধার জীবনে সোণার উষা থোদার আশীষ বাণী
আজ বেদনা ভাঙ্গিয়া উঠুক বিশ্বে গভীর মঙ্গল ধ্বনি

এস বিশ্বপ্রেমের গানের মত, আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া।
এস হে মহান্ কীর্ত্তিগরীয়ান্ নবীন সাজে সাজিয়া
এস প্রকৃতির মত দয়া মায়া ফুলে সারাটি অঙ্গ ঢাকিয়া।
বস বিচার আসনে বিবেকের মত ন্যায়ের দণ্ড ধরিয়া
কর পুণ্যের সেবা, কীর্ত্তির পূজা, দুষ্টের কর বলিদান
দাও তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধার আহার পীড়িতেরে কর ত্রাণ
জনকের মত গম্ভীর হইয়া, জননীর স্নেহে গলিয়া
এস হে মহান্ কীর্ত্তিগরীয়ান্ নবীন সাজে সাজিয়া।

গীত।

প্রতাপে যাঁহার অরাতি স্তব্ধ বিরাট বাহিনী ছত্রাকার।
হুঙ্কারে যার মোগল কীর্ত্তি করিয়া উঠিল হাহাকার
কোরাণ স্পর্শে কহিল বাবর "কভু না মদিরা করিব পান
চূর্ণ করিয়া সুরার পাত্র ভিক্ষুকে দিল করিয়া দান
শৌর্য্য আধার সেই রাজপুত রাখিব তাঁহার মান।
ধন্য হইল যাঁহারে পাইয়া জননী রাজস্থান।

গীত।

বাদশা। বাদশা। আমাদের বাদশা
আমাদের আশা, আমাদের ভরসা
কণ্ঠে আমাদের উৎসব গীতি, চক্ষে তুমি গো বিশ্বের প্রীতি,
তুমি যে মোদের নবজীবন ঊষা।
বাদশা। বাদশা। আমাদের বাদশা।
মাথায় ঢেলে দেছ আশীষ বাণী, মরমে তুলেছ আকুল ধ্বনি,

আঁধার পথে তুমি দেখায়েছ আলো,
দীনের বাপ মা, তুমি বড় ভালো,
রসনায় ফুটায়েছ কোরাণের ভাষা।
বাদশা, বাদশা, আমাদের বাদশা।
আত্মায় আত্মায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা,
প্রাণে প্রাণে দিয়েছ জাগায়ে নিষ্ঠা,
ঝরায়েছ অশ্রু ঘাতকের চক্ষে,
ফল ফুল ফুটায়েছ মরুর বক্ষে,
ফুটায়েছ দীপ্তি ছুটায়ে কুয়াসা,
বাদশা, বাদশা, আমাদের বাদশা।

গীত।

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা, দিয়াছিলে ভালবাসা।
গিয়াছে যখন, যা'ক্‌না তখন, মিছে কেন কর আশা।
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার,
যেতে চাহে যাহা ইতি কর তার,
করুণার সার, বিধির বিচার একই কথা কাঁদা হাসা।
সে দিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে,
এসেছ জগতে শূন্য দু'হাতে,
তবে কেন বল, কেন অশ্রুজল,—বিষাদের কেন ভাষা।
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ,
ছুটুক প্রমাদ, মিটে যা'ক্ সাধ,
কৃপায় যাঁহার, যা নহে তোমার, মিটেছে তাহার আশা।

কণ্ঠহার।

গীত।

দেখি দেখি আঁখি ভ'রে।
এসে যদি এস, বস কাছে বস
রাখিব না ধ'রে জোরে
ছিল দিন, কথা গাথা আছে মনে,
কত সাধাসাধি আকুল নয়নে,
ভুলিব না আর, কত শত বার,—
বলাবলি গলা ধ'রে।

গীত।

একা—একা স্রোতে চ'লেছি ভেসে!
আপনার যা'রা ডুবে গেল তারা,
কোথায় সুদূর—অতলের দেশে!
সূরয, চন্দ্র, নিভে গেছে তারা,
আঁধারে আঁধারে ভাসি পথ-হারা,
এস নাথ ত্বরা—পথ-আলো করা—
অকূলে অকূল—কাণ্ডারি বেশে

গীত।

আকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে আঁখি-তারা গেছে ক্ষয়ে।
কই মা তুলে নিতে কোলে এলো কশি এলি ধেয়ে।
আপন জনে পরিজনে অনাদরে মুখ ফেরালে,
একা হাসি, একা বসি, একা ভাসি নয়ন-জলে,

শুনেছি—তুই অভয়া, মা, দীন-দুখ হরা শ্যামা,
ভয়ে ভয়ে আমার ওমা দিন যে তারা গেল বয়ে
আস্‌বি কবে—দেখ্‌বি কবে—রাখ্‌বি কবে রাঙ্গা পায়ে।

গীত

অত ক'রে বধু চেয়ো না—হেসে চেয়ো না।
ফিরে ফিরে দেখি হ'য়ে চোখোচোখি—
ফিরে এল আঁখি দেখা তো হ'লো না!
লাজনত আঁখি মাটি পানে চায়,
আঁখি কোণে সব দেখা বড় দায়,
বাথ ঢাকি আঁখি, আঁখি ভ'রে দেখি,
না দেখে চরণ চলিতে চাহে না।

গীত

কি টিপ্ প'রেছ মনমোহিনী চাঁদপানা মুখে
আশে পাশে কালো নয়ন ভাস্‌ছে লো সুখে
গোলাপ দুল্‌ছে শিকলী হার,
ঝাঁপা চুলে চেরা সিঁথির কব কি বাহার,
আল্‌তা-পেড়ে চরণ দুটি রাঙ্গা টুকটুকে।

গীত।

কোঠে পর ননদী সোতে রহি,
(হাঁ কানাইয়া) বাৎ ধীরে বোলো
এয়সা তু গাঁওয়ার, না মান লাজ ডর।
তেরে পায়েরকে পাঁয়জর্ বাজে কতহি বোল।

চাঁদিনি বাতি, তেরে সংহতি—
জাগি ননদী যব্ হামে দেখেগি,
তকরার্ হাজার জরুর হোয়েগি, টুটোগ ছল বল

গীত।

একেলি না যাই হো শ্রীযমুনাকে তীর
ঠারি গা গো সুন্দরি—কাহে অধীর।
চিট সো নাগর, নটবর সুন্দর,
কদম পেড় পর খাড়া হাজির,
কুঙ্কুম ছোড়ব, আঙ্গিয়া বাওয়ব,
মারব পিচকারি—লাল আবীর।

গীত।

রংবাহার।

বুড়োর খোয়াব দেখে হাসি পায়।
বুড়োর আব্দারি, বেজায় জারি,
নারীর সাথে যুজ্‌তে চায়॥
কত মস্ত জোয়ান মর্দ্দ পাট্টা, দেখ্‌তে শুন্‌তে গোট্টা গাট্টা,
এই নয়নের খোঁচা খেয়ে চরকী ঘুরোন ঘুরে যায়।
বুড়ো ঠেক্‌বে যখন দেখ্‌বে তখন,
মাছ ডাঙ্গায় পড়ে ন'ড়ে চ'ড়ে
কেমন ক'রে খাবি খায়।

গীত।

ওগো আমার চির নূতন খাঁটি স্বদেশী সব
থ কবে তাজা চির নূতন হ'য়ে আমার বর
তুমি আমার দেবতা পতি, তে মার পায়ে রেখে মতি,
ধরবো আমি হাতা বেড়ী সাজিয়ে রান্নাঘর।
ওগো ওগো ওগো আমার চির নূতন বর
হাতের শাঁখা হাতের লোহ, যে দুটি গো তোমার দোয়,
বজায় রেখে র ই যেন গো তোমার পায়ের প র।
ওগো ওগো ওগো আমার চির নূতন বর

গীত।

লেখা পড়া শিখতে হবে নইলে বিয়ে হবে না
মুখ্যু হ'লে মুখ ফেরাবে ভাতার কথা কবে না
স্কুলে তাই শিখেছি মোরা,
বিলিতি চাল ঘোরা ফেরা,
রান্না বান্না আর তো মোদের এ ধাতেতে সবে না।
অসভ্যের ঘোম্‌টা দোয,
কাডাক্যারাস্ হাতের লোহা,
খাঁটি জিনিস হ'তে হবে ওসব ভেজাল রবে না।

গীত

ভেঙ্গেদে ভেঙ্গেদে ভেঙ্গেদে লো সই ভেঙ্গেদে বুড়োর ভুল।
উল্কি পরিয়ে পাতা কাটা তুলে টেনেটেনে বেঁধে চুল
নারী যে শীতল বারি, স্বরগ অমৃত ঝারী,
নারী না রহিলে জগতে কি কভু ফুটিত সোণার ফুল

নারী যদি হ'তো তুর্ল্লভ ভবে, বিশ্বের পাট উঠে যেত ক'রে,
বোঝে যেন বুড়ো এইটুকু শেষ জগতের নারী মূল

গীত

আমাদের নগ্‌দা রোজগার তাইতে গুলজার
দিনে রেতে সকাল সাঁঝে চল্‌ছে কারবার
এ হাতের এম্‌নি গুণ, আল্‌তা পরাই দেখ্‌লে খুন,
রসিক নাগর পায়ের তলায় লুটায় বারেবার।
হাজা পাকুই সকল সারি, ঝামা ঘ'সে চামড়া ছাড়ি,
কুনি তুলে নখ কেটে দিই খুলে যায় বাহার
আবার ঝাড় ফুঁকেতে বার ফট্‌কা বেঁধে দিই ভাতার

গীত।

ইষ্ট গুরু সে যে আমার সব দেবতার সেরা
বুকের রতন মাথার মুকুট প্রেম পিরিতে ঘেরা
চরণ তুটী পূজ্‌লে যার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে হয় একাকার,
ঝর ঝরিয়ে স্বর্গ থেকে ঝরে আশীষ ধারা
প্রাণের সুধা পরেশ পাথর,
কি ব'লে করবো আদর,
মুখের পানে চাইলে পরে দায়লো আঁখি ফেরা

গীত।

এতদিনে আগুন গাছে ফুটবে আবার সোণার ফুল
আকাশ বাতাস লুট্‌বে হেসে ভাঙবে বুড়োর ঘুমের ভুল

হাল ধ'রবে নাবিক এসে,
তরি খানি উঠ্‌বে ভেসে,
মুছে দেবে তুফান শেষে ভরা গাঙের মরা কূল।
অবাক হ'যে থাক্‌বে বুড়ো বুঝ্‌তে পেরে আপন ভুল॥

গীত।

এতদিনে ঘুচলো ধাঁধাঁ।
বুঝ্‌ছো পুরুষ হাড়ে হাড়ে নারীর পায়ে পুরুষ বাঁধা
ভগবানের হুকুম জারি,
থাক্‌বে দোঁহে পুরুষ নারী,
শ্যামের বামে বৃন্দাবনে যেমন ওগো ছিল রাধা।
নইলে পুরুষ পুরুষই নয়,
দেখ্‌বে জগৎ শূন্যময়,
জীবনটা তা'র কেবল বৃথা, সার হবে তার কেবল কাঁদা।

গীত।

পরদেশী।

কুসুম সুন্দরি সখি, কারে তুমি বাস ভাল
কাহারে খুঁজিছ তুমি, কে গো হৃদয় আলো।
চেয়ে চেয়ে চেয়ে পলক পড়ে না,
কার ছবিখানি দেখিছ বল না,
আমিও ললনা, ক'রনা ছলনা,
মোর কাছে প্রাণ খোল

গীত।

আমি সাগর পারের হরবোলা
যদি শুন্‌তে চাও কেউ পয়সা ছাড়
আমি ক'র্ব্বো নাকে ছেলে খেলা
কুহু কুহু ডেকে আমি কাল কোকিলটে,
"বউ কথা কও" ডাক্‌তে পারি সে বড় মিঠে,
বক্‌বকুম্ কুম্ পায়রা ডাকি, কিচির মিচির চড়াই পাখী,
"কোঁকর কোঁকে" জলে ভরাই বাবুদের নোলা।
যদি শুন্‌তে চাও গো কেউ—
আমি কুত্তা হ'য়ে ক'র্ত্তে পারি, "কেঁউ কেঁউ ঘেঁউ ঘেঁউ"—
আবার দু-বেড়ালের লড়াইয়েতে কাম করি খাসা পালা।
কখনও হই ধিঙ্গি, ডাকি বাঘা সিঙ্গি,
আবার শিয়াল হ'য়ে "হুয়া হুয়া" ডাকি সন্ধ্যাবেলা।

গীত।

বাঁদী। আমরা পুরুষ সেজেছি
বান্দা। আমরা নারী সেজেছি।
উভয়ে। মিঞা বিবি সাধের জুটি হাওয়া খেতে চলেছি।
বান্দা। এম্‌নি মোরা বেণী হান্‌বো নন্দন খাঁ,
বাঁদী। এম্‌নি ধারা বাঁকা টেরী, দু-আঙ্গুলে ঘুরবে ছড়ি,
চলবো এম্‌নি হেলে দুলে গায়েতে আচকান।
উভয়ে। মিঞা বিবির আদব কায়দা, কায়দা করে শিখেছি॥
বান্দা। মন মাতান মৃদু হাসি, পুরুষের গলায় ফাঁসি,
বাঁদী। কানাচ হ'তে শিষ দিয়ে মন মজাতে শিখেছি॥

বান্দা। আমীর ওমরাও নবাব বাদসা,
কববো সাদি দেখে থাসা,
বাঁদী আমরাও নইকো চাষা বেগম খুঁজতে চলেছি
বান্দা মোরা ক'র্ব্ব এমনি মান, তাব উড়ে যাবে প্রাণ,
ক'র্ব্বে সে আন চান ;
বাঁদী। কথায় কথায় মেজাজ গরম,
রাখবো সদা নয়কো নরম,
পান থেকে চুণ থস্‌লে বিবির হুম্‌কি দিতে শিখেছি
উভয়ে। মিঞা বিবির প্রেমের লড়াই আথড়া দিয়ে সেধেছি

গীত।

বুরা হ্যায় লাগানা দিল কিসিসে নতিজা পস্তানা।
বেগর উস্‌কো সমঝে আপনে কো আপ গতানা
উল্‌ফতে তড়প্‌তে হুয়ে আঁখোমে দরিয়া,
কিসমৎকি খুবই এ্যায়সি ফুকারি পিয়া পিয়া,
আগি কলিজামে ক্যায়সা জমানা।
মুস্কুরে ছনিয়া হ্যায়, মুস্কিল দিল বহলানা

গীত।

নানা গুণ পুরুষজাতির ফোটাতে কর্ণের বাহার।
উচকা কুলবালা মজে দেরী সয়না আর
ছড়ায়ে হাসির রাশি, ক'রে নেয় চরণ দাসী,
জীত করে চিত্ত চুরি, পরায়ে প্রেমের ফাঁসি ;
মূর্খ হ'য়ে সুক্ষ্ম তারে বাঁধে মন সে অবলার।

গীত।

রোগে ধ'রেছে

কোথাকার বাতিক হাওয়া একেবারে মাথায় চ'ড়েছে ॥

ধাত বিকার আর সান্নিপাতি, হকিম তবু পায় না ধাত,

এ রোগে নারী ছাড়ে হকিম ভবে—বলে প্রেমে জ্বরেছে,

ভাবে দফা সেরেছে

গীত।

নিমিষের দেখা চোখে চোখে আমি আপনা হারায়ে ফেলেছি।

কহিতে গিয়ে কথার কথা—মরম খুলিয়া দিয়াছি

কি ছিল লুকান নয়নে, অমিয় মধুর বচনে,

আমি দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কি জানি কি যেন হয়েছি।

সে যে গো আমার সাধনা কামনা তারে প্রাণ মন সঁপেছি

গীত।

সাথি। আমি বাঘ নই যে গিলবো তোমায় গপ্ করে।

তবে কেন আঁৎকে উঠ জড়সড় মোর ডরে।

(ও প্রিয়তম)

ফর। বাঘ হ'লেও ত ছিল ভাল ম'রতুম লড়াই লড়ে।

এ যে মামদোর মাসী ও প্রেয়সী

মুখ দেখে প্রাণ শিহরে

সাথি। কেন মুখখানি কি ভাল নয়?

এমন কুন্দ দন্ত নধর অধর সদা হাস্য ময়!

ফর যেন পাথর বাটিতে নারিকেলকুটি দেখলেই মনে হয়,

সখি। এমন বাঁশীর মতন নাকটী, ঠোট দুটী রাঙ্গা টুকটুকে
ফব বাহার দেখে মনে হয় যেন কে ধরিয়ে রেখেছে টিকে
সখি টুলটুলে এমন গাল দুখানি, চোক দুটী এমন ঢুলঢুলে,
তায় মধুর চাহনি মধুর হাসি কত জনার মন ভুলে
ফব। সে চোখ যদি থাকৃত আমার,
থাকৃতুম তোমার পায়তলে,
এখন দোহাই তোমার বেহাই দাও—
যাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে

গীত।

প্রেমে যদি হবে সুখী বোঝ আগে প্রেমটা কি।
নইলে মুখোমুখি গলাধরি বসি কাঁদলে হবে কি ?
প্রেম যদি ক'র্ত্তে চাও, আপন প্রাণ বিলিয়ে দাও,
নইলে সাধো কাঁদো পায়ে ধরো বুঝবে শেষে সব ফাঁকি
ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিনটী থাকতে নয়,
পাগল সেজে আকাশ পানে চাইলে কিবা হয়,
প্রেম খাটি সোণা খাদ মেশেনা চলে না তায় বুজরুকি
যে জন যারে চায়, পায় কি সে তায়,
ধরি ধরি ক'রে ফিরে ধ'রতে না পারে
যখন মনে প্রাণে বাঁধন পড়ে,
তখন প্রেম এসে দেয় উঁকি॥

গীত।

গফুর আজ যাব্ দিয়া মিঞা যাব্ দিয়া।
দিল্ পিয়ারা মিয়া্মেকো আসান্ সলুক মিল্ গিয়া।

ফব। তুম্ দোস্ত মেরা হো, তুম্ খোয়াইস করোগে যো,
জান দেনে ম্যায় তৈয়ার হুঁ দেখো মতলব ক্যায়সা দিয়া।

গফুর তুম্‌বড়া মেহেরবান্, তুম্‌বড়া মেহেরবান্,
অ্যায়সা দোস্ত কাঁহা মিলেগা এ্যায়সা কদর্ দান,
হ্যায় জিন্দিগি ভর গোলাম তেরা মেরাজান তেরা লিয়ে,

ফর মেরা দোস্ত মালুম হোগা আখের দেখিয়ে
চাচা আখের দেখিয়ে

গীত।

কিবা মনোহর রাঙ্গা সুরয ভাসে জলে।
আয় মোরা বাহি তেরী ধরি কুতূহলে॥
কালো জলে কাল ক'রেছে তুলে বিষম ঢেউ,
দেখিস্ যেন ডুবিস্ নাকো বাচাতে নাই কেউ,
প্রেমের ঢেউ এম্‌নি ধারা, করে নাকের জলে চোখের জলে।
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় যে শেষকালে।

গীত।

সকলে। আমরা নূতন রোগে নূতন রোগী কল্পনা।
দেখে বাড়াবাড়ি তাড়াতাড়ি, এসেছি হকিম বাড়ী,
এ যাত্রা প্রাণটা বুঝি বাঁচে না।

১ম রোগী। আমার বেজায় রকম হাচি,
গায়ে বস্‌তে দেয় না মাছি, বাঁচি কিনা বাঁচি;
ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে যেন কর্‌লে গরু শিরটানা।

২য় রোগী। আমার ঘুচে গেছে সখ, আমি কাসি খুক্ খুক্ খুক্,

দুঃখ দেখে বিবি আমার কথাটি কয়না,
তা প্রাণেতে সয় না।
৩য় রোগী। কাঁচা বয়সে পেকেছে ছিটে, বাত ধরেছে গেঁটে গেঁটে,
বিবি বেজায় খিট্‌খিটে হায়! দেখেও দেখে না।
৪র্থ রোগী আমি একটু খানি কালা, যেই ধান শুনতে কাণ শুনি,
অমনি পয়জাবের ঠ্যালা,
পীটটে যেন বাগী ঘর, ঝাড়ুর বহর সহে না।
৫ম রোগী আমার হাই তোলাটাই রোগ,
থেকে থেকে তেউড়ে উঠা বিষম কর্ম্মভোগ,
ধনুষ্টঙ্কার হ'লে শেষে আর ত আমি বাঁচবো না।
৬ষ্ঠ রোগী। এমন ঢেকুর তোলেনা ত কেউ,
খাই না খাই পেট দম্‌সম্ সর্ব্বদা হেউ ঢেউ,
উদরীর গুঁতোয় শেষে পটল তুলতে পার্ব্বো না।
৭ম রোগী। আমার দুলে মরা রোগ,
উঠি হাঁটি দাড়াই বসি ফকির বাবার যোগ,
নাকের কাছে ঝুলচে সিজে ফুকতে দেরী সইবে না।
৮ম রোগী। বমি বমি সদাই করে গা,
জলটুকু যে তলায় না গো বিষম ভাবনা,
এমনিধারা করলে ওয়াক প্রাণটি বাকী থাকবে না।
সকলে ওগো হকিম চাচা, মোদের মুস্কিল হ'ল বাঁচা,
মরি যদি মামদো হবো তোমার বাড়ী ছাড়বো না।

গীত।

ফকো শিশি নয়কো আছে হকিম চাচার হজমীগুলি।
আস্ত মানুষ হজম করে বাকী রাখে গোঁপগুলি।

লাথি জুতো হজম করে গালাগালি কোন ছার—
রক্ত আঁখি দেখে ভক্ত বলে কি বাহার—
বিবির মুখ ঝাম্‌টা মন ভারি শুকনো আদার সং কচি,
হজম ক'রে মেজাজ নরম বলে কোকিল কাকলি,
শুকনো ধাতে সয়না যেটা সইতে পাবে দাওয়াই ডিলি।

গীত।

রূপের লাগি যে বেসোনাকো ভাল
ভালবেসে সুখ পাবে না পাবে না
রূপ-মদ-নেশা ছুটে গেলে প্রাণে মিলনেতে সুখ হবে না হবে না
যৌবন হেরিয়ে যদি ভালবাসা,
সে যে নিমিষের না পুরিবে আশা,
যৌবন ফুরাবে, ভালবাস যাবে,
বাঞ্ছিত ফিরে চাবে না চাবে না।
ধন বিনিময়ে প্রেমের কামনা,
সে ত নহে প্রেম প্রেমের ছলনা,
শুধু প্রাণ বিনিময়ে ভালবাসাবাসি,
ধন দিলে প্রেম মিলেনা মিলেনা

গীত।

তোমায় শোনাবো বঁধু গান।
তুমি এক কামড়ে মজায়েছ কেড়ে নিয়ে মন প্রাণ
ধরিব খাম্বাজ ঝিঁঝিঁট রাগিণী,
মুখ ব্যাদানিব যেমন বা ফণী,
জিভের আড়িতে কাঁপাবো মেদিনী হানিব নয়ন বাণ

গীত।

ছুটা হ্যায় দিল হামারা তেরে পিছে পিয়ারা।
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা
চাঁদিনি রাতিয়া ইয়া উজলা ভব,
সওয়াব তেরে সবাই আঁধেরা,
কলিজাকি রোশনি তুহি হো দিল পিয়ারা
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা
থামুস্ রহনা এ বড়া মুস্কিল,
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি ধড়কতা দিল,
তোরে ধরি, না মার কাটারি, টুটাও না দিল হামারা ;—
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা

গীত।

সব মাটি সব মাটি।
দেখ হ'ল কেমন সব মাটি
জান যতই বোন ঘামিয়ে মাথা খাটবে না চালাকিটি।
আশায় বোনা জাল, জাল করলে নাজে হাল,
আপন জালে জড়িয়ে হ'ল গুটিপোকাটি।
ক'রতে গিয়ে এক, হ'য়ে গেল আর,
ওলট পালট এমনি ধার ব্যাপার দুনিয়ার,
যে বুঝতে জানে বুঝে দেখে খোদার নাড়া কলকাটি

গীত।

সুন্দর ধরণী সুন্দর তটিনী, সুন্দর মলয় বায়।
সুন্দর কমলে সুন্দর হাসি সুন্দর বিহগ গায়

সুন্দর কপোত কপোতী পাশে,
মুখোমুখি চেয়ে প্রেম আবেশে,
চিত্রিত প্রজাপতি, মধুর মরাল-গতি সুন্দরী চলে সুন্দর গায়।
সুন্দরী দামিনী সুন্দর জলদ দলে,
শিখি শিখিনী নাচে সুন্দর তালে তালে,
সুন্দরে সুন্দরে মিলন সুন্দর কেনা বল সুন্দর চায়

গীত।

ওগো জীবন মরণ সাথি
তোমারই কারণ হৃদয়-আসন দেখ হে রেখেছি পাতি।
মম হৃদয়-গগন-রবি ওগো বাঞ্ছিত,
মম-পূর্ণ-প্রেম-বারিধি দেখ তোমা তরে সধা সঞ্চিত,
কর রঞ্জিত নব-আলোকে মাতাও হর্ষ পুলকে—
(ওগো) ছড়ায়ে বিমল ভাতি।

গীত।

সানি। বড় মট্‌ মটাচ্ছিলি যে, গুমোরে মট্‌ মটাচ্ছিলি যে।
এখন ভাঙ্গলো গুমোর দেখ্‌লি চেয়ে গুগ্‌লি চোখ দিয়ে।
সাখি। আমার গুমোর তুই ভাঙ্গবি? মিছে ডব্‌ডবানি তোর,
হাতের পাঁচটি কেড়ে নিয়ে ক'র্ব্বো বাজি ভোর,
থোতা মুখ হ'লে ভোঁতা মর্‌বি তখন আপশোষে।
সানি মুখের কথায় ছক্কা পঞ্জা হয় না খেলার বাজীতে।
তোর গোমড়া মুখে ঝাড়ু মারি ধিক্ তোর কারসাজীতে
সাখি। চাল্‌তা গালির রূপের বড়াই ক্ষান্ত দাও গো রূপসী,

চোখ আছে যার ব'ল্‌বে দেখে,
মানুষ কি মামদোব মামী
সানি দেখ্‌না তবে ঝাড়ুব বহর চুলোমুখি চোখ চেয়ে
সাখি। এই ঝাড়ুব বহব সামলান দেখি তুই কেমন মেয়ে

গীত।

আশিক মেবা কাহে শতায়ো কবতে হো মুঝে পবেসান্‌
কেস্তা জমানা রোয়বো পিটবো জিন্দিগী করু গুজরান্‌।
চমকি না দুনিয়া রোশনীভরা,
নয়নকি বোশ্‌নি বিনু আঁধেবা,
দিল্লিগি দিন্‌কি টুটানে দিন কো, দিন চুরাণা কাহে মেবিজান।

গীত।

আরে হাঁরে বেইমান।
ভবিষ্যৎ যব মেরা আগিয়া তুঝপব কাহেকো পাষাণ
নজবামে কুর্ব্বান কিয়া,
দিল্লিগী মে দিল লিয়া,
ঘড়ি ঘড়ি পল পল জল জল মবনা থাকুমে মিলাযাজান
বানায়া বাতে বহুৎ তুম্‌ মুঝকো দিউয়ানা সমঝকব,
সতায়া শুঝতা নেহি, রোলায়া রোতি রহি,
মজেমে হাস্‌তে রহো আপনা ছিপাকর।
হুবঘড়ি হুথিয় ফুকারি সাথিয়া,
বেদবদিকে লিয়ে জান্‌ হয়রাণ

গীত ।

আজ মাধবী সহক'রে বেড়িল
গগনে হাসিল শশী,   কাননে কুসুম হাসি,
সুগন্ধ সুষমারাশি ছড়ায়ে দিল
মধুর পঞ্চম সুরে,   পাখি ডাকে শাখাপরে,
ভ্রমর ভ্রমরী সুখে গুঞ্জরিল
নব বিকসিত কলি,   হেরি ধেয়ে এল অলি,
আবেশে বিভোরা ধনি ঢলে পড়িল ।

গীত ।

রাতকাণা ।

কত ভুল, ওগো লোকের কত ভুল।
নরক যাহা, দেখাতে তাহা, চেষ্টার নাই অপ্রতুল
ভূষণ অভাব, এমনি স্বভাব,
চেয়ে চিন্তে পুরায় অভাব,
পরকে বলে "আমারই" এ সব,
বোঝায় কত হ'য়ে ব্যাকুল ॥
পান্তা খেয়ে পোলাওয়ের গর্ব্ব,
বিদিত আছ তোমরা সর্ব্ব,
সে গর্ব্বে মানের খর্ব্ব,
বোঝেনা এমন বিষম ভুল
রূপহীন সজ্জা করে,
রূপহীনা নয়ন ঠারে,
বিধি আছে মাথারপরে,
আদায় করে ভুল-মাশুল ॥

গীত।

বেণু বাজেনা, তা'ই ধেনু চরেনা।
ওরে, আয়রে কানু বাজা রে বেণু,
আরতো ধৈরয ধরে না।
স্বর্গ্যিমামা পাটে ব'সেছে,
ঐ লালি আভা মেরেছে,
বাজা বাজাবে বেণু (নইলে) ধেনুর,
পেট ভরে না।

গীত।

ওলো ত্বরা চল্ ঘরে।
আকাশ থেকে নাম্‌ছে আঁধার
পরে ফিরবি কি ক'রে?
পথে দুষ্টু ছোঁড়া চুপটি ক'রে থাপটি মেরে রয়—
দেখে নয়না হানে বসন টানে, চাপা কথা কয়—
ওলো শুন্‌লে সে, কোমর ক'সে
দেবে ঘরের বার ক'রে।

গীত।

যৌদিয় বর এলো পর, আর কি ঘরে মন সরে?
থাক নিজ পতি, মোর যুবতী চলো মধু বাসরে
র'ক নিজ পতি জেগে রাতি শয্যাসায়কে,
মোরা লজ্জা ফেলি ভোলাতে চলি পর-নায়কে,
ওগো বাঙ্গালি মেয়ের স্বভাব সাধের,
স্বভাব ছাড়ি কি ক'রে?

যখন বাস্তা ঘেরে রোশনি ক'রে চলে কোন বর,
মোরা সরম ভুলে ঘোমটা খুলে, হাজির পথের পর,
বরের নামে মনকে টানে,
দেখে ভাতার বদন ছাব করে--
(তবু স্বভাব ছাড়ি কি ক'’র ?)

গীত।

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি
কেন মা তোমার এমন বেশ।
হর-হৃদি-পরে দিয়েছ চরণ
নাইক তোমার লাজের লেশ "

গীত।

প্রেম ফাঁদে পড়ে কেঁদে শেষে হয় সারা---
প্রেমের কেমন এ ধারা।
কত সুখের ছবি জাগে
তাদের নয়নের আগে,
প্রেম করে যারা
চোকে চাওয়া তখন বিষম দায়,
পলাতে চাইলে পা কেবল জড়ায়,
প্রাণ-ভরা কথা মুখে না জুয়ায়,
অন্তর হ'লে বয় আঁখিধারা।
মিলনেতে পায় অসীম সুখ,
অমিলনে ভেঙ্গে যায় তার বুক,

ভাবে আর কাঁদে, কেন প্রেম-ফাঁদে,
ধরা দিতে চায় মাথা-ধরা

গীত।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌ব না ত আর।
দোষী যখন নিজের দোষ ক'চ্ছে লো স্বীকার॥
চাকে ব'লেই আসে হাসি, চাপতে হাসি কাশা কাশি,
ছলে সবে নাচাই মোরা মর্কটের সেই অবতার।
খোঁড়া যদি খুঁড়িয়ে চলে, কাণা "দেখতে পাইনা" বলে,
হাসির তাতে নাইক কিছু, পাত্র সেত শুশ্রূষার

গীত।

রামানুজ

কেন বল এত অভিমান
আমার কপাল দোষে বুঝি হ'য়েছ পাষাণ
হ'য়ে যদি সাধি কথা কও,
তৃষিত তাপিত চিত্ত নাথেক জুড়াও,
নেচে এস কোলে, বনমালা গলে,
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ।
পায়ে-ঠেল হ'য়ে আছি সব স'য়ে,
(ওই) মুখ চেয়ে ওহে করুণা নিদান

গীত।

এবার জন্মের মত বিদায় নিতে এসেছি হে।
তুমি যদি চলে যাবে, প্রাণ কি আর দেহে রবে,
কেন এমন নিদয় হবে ওহে দয়ার ঠাকুর
তোমার রাঙ্গা পায়ে কি দোষ মোরা ক'রেছি হে
তুমি যদি না বোঝ ব্যথা,
কারে ব'লবো প্রাণের কথা,
(ওহে ব্যথাহারী হরি)
(ওহে দীনের সহায় হরি)
আমরা সকল ভুলে, এ অকূলে, তোমায় দেখে মজেছি হে

গীত।

শ্বেতাম্বর পরিহিত শ্বেত মাল্যধর, শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত কায়।
জয় গুরু নর-নারায়ণ।
গর্জ্জে ক্ষুব্ধ সাগর ফেনিল নীল তরঙ্গ রঙ্গে,
ঘোর ঘন ঘটা আঁধারে আবরি দিশা ভীষণ সঙ্গে,
হুঙ্কারি বহে পবন মত্ত ত্রাসিত ভীত চিত বিহীন উপায়।
এ ঘোর বিপদে ভাবরে শ্রীগুরুচরণ
ভবাব্ধি পার যাহার কৃপায়—
জয় গুরু নর-নারায়ণ।

গীত।

সাঁঝের আলো ঝিকমিকুচ্ছে' ঘরকে চ'লে আয়।
ঘাসের ফাঁকে ঝিঁঝিঁরা ডাকে, চিড়িয়া মিঠি গায়॥

বাজছে মাদল ঝাঁগুড় ঝাঁগুড় ঝাঁ,
মায়ের সাথে পালায় ছুটে বন-হরিণের ছা,
পাহাড় ফুড়ে, চাঁদটি উঠে, ফুলটি ফোটে তায়,—
প্রাণ নাচে আর প্রাণটি নাচে ফুরফুরে হাওয়ায়॥

গীত

এমনি আঁধার রেতে এমনি গহন বনে
বাজ ডাক্‌ছে ককে, বাজ হান্‌ছে বুকে,
ঝর ঝর বহে বারি কি গগনে কি নয়নে
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নিশিথিনী নাচে,
ঝমকে চমকে প্রাণ নারী মরণ যাচে,
যাতনা বেদন সেই জাগিছে মনে

গীত।

ন দেহং ন প্রাণান্ ন চ সুখমশেষাভিলসিতং
ন চাত্মানং নান্যৎ কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদং
পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত তনয়ং ত্বং প্রিয়সুহৃৎ।
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্
ত্বদীয় স্তদ্ভৃত্য স্তবপরিজন স্তদগতিরহং
প্রপন্নশ্চৈব সত্যাহমপি তবৈবাস্মি হি ভবঃ
নমো নমো বাঙ্মনসৈক ভূময়ে
নমো নমো বাঙ্ মনসৈক ভূমরে

নমো নমোঽনন্ত মহাবিভূতয়ে।
নমো নমোঽনন্ত দয়ৈক সিন্ধবে

গীত।

গোয়ার রে পেকুড়ার হামসে অবলানারী।
মারহ কুঙ্কুম কালা না মার পিচকারী
ছু পড়ি লম্পট, না মান পথঘাট,
ননদী নাগিনী বোল্ কেয়সে সামহারি

গীত।

কি ফল বল এ বিফল জীবনে।
পেয়ে দুর্লভ মানব জনম, যদি না চিনিনু কৃষ্ণধনে
বিফল আশ বিফল প্রয়াস,
বিফল এ ধরা-কারাবাস,
হতাশে হতাশে শিহরি সতত দহি ত্রিতাপ দহনে।
অভিমানে ফিরি মদে মত্ত করী,
মাৎসর্য্য তাড়নে বুকে ছুরি ধরি,
পরম সাধ না করি সাধ, চাহি কামিনী-কাঞ্চনে॥

গীত।

মিছে দ্বন্দ্ব, ত্যজ সন্দ, মাত' লীলামৃতপানে।
বিরাজিত বিশ্বরূপ বস্তুস্থান-কাল-মাঝে
নহে ভ্রান্তি নহে মায়া,
নহে স্বপ্ন নহে ছায়া,
চিন্ময় মৃন্ময় কায়া বহু রূপে বহু স্থানে

কভু নীর নিস্তরঙ্গ,
কখন তরঙ্গ ভঙ্গ,
রসসিন্ধু লীলারঙ্গ ভক্ত জনে প্রাণে প্রাণে

গীত।

প্রাণ ভ'রে বল নমো নারায়ণ
নামের দাপে শমন কাঁপে ভব ভয় হয় বারণ
নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ। নমো নারায়ণ।
পাপী-তাপী কোথায় আছিস্ আয়,
দিনের শরণ পতিত পাবন দয়ার ঠাকুর নাম বিলায়,
এ নাম শুন্‌লে মোক্ষ, ব'লে মোক্ষ, হরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জরা-মরণ
হাহাকার ঘুচল এতদিনে,
দীনের হরি কোল দিয়েছেন দীনে,
এনেছে নামের তরি, দীনের হরি, পারের কড়ি ঐ চরণ।।
নমো নারায়ণ। নমো নারায়ণ। নমো নারায়ণ।।

সঙ্কীর্ত্তন

নাম পেয়েছি সুধার ধারা, (আর) ভয় রাখি কি মরণে।
সার ক'রেছি চরণ হরির জয় ক'রেছি শমনে
পাপী-তাপী থাকবে নাকো আর,
দয়ার ঠাকুর নাম এনেছে ঘুচবে ভবভার,
বিষের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে অভয় নামের স্মরণে
বল্ হরিবোল্। বল্ হরিবোল্। বল্ হরিবোল্।।

গীত।

দাম্রিম দাম্রিম দিম মৃদঙ্গ বাজে
বোলে ঘুঙ্গুর ঝুণু ঝুণু বোলে সাজে কামিনী [illegible] সাজে।
দুরু দুরু দুরু কাঁপয়ে হিয়া,
চলে চঞ্চলা চরণ থিন থিন থিন থিয়া,
মদন হানে কুসুম বাণ নয়ন আশয়ে নাচে।
চতুর নাগর বুঝি অনসর হৃদয় মাঝে বাজে।

গীত।

কত আরাধনা ক'রে পেয়েছি তোমারে
যেতে তো দিবনা আর।
অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া,
রাখিব করিয়া গলার হার॥
সহিব না তিল বিরহ তোমার,
তুমি বিনে আর কি আছে আমার,
হিয়ার মাঝারে, এ বর মন্দিরে,
ও দুটি চরণ ক রেছি সার।

গীত।

মনগড়া তোর এমন পিরিত কভু দেখিনি।
পাথরে প্রেম সঁপেছে, (কই) [illegible] কথা তো কাণে শুনিনি॥
কোন্ ছলে কে ছলে গেছে,
রূপ দেখে কার [illegible] ম'জেছে,
কেমন কেমন হয় বা শেষে, বড় ভাল বুঝিনি।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
দেখে দেখ সই, ঠেকে শিখিনি

গীত।

আজি যামিনী জাগি পোহাব
বিপিনে বাজিবে বাঁশী, সারানিশি বসি শুনিব
পিয়াসী চাতকি আমারি প্রাণ,
সুধার নির্ঝর বাঁশীর তান,
নিখিল ভুবন পড়িবে ঘুমায়ে একাকিনী আমি জাগিয়ে রব

গীত

পু।—চিদ্ঘন রূপ সুন্দর জয় জনার্দ্দন জগজ্জীবন।
স্ত্রী।—ক্ষীরোদবাসিনী বামা বিরাজে বামে
জয় কমলা কমলাসন
সকলে।—জয় লক্ষ্মী জনার্দ্দন। জয় লক্ষ্মী জনার্দ্দন।।
পু।—নবজলধর শ্যাম শোভন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
স্ত্রী।—দামিনী ঝলকে কনক অঙ্গে রমা মাধব নারী,
সকলে।—জয় লক্ষ্মী জনার্দ্দন। জয় লক্ষ্মী জনার্দ্দন।।

গীত

চিতোরোদ্ধার।

আমরা পরাণ নিয়ে খেলা ভালবাসি।
আসে কুরঙ্গ, আসে মাতোয়ারা,
শুনে' বাঁশী—শুনে' মধু-বাঁশী পরে সেধে ফাঁসি॥

ফুল বাসে ভরা মধুরাতি,
এস বঁধু আছি হৃদয় পাতি,
এস পিয়াসী জুড়াও আসি!
আমরা ভেঙ্গে দিই পেয়ালা নিশি—শেষে,
'সুধা নাই সুধা নাই' বলি হেসে,
পিয়াই বঁধুয়া গরল রাশি

গীত।

ওগো আমার মাটির স্বর্গ,
মাথায় রাখি তোমার চরণ।
হও না মাটি, সোণা খাঁটি,
তুমি আমার জীবন মরণ।
আলোয় নেয়ে তোমার ক্ষেতে,
সবুজ হরষ ওঠে মেতে,
তোমার রূপে ভুবন আলো,
ওগো আমার কাঞ্চবরণ।
আছে তোমার অতীত উজ্জ্বল,
আছে তোমার সাধনের বল,
তোমার বৃদ্ধি তোমার সিদ্ধি,
কাহার সাধ্য করে বারণ?
যাক্ না প্রলয়,—চিন্তা কি ভাই?
এত সতীর চিতার ছাই,
যাহার ধুলি আছে চুমি,
তার কি আছে অন্ত,—মরণ।

মাটি নও গো, তুমি ঈশ্বর,
তুমি চিরকালের দোসর,
জীবন দিল তোমার বাতাস,
তোমার আকাশ শেষের শরণ

গীত

আজ যে যৌবন-তরী
হাল মানে না ছুটছে উজান।
সহসা হৃদয়-গাঙ্গে দুকুল ভাঙ্গে সাধের বাণ
রূপ আজ হ'ল চঞ্চল,
প্রেম আজ হ'ল পাগল,
সাধ যায়, চাঁদের দেশে ভেসে ভেসে
করি চাঁদের সুধা পান

গীত।

আমি মনেরে বুঝাই, কাঁদিতে না চাই,
আমার কাঁদন শুধু আসে, আমার কাঁদন শুধু আসে
এল এল মধু যামিনী, হেসে উঠে যুথী কামিনী,
সকল কুঞ্জ ভরিল চল চল ফুলবাসে
সাধের মালাটি বুকে করি, যাপিনু সারারাতি
সে ত এলো না,—সে ত এলো না,—
শূন্য হৃদয় পাতিনু বৃথায় কাহার চরণ আশে।
বনে বনে বাজে বাঁশরী, তরুলতা উঠে শিহরি,
অধীর সমীর ক্ষণে ক্ষণে ওই খল খল খল হাসে।

গীত।

উজ্জ্বল মোদের সোণার অতীত, উজ্জ্বল মোদের বর্ত্তমান।
মানব সেবাই মোদের ধর্ম্ম, পুণ্যভূভাগ জন্মস্থান
আমরা গড়িব ভবিষ্যৎ না করি শোতার বজ্রপাত,
আমরা আনিব প্রাচি হইতে আবার জগতে সুপ্রভাত,
হৃদয় চিরিয়া করিব আমরা যুগের চরণে অর্ঘ্য দান।
আমরা জানি, বর্ব্বর প্রথা—যুদ্ধ,
সীতা সাবিত্রী মোদের জননী, গুরু—গৌতম বুদ্ধ,
আমরা মুছাব রক্তকালিমা ঘুচাব ধরার দৈন্য,
আমরা করিব বিশ্ব-বিজয় পাঠায়ে প্রেমের সৈন্য,
আমরা প্রথম স্বর্গ গলায়ে এনেছি ধরায় শান্তি গান

গীত।

আমি যে দিকে চাই, দেখি শুধু জয়—জয়কার জগৎময়।
জয়ের শিখা জ্বালায় রবি, শোভা ফুটায় কুসুমচয়
জয়ের ভেরি বাজায় সিন্ধু, পূজার থালা সাজায় ইন্দু,
পাগল পবন সকল ভুবন জয়ের বিজয়-ধ্বজা বয়।
গ্রহ হ'তে উপগ্রহে, জয়ের ঢেউ যাচ্ছে বহে,
সকল ধারা মিশে মা তোর জয়-সাগরেই পাচ্ছে লয়।

গীত।

আমার পরাণখানি লুঠ হ'য়েছে
সে এক ফাল্গুন মাসে।
যখন কুহুর দেশে পড়ে সাড়া
ফুলের জোয়ার আসে

যখন ভরা-চাঁদের ভরা-শোভায়,
স্বর্গ গলে' ধরা ডোবায়,
মাতাল যখন আকাশময়
বেড়ায় হা হুতাশে।
যখন কাঁচা বেলের তাজা ঘ্রাণে,
হারানো গীত জাগে প্রাণে,
মন খুলে মন বলে কোন
কারে ভালবাসে

গীত।

বাধা পেলে জলে আরও
এই ত প্রেমের ধারা।
মরমে মরমে শেষে
আপনি আপনা হারা।
চকোরিণি চাহে চাঁদে,
পড়ে সেধে মায়া-ফাঁদে,
তবু সে চাহে না কভু
ভাঙ্গিতে সে সুখ-কারা
নিরাশে পিয়াসা বাড়ে,
ছাড়া'লে প্রেম না ছাড়ে,
কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু
জীবন জনম সারা

গীত।

ওই গর্জ্জে ঘন গর্জ্জে রণভেরি শোন ওই
চিরারাধ্য জয় বাদ্য ঘন ঘন বাজে ওই।
জাতি-গর্ব্ব করি খর্ব্ব কে বল রাখিবে প্রাণ ?
প'র বর্ম্ম অসি চর্ম্ম চল শত্রু শোণিতে করি স্নান।
কোন বাধা নাহি করি গণ্য,
আক্রমি চল অরি-সৈন্য,
ঘুচাব যুগের গ্লানি—দৈন্য
কর কর কর মুক্ত কৃপাণ।

গীত।

ঝক্‌মারি।

ভিটে বেচে পথে যদি ব'স্‌তে চাও
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও
ব'লে দিই তোমায়, সাম্‌লা যার মাথায়—
ধর্ব্বে গে তার পায়, ভিটে বেচ্‌বার
বাৎলাবেন উপায়; —
গাম্‌লা ভ'রে ছোবড়া দেবে, যত পার্ব্বে তত খাও
জয়েন্ট ফ্যামিলি তোমার, ভাবনা বড় নাই বেশী আর,
পার্টিসন স্যুট্‌ লাগিয়ে দাও দেদার,—
বউগুলো হ'য়ে হ'য়ে, হাড়মাস ফেল্‌বে খেয়ে,
বাধিয়ে দেবে ঠিক ভুজরে ভেয়ে;
র'য়েছে পাওনা দেনা, রাখ্‌বে জেদ—মেটাবে না,

গ্র্যাটিসে "ওনিয়ন সুজ" (পেঁয়াজ পয়জার)
পছন্দ হও তো কিনে নাও

গীত।

ভালবাসি গিন্নিপনা, দেইজী সয়না সই
কন্না ক'র্ব্বো ভাতারের, তার ভায়ের কেউতো নই
কিসের এত দায় প'ড়ে গেছে,
ভাসুর দেওর হ'লেই বা কি মাথা কিনেছে,
ঢাক্ ঢাক্ নাই স্পষ্ট কথা কই সবার কাছে ;
হাত নাড়া দে' এলো চুলে, কোঁদল হ'লো না মুলে,
জা আবাগী ঠসক ক'রে যায় হেলে দুলে ;—
চোখের মাথা খাই, যদি সই, মুখ বুজে তা স'য়ে রই

গীত

দীপি। নই আমি গ্রামী বামী, ফস্কা গেরো আমার নয়।
বকুশী। ছুটো যে মেযে মুখো, মেটায় পাছে তাই তো ভয়
দীপি। লেগেছে ছুটো বউয়ে, মেটায় যদি ফেল্‌বে খেয়ে।
বকুশী। বেঁচে আছি তোরই মুখ চেয়ে ;—
দীপি। লেগে যাও দিচ্ছি সাহস,
বকুশী। সাবাস্ সাবাস্—ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্ ;
দীপি। থাক্‌বে সব মিলে-জুলে, আমার এ কি প্রাণে সয়।
উভয়ে। লেগে যায় ঘরে ঘরে এমন সুদিন যদি হয়

গীত।

গিন্নী। দু'হাতে প'র্ব্বো বালা দু'গাছি,
ভূতী। কাণ ফুঁড়ে মাকড়ী প'রে হাব ক'রে বাচি,
কৃষ্ণ। চ'ড়্‌বো এবার টাট্টু ঘোড়া এঁচে তো আছি,
বক্সী। আয় আয়—চা'র জনে নাচি— চা'র জনে নাচি।
গিন্নী বালা পেলে ভাত বেড়ে দিই হাত নেড়ে,
ভূতী। মাকড়ী প'রে উনোন ধরাই ফুঁ পেড়ে,
কৃষ্ণ। ঘোড়া পেলে পিটে চড়ি লাফ্‌ ঝেড়ে,
বক্সী (গিন্নীর প্রতি) আজকে অমনি হাত নাড়ো,
(ভূতীর প্রতি) বাছা অমনি ফুঁ পাড়ো,
(কৃষ্ণের প্রতি) লাফ ঝেড়ে কেষ্টা গিয়ে—
কিনে আন ঘোড়ার দড়ি,
ভাবনা কি, মকদ্দমা বাগাচ্ছি!
সকলে। আয় আয়—চা'র জনে নাচি—চা'র জনে নাচি।

গীত।

ঝি। কাট্‌বো তোর কেলে বেরাল, বার ক'রেছি আঁস বঁটি।
নিধে দেব ভাগাড়ে গরু, বাগিয়ে আছি এই লাঠি।
ঝি। তোরই আজ নাক কাটি,
নিধে তোরেই এই নাদ্‌না সাটি;
ঝি। এত বড় কেলে হুলো—হাঁড়ি খেয়ে যায়,
নিধে। এত বড় বক্‌না বেঁড়ে—ক্ষেতের বেগুন খায়;

ঝি। এই বঁটিতে—
নিধে। এই লাঠিতে—
উভয়ে। ঘোচাবে দাঁত ছিৎকুটি
ঝি। খুন হলি—
নিধে এই গেছি—
ঝি মর মড়া,—
নিধে। মর বেটী

গীত।

জাগে জাগে জা'য়ে জা'য় বেধে যায় ঘরে ঘরে।
শিখেছে সাক্ষী দিতে, চলে খুব গুমোর করে॥
দু'কথা ব'লবে আর মুদী?
উঠনো ধার যা আছে শুধি;
ঘুমিয়ে উঠে পেটে পেড়ে,
ফের দে প'রে কস্তা পেড়ে,
চ'লে যাই কলসী কাঁকে হাত নেড়ে নেড়ে
দু'খানা গয়না প'রি,
তোয়াক্কা আর কা'রে করি,
ধর ঠাসা সামিগিরি থাকে সব ঘরে ঘরে

গীত।

আমাদের তালিম দিতে হবে না আর।
শিখেছি ব্যবসা জবর, জামাই আদর,
ঘাড়ে চেপে বসি যার

জোটে না মুড়ি ঘরে, মণ্ড ফেলি থুথু ক'রে,
বসি যে বায়না ধ'রে, পেতে দেরী হয় না তার
ধুতি চাদর কামিজ জুতো, সেমিজ সাড়ী মিহি সুতো,
চোখ্ বাঙ্গালি দিই পেলে ছুতো ;
উড়ছে মজা, আফিং গাঁজা, দুধে বাঁটা সিদ্ধি তাজা,
চালিয়ে দাও—খোলা দরজা ,
কান্‌ট্রি লিকার, চাবো দেদার,
চাট খেয়ে নাও যে সথ যার

গীত।

মামলা করা ঝকমারী !
সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো,
দেখ্‌তে গেলে কাছারি
মামলায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে,
ভিটেতে সর্ষে ব'নে খোলা নে হাতে ;
সাক্ষি আমলা, মোক্তার মামলা—
তেলা হাত চাই সবারি
কাছারীর মাটি হাঁকবে, চ'ল্‌তে গেলে কামড়ে পাধ'রে;
চাল চুলো সব পোরে উদরে ;
লাগ্‌লে পরে ছাড়ে নাকো, আইনের ভেল্কি ভারি।
হার্‌লে তো হাড়ীর বেহাল,
জিত হ'লে সমান নাকাল,
ধুয়ে খাও ডিক্রী নিয়ে, মামলাকে বলিহারি ॥

গীত।

জয়দেব।

গোপীগণ কুঞ্জে এখনও কেন চাঁদ উদে না সই
শ্রীরাধা কালাচাঁদ দেখা কে থা, আসি ব'লে এল কই
গোপীগণ শোন্ কিশোরী, ঐ বাজে বাঁশরী,
শ্রীরাধা শোন্ কিনা মন ভোলা রাধা বলা স্বরলহরি,
গোপীগণ। শোনা কেন দেখ্‌না প্যারী,
আস্‌ছে তোর গুনের হরি —
চুড়ায় চাকা ময়ূর পাখা অই

গীত।

সখীগণ। খালি খালি খুলি কেন, খেলি চল্ বোন ব'র-ক'নে।
কে কার বর, কে কার ক'নে, বেছে নে, সই মনে মনে
১ম সখী। আমি হব সইয়ের বর, সই হ'বে আমার ক'নে,
কার কথ শুন্‌বে নাক রাখ্‌বো ক'নেয় চোখের কোনে,
২য় সখী আমারও সই সাধ হয় ভাই, বাঁধা রই ঐ শ্রীচরণে,
ইসারায় উঠ্‌বে বসব, মেনে মেনে লাজ কেনে,
সখীগণ। খুবি লোসে তোর মনের মত—
স'লেব বর চ ই ভাই চনচনে্‌

গীত।

সই হবি কি আমার বর।
তবে হাস্ মৃদু হাসি ধর করে বাঁশী, বাজালো কিশোরী ভোলাস্বর॥

খুলি কটীবাস পর পীতধড়া, নেলো শিরে সখি মোহন-শিখি চুড়া,
ছুঁড়ি চল্ গোঠে, যমুনার তটে, সাজ্‌সে রাখাল নটবর ॥

গীত।

এই ব'লে নুপুর বাজে।
সাজ সাজ সাজ, ছাড়ি গৃহ কাজ, কিবা কল কাণ ব্যাজে।
আমি কর্ণধার ভব-পারাবার, ক'রে দোষ পার কি ভাবনা আর,
মায়া মোহ-ভ্রান্তি, রাখিয়ে বিকার, (তোরা) আয়রে ভীথারিসাজে।
অনিত্য বিষয়ে প্রমত্ত রহিসে, পরমার্থ কেন যাস রে ভুলিয়ে,
রঙ্গভূমি মাঝে নট সাজিয়ে (ও তোর) ভয় কেন কুলমানলাজে ॥

গীত।

আমার রাধানামের সাধা বাঁশি বাজ্‌বে বাবেক বাজরে বাজ।
রাধাসুরে বাজিস্ ওরে আমার ভাবের ভাবুক আস্‌ছে আজ।
বাঁশী বাজ্‌বে বাজবে রাধা রা—ধা,
যার লাগিয়ে নন্দের বহিলি বাধা,
সেই সাধানাম ভুলিস্ কেন কিসে পাস্‌বে বাধা,
তোর রাধা বলা কে নিল হ'বে, কে ক'র্‌লে বল্ এমন কাজ ॥

গীত।

কার তরে তুই কাঁদিস্ মাসি, কার তরে তুই কাঁদিস—
একলাটি এ মাঠে।
তোর কেউ নেই এখানে আপন মনে কার তরে তুই ভাবিস্—
এ একটা মজা বটে।

মোয়া দিবি ব'লেছিলি কেনগে মাসি ভুলে গেলি,
কিসে এমন ব্যথা পেলি, বল্না গো মুখ ফুটে,
মায়ের বোন মাসী তুই, আমার বুকটা যে মা ফাটে—
আমার বুকটা যে মা ফাটে

গীত।

চল ধীরি ধীরি ফুল তুলি
বোঁটা কেটে টাট্কা ফুলে সাজি ভর,
যেন হাত বাসি ফুলে দিস্‌নে লো ভুলি
ফুলের কলিও ভাল নয়, তার মধুর অভাব রয়,
মন মিশে না, কেউ ঘেঁসে না দেবতাও না নেয়,
ফোটাফুলে তাই আদরে ভ্রমর করে কোলাকুলি।

গীত।

ফুল তোমায় সাধে কি করি যতন
তোমায় মনের মতন গাঁথিয়ে পরি গলে, ফেলি মুকুতা-রতন
ফুল কি সুষমা তোমার হে—দেবতারও তুমি প্রিয়,
তুমি অমিয় হ'তেও অমিয়,
তোমায় গঠিল যে জন তারে কহিও
যেন পরজনমে ফুল ক'রে পাঠায় সে মহাজন।

গীত

নাচিয়ে নাচিয়ে আমার আয় রে নীলমণি।
গোপাল রে আয় কোলে বাপ, আমার নীলকান্তমণি নয়নের মণি,

পর রে নীল পীতধড়া, নেরে শিরে ময়ূর পুচ্ছ-চূড়া,
গলে গুঞ্জ হার পর, ভালে চন্দন তিলক ধর,
নূপুর পর রে রাঙ্গা পায়ে, ডাক মা ব'লে তুলিয়ে মুখে ননী।

গীত।

পেটের জ্বালা ধ'রে গেছে সুয্যিমামার রে—
সোঁ সোঁ ক'রে ইঁদের ডোবায় খাচ্চে কাদা জল।
তাই চ'টে আস্‌চে ছুটে দখ্‌নে হাওয়া,
দোল্ দোল্ দোল্ দুলিয়ে পাতা নাড়িয়ে গাছের ফল
খাঁ খাঁ খাঁ ক'রছে মাঠ, তেষ্টায় গলা হ'চ্চে কাঠ,
সব নাটের গুরু কালাচাঁদ রে—
যে গোকুলে কুল মজালে মামার বোয়ের ধ'রে আঁচল

গীত

সাধে কি লুকিয়ে এসু বোন।
তোকে না দেখ্‌তে পেলে আমার যে কেমন করে মন।
আসি কি আপন প্রাণে, টানে যে কে টেনে আনে,
জানি না তার কি মানে, কেন হয় এমন

গীত।

জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ—দীনের শরণ হরি,
দীনের শরণ হরি, পাতকী শরণ হরি।
পাতকি শরণ হরি, কাঙাল শরণ হরি।
কাঙাল শরণ হরি, ভকত শরণ হরি;
ভকত-শরণ হরি দীনে দয়া কর বংশীধারী।

গীত।

মনের ময়লা ঘুচাও ও মনোময়
হৃদয় মাঝে হও হে উদয় (দীননাথ হে)
নৈলে দীনবন্ধু কে আর বল্‌বে তোমায় দয়াময়
এস' দয়াল ঠাকুর, এস রাখালের সখা,
এস ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে)

(এস রঙ্গিনীসঙ্গিনী শ্রীরাধায় ল'য়ে বামে)
(বড় আছি তাপিত ত্রিতাপের জ্বালায়,
কর শীতল পদ ছায়া দানে)
তুমি যে তাপ নাশন—পতিত পাবন,
তোমার শরণে ঘুচে যম ভয়

গীত

বামে ল'য়ে রাইকিশোরী, দাঁড়াও ওহে বংশীধারি,
নয়ন মুদে হেরব হৃদিমাঝে, (দেখি কেমন সা'জে)
এই আমার হৃদি বৃন্দাবনে
মানস-তুলসী চন্দন, দিব হে শ্রীমধুসূদন,
(আমার মনে এই অভিলাষ আছে)
আমি চন্দন দিব, (এই অনুরাগে রাগ মিশায়ে)
আমি চরণে দিব, (এই দেহ-তুলসী করে)।

গীত।

এমনি ক'রে ব্রজের রাখাল চরিয়েছিল ধেনু,
তোরা বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল, বল হরিবোল।

এম্‌নি ক'রে গোপীর হরি বাজিয়ে ছিল বেণু,
তোরা বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল, বল্ হরিবোল
এম্‌নি ক'রে ব্রজের কানু দাঁড়াইত তমালের তলে,
তোরা বল্ হরিবল, বল্ হরিবল, বল্ হরিবল
এম্‌নি ক'রে রাধার শ্যাম, যেত' ভাবে দুলে,
তোরা বল্ হরিবল, বল্ হরিবল, বল্ হরিবল

গীত।

বৃন্দাবন সরোবরে বাজে রাধ-নলিনী,
পিয়ত মধুভৃঙ্গ মুরলীধারী।
গোপিগণ। হাসত নাচত খেলত মাধব,
প্রেমে বিনোদঠামে বিনোদবেহারী
সকলে। ললিত তরল ঝরে পরিমল,
করদল বিকাশে বালা,
গোপিগণ। আকুল গুঞ্জনে নলিনী রঞ্জনে,
তুঁহত অবগত কালা,
সকলে। বিলম্বে কাঁহে বঁধু, পিয়ামুখ চুম্বই,
মাতয় মদমথনকারী॥

গীত।

জয় পরাজয়।

ওরে ভাই, শ্মশান-ঘাটে ভাঙ্গা হাটে,
আর কি জমে ভরা মেলা

আজ হরিৎ রাজ্যপাটে মাঠে মাঠে
সোণার স্থলে শুক্‌নো ঢেলা।
কৈ গোয়াল গোধন পূর্ণ, গোলা শূন্য,
ভাত জোটে না দুটী বেলা।
নদী সব যাচ্ছে মরে' 'হাজগ' ক'রে'
হুতাস,—কি আকালের ঠেলা।
ভিটের পর ভিটে উজাড়, পল্লি সাবাড়,
মড়ক চিনলে এ কাল বেলা।
কাল্‌কে যে কোলে লক্ষীর, আজ সে ফকির,
এই ত ভাগ্যের জুয়া—খেলা;
আঁকড়ে এই কাঙ্গাল মাটী, থাক্‌'বে খাঁটী,
হ'স নে তবু মেকীর চেলা।

গীত।

যাহার লাগিয়া জনম গোঁয়ানু
সে ত না চাহিল ফিরে।
বৃথা কার পায়ে ডালি দিনু হায়
মরম খানি চিরে।
আমি পাগলিনী কেন গান গাহি,
কেন আপনারে বিলাইতে চাহি,
সে যদি না বোঝে পরাণ কি খোঁজে,
কেন মিছে ভাসি আঁখিনীরে।

গীত

পালিয়ে গেল একটা মাদী ঘোড়া,
তার সত্যি সত্যি ছিল চার্‌টে পা;
যখন ঝাঁ ক'রে সে খুরের ক'র্‌লে ব্যাভার,
তখন সকল বাবুর বেরিয়ে গেল হাঁ।

গীত।

আমার সকল গরব টুটেছে সেই
কালো আঁখির গায়।
সেদিন চাঁদের আলো প'ড়েছিল
কালো নদীর গায়।
সেদিন কলির মুখটি চুমে অলি,
পড়েছিল ঘুমে ঢুলি,
চাঁপার সুবাস উড়্‌তেছিল
অধীর দখিণ বায়;
সে দিন এলিয়ে-পড়া কুহুর গাথে
টুটল বাঁধন মধুর বাজে,
একটী চোরা চাহনির সেই একটু মিঠে ঘায়।

গীত।

আমার বল্‌তে ছিল যাহা,
নিলি যদি নীরেম ডেকে,

আজও কেন আছি বাঁধা
মা, তোর দেনার দায়ে ঠেকে।
উণ্ডলের ঘর শূন্য, ফাঁকি,
বাবার ওপর চাপ্‌ছে বাকী,
চিরদিনের অন্ধ আঁখি
দেখেও তাহা নাহি দেখে
ইস্তাহারের ফর্দ্দ ধরে?
আর কি নিবি ডিক্রী ক'রে।
এই দেহটারে জেনে ভ'রে
বুঝে নে মা, পাওনা থেকে

গীত

তুমি এস এস, বঁধু এস
এ মধুর রাতি, রহিয়াছি পাতি,
হৃদাসন—হৃদয়েশ
আমি যে বঁধুয়া অবলা,
নাহি জানি রীতি, কেমন পীরিতি,
আমি যে বড় অখলা।
আমি ছাড়ি, লাজ-মান-কুলে,
সখা, আছি তোমা নিয়ে ভুলে,
মোরে আদরে ডাকিয়া, বক্ষে রাখিয়া,
মুখপানে চেয়ে হেস

গীত।

কত জনম গেল বৃথা, বুঝলেম না তোর লীলার ধারা,
আপনি মেতে শ্মশান-খেলায় শিবকে কর্লি লক্ষীছাড়া
অমূল নিধি দেবার তরে, সাধিস এসে ঘরে ঘরে,
কাঙ্গাল ভেবে অনাদরে, ফিরায়ে দিই তোরে তারা।
মল্লার নূপুর খুলে রেখে, মায়ের কপটী মা য় ঢেকে,
দেখা দিবি থেকে থেকে, ধর্তে গেলে হবি হারা।

গীত

এই খানটায় মেরেছ পাঁচটি বাণ
তুল্তে গেলেও বাজে বুকে, রাখ্তে গেলেও ফাটেপ্রাণ।
চোখের মিষ্টি দিষ্টি দিয়ে, খম থম কর্ছে হিয়ে,
তবেই বাঁচি করাও যদি তোমার অধর-সুধা পান।
সুখী, এইবার তুমি একখানি নেচে নেচে গাও

গীত।

পাল তুলি আয় ভরা নায়ে
এখন জোয়ার ব'য়ে যায়।
কুলের বাঁধন যাবে খুলে এমন মধু পূর্ণিমায়।
গাইছে নদী কলস্বরে,
প্রাণের মাঝে কেমন করে,
মধুর মধুর বইছে হাওয়া,
বঁধুর পরশ লাগ্ছে গায়

মোদের ছোট তরী খানি,
ধরে শুধু দুটী প্রাণি,
যাব ভেসে নিরুদ্দেশে
পাগল করা প্রেমের প্রায়।

গীত।

রং দিয়ে আজ সং সাজাব তোমায় গো।
হো হো হো!
তুমি বড়ই নষ্ট ধেড়ে-কেষ্ট, নারীর প্রাণে মারো চোঁ
হো হো হো!
খাও সোণা হাতের ঠোনা, কাণমলা,
কাঁচাপীরিত গাছের কাঁচকলা,
আজ উল্টো দোলের নাগর-দোলায়
ঘুরাই তোমায় চর্‌র্‌ বোঁ
হো হো হো!
বাকা হ'য়ে দাঁড়াও না কালা,
ফাটবে না যাটু, রসের ওই জালা,
এই ধর বাঁশী মুচকি-হাসি,
লাগাও ক'সে প্রেমের পোঁ
হো হো হো!

গীত।

মিঠে ঘাটের মিঠে বাটে
চল্ আনি যাই মিঠে জল

মিঠে সাঁঝে মিঠে বাজে
ঝুমুর ঝুমুর মিঠে মন।
মিঠে ফুলের মিঠে বায়,
মিঠে কোকিল মিঠে গায়,
মিঠে প্রেমের মিঠে ব্যথা,
আকুল করে মরম-তল

গীত।

এই কি ছিল মা তোর মনে
পাপের বাজী জিতিয়ে দিলি, পুণ্য গেল কেঁদে বনে
বুঝ্‌লেম বিশ্ব ধোঁকার টাটি,
কাছ দিয়ে আর ঘেঁস্‌ব না মা,
প্রণাম তোমার শ্রীচরণে
দিলে শিক্ষা নগদ ছগদ,
মুছে দিলে আলোর জগৎ,
এবার পাতাল স্রোতে দেবে' সাঁতার,
ঘোর আঁধারের অন্বেষণে।

গীত।

ওথেলো।

নয়নে নয়নে—
সোহাগ রাগ হাসি মাখা বদনে—
খেলে দুজনে।
আবেশে আপনহারা,

যৌবন মাতুয়াবা,
আদর করে কর, অবশ কলেবর
পিয়াস-কাতর, অধর ব্যাকুল মিলনে।

গীত।

চম্ চম্ চমকে লাল পিয়ালা।
বাজে ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্, নাচে কিরণ অরুন রঙ্গীলা
কে জানে কখন নিবে জীবন বাতি,
এবং আঁধারী রাতি, হবে হিম ছাতি,
পিয়ো আমোদে মাতি—
বীর রুধির মাতোয়ালা।

গীত।

শুনের পাঁজা, বাজার বাজ, কেচ্ছা মজাদার
পাঁচ পয়সায় খরিদ করে পাজামাটা তার।
দর বাচাতে বুঝলে সাঁচা দরজা চাচা জোঁক্
আধলা গোটা ঠকায় বেটা— এমনি ছোটলোক।
দিন দুনিয়ার মালিক সে— তার মুলুক-জোড়া নাম,
কাঠ-কুড়নীর বেটা তুমি—দিন মজুরী কাম।
সোণার দেশটা ডুবে গেল হাম-বড়াঈ দোষে।
গরবা কালী আবরু করে স্ফুর্ত্তি কর কোসে।

গীত

তরুতলে একাকিনী বসি বামা বিমলিনী—
অনিলে মিলায় ঘন শ্বাস
হৃদিভরা দারুণ নিরাশ
নতশির জানুপর, হৃদয়ে অর্পিত কর,
যেন শোক-প্রতিমা প্রকাশ—
হৃদিভরা দারুণ নিরাশ
রোদন বেদনা ভরে, নদী প্রতিধ্বনি করে,
মরমর স্বরে তার মরম উচ্ছ্বাস।
হাহাকার দারুণ নিরাশ।
কমল নয়ন জলে, কঠিন পাষাণ গলে,
মলিন পল্লবজালে ঘেরা কেশপাশ।

গীত।

কপট কহিয়ে হায়, বিদায় দিয়েছি তায়,
চ'লে গেছে সে আমার ছিঁড়ি প্রেমফাঁস—
হৃদিভরা দারুণ নিরাশ
ধরি যদি অন্য নারী হবে তুমি স্বেচ্ছাচারী,
পুরাইতে প্রেমের পিয়াস—

গীত।

গুরুদক্ষিণা।

আজব্ সহর ক'লকেতা এ বাজারে।
টেক দিতে কেউ পারে না কবিরাজের পসারে
হেথা পথে চলা মানুষ চেনা হ'য়েছে এক দায়
কে বা ভদ্র কে অভদ্র, বুঝতে নারি হায়
এখন জুড়ি গাড়ি শাল দোশাল গিয়েছে গোলাব দোরে
আট আনায় মাইল মটর ট্যাক্সি, মরি তার'ই বাহারে
হেথা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা অতি সহজ কাজ
চোখের কোনে নাইক পর্দ্দা, নাইক মনে লাজ,
ঘোমটা ফেলে হিন্দুর মেয়ে ঘো'রে দেখ বাজারে,
সাহেব সেজে চেঙড়া ঘোরে, ফেরেন যত হাওরে

গীত।

হাল্ ফ্যাসানের কবিরাজী চিনে নিয়েছি।
যখন যেমন তখন তেমন, দেখে শুনে শিখেছি
চিরেতার জল, বাকসের ছাল, চ'ল্বে না ত আর
তুলসী পাতা, কাল মেঘ বড়ি, লেগেছে বেতার
তাই আরক ক'রে রোগে মেরে বোতলেতে পুরেছি,
ইংরাজী নাম করন ক'রে পসার জেঁকে ব'সেছি॥

গীত।

সেন — চাঁদা দাও দেশের লোক, দেশকে এবার চিনেছি।
দেশের দুঃখে গ'লে গিয়ে, আমি হেথা এসেছি

সবলা। বিধবাদের দুঃখ দেখে বড় দাগা পেয়েছি,
তাদের চোখের জলে তৃণের মত, ভেসে ভেসে চলেছি।
সেন। শিক্ষার আলো, এসো ছুটে নাওনা সবাই পিয়ে,
সবলা। বিধবাদের জ্যাকেট সেমিজ চুনের ঘিতে নিয়ে
সেন। যুবক ধরে সাগর পারে পাঠিয়ে আমি দিয়েছি,
সবলা। বিধবাদের পায়ে পম্‌সু পরিয়ে দিয়ে এসেছি
উভয়ে। আমরা দু'য়ে মিলে স্বদেশিকে নূতন জীবন দিয়েছি।

গীত।

আমরা ডাইয়িং ক্লিনিং কোম্পানি
এমন কাপড় ধুয়ে দেব জন্মে কভু দেখনি।
অশিক্ষিত ধোপা বেটারা অন্ন দিচ্ছি মেরে,
সে যে সোডার জলে হিনেন্ গুলোর দফা রফা করে,
তাই বামুন কায়েত ডিগ্রি নিয়ে, নূতন ব্যবসার আমদানী।
প্যাটায় ফেলে আছাড় মারা আমরা ত আর রাখিনি

গীত।

এস সুন্দর শ্যাম মনোমোহন
এস সখা এস নব সাজে এস, তুমি নিত্য যে হে নূতন।
তুমি জোছনার হাসি লইয়া, তুমি কুসুম পরাগ মাখিয়া,
তুমি কম কিশলয় সম লতিকার, নয়ন মন শোভন
এস নব বসন্ত মাঝে,
কোহেলার যেথা মৃদু মধু তান, আবেশে পরানে বাজে।
সেথা মলয় সমীরে অতি ধীরে ধীরে, মাথায় অগুরু চন্দন

এসেছি পূজিতে তোমারে,
যাছিল আমার সকলি দিয়াছি, সরল শান্ত অন্তরে।
অভিষেক ক'রে পূত আঁখিনীরে রাখিয়াছি ফুল আসন
ব'স হৃদয় রঞ্জন

গীত।

যদি এসেছ, ভাল বেসেছ, ওহে প্রাণ বধুয়া
তবে ব'স হে যতনে, হৃদয় আসনে, মোহন মূরতি ধরিয়া
অতীতের স্মৃতি অলস প্রবাহে অকাতরে বধু কেন হে মুছিয়ে
তব অনুরাগে সরস সোহাগে, শুষ্ক কুসুম উঠিবে ফুটিয়া।
ঝরিবে রে দাসি অমিয় কিরণ মৃদুলে মধুরে হ'বে বরিষণ।
অধরের পরে, হাসি রেখা ধ'রে আসিবে জোছনা আপনি নামিয়া

গীত।

ওগো। আর হাসিও না
নব প্রভাতের তরুন অরুন্ আকাশের পাটে ভাসিও না
মারুত হিল্লোল আর না বহিও, মধুমাসে পিক আর না গাহিও,
মধুর মযূরী আর না চিও আর হেথা কভু আসিও না
আমার আঁধার নামিয়ে এস গো অনন্ত তিমিরে
ঢাকিয়া ফেলগো।
পূর্ণিমার শশী, গালভরা হাসি, আর হেসে কভু তুষিও না

গীত।

কিবা পূত পুণ্য রম্য স্থান।
অশোক শিরে বসিয়া ধীরে, পাপিয়া কেন তুলিছে তান,

হেথা ময়ূর ময়ূরী নাচে,
সরযূ তীরে শাম বেদ গান, মুরজ যন্ত্রে বাজে
মলয় হিল্লোলে, শশী কুতূহলে, জোছনার ধারা করিছে দান,
হেথা নুপুরের কিবা সিঞ্জন, মধুপের মধু গুঞ্জন,
প্রকৃতি সতীর সরম সুষমা, স্বরগের ছবি করিছে ম্লান

গীত।

ক'রেছি প্যারিস্ হ'তে নিউ ফ্যাসানের আমদানি।
এমনা মোদের কাছে, দেখে যায় কারদ'নি
বঙ্গোনিয়ান্ হেন্ সেভিং আর তার নাইক রেভিং,
এখন নাকের নিচে আধ ইঞ্চি গোঁফ, তাতেই পুরো সাহেবানি
আবার কস্মেটিক্ লাগায়ে দে'র, কর খাসা বাবুয়ানি,
এক রাশি চুল ঘাড়ের দিকে, ভেরি ন্যাষ্টিং থীং,
দেখে যাও পরখ ক'রে, ফাষ্টক্লাস কটিং
সামনে দিকে চক্ষু ঢাকা, দেখি চুলের মেগ খানি,
পেছন দিকে বিদ্যাসাগর থ্যাঙ্ক ইউ তাই মোন মেনি

গীত।

তোমায় দিবক গুরু দক্ষিণে।
তুমি ধান্য মানি ছিবি সাহেব তোমায় জুড়িলে মনে
ছিরি সহরের পায় দণ্ডবৎ, এই নাকে কানে খৎ—
হেথা পোকা মাকড় সব জুয়াচোর, ঠিকানা কারুর মেলেনা।
তুমি কেউটে হ'য়ে যাব ছবল, যেথায় দেখ ফাঁক;
আবার বোঝা হোয়ে ঝাড়তে বস, লাগায়ে হাঁক ডাক,

ছিরি কেরামতি দেখে তোমার হ'য়েছি অবাক্।
তমায় কবব দিব কি চুলোয় দেব, ভেবে ছিবি পাইনে

গীত।

সওদাগর।

সেজে গুজে মিন্‌সে গেছে সওদাগবিতে
দেশ-বিদেশে ঘুরে ফিবে,
কত, আম্‌দানি বপ্তানি ক'বে,
টাকাব বোঝা আন্‌লে ঘবে,
তবে পাবে ফিরেন নিতে
সাগবজালে নয়নজল মিশিযে দিযে,
(ও-সে) শুকনো মুখ প্রাণেব দুঃখে ভাস্‌লো জাহাজ নিয়ে,
বেনে-বৌ থাক্ আশায় জীয়ে ;—
ভাব্‌ছি এখন হায় প্রাণধন ! (কেন) দিলাম ছেড়ে মবিতে

গীত।

বাসব সাজায়ে ব'সে বয়েছি হে শ্যাম—
এস—এস—গুণধাম।
উজল নীলিমা—হাঁসিছে চাঁদিমা,——
প্রেমেব মহিমা—গা'ব—যুগলে মিলাইব,
হোয়োনা হে বাম—এস এস গুনধাম॥
আকুলা গোপিনী—রাধা বিনোদিনী।
আশাপথ চাহি বহে বা ত্রিযাম,
বাজায়ে মুরলী—এস বনমালি,
কেলি কুঞ্জে সুধা ঢাল অবিবাম,
এসে ঢাল অবিবাম॥

গীত

সজনী ও ধনী কে কহ বটে
গোরোচন গোরী—বরণ বিজুরি
নাহিতে দেখেছি ঘাটে
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি, কো ধনি মাজিছে গা,
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে—পায়ের উপরে পা ;
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
দেখিয়ে পরাণ ফাটে
সে যে কি দেখিনু—দেখিয়ে মরিনু,
সে রূপ দেহে না আঁটে

গীত।

আহ্লাদে ও। কোথা গেলি—ও ছুড়িরা, পালা দিবি আয়
বালকদল। তাল ঠুকে সব দাড়িয়ে গেছি—ক'র্ব্ব সাবাড়
একটি ঘায়।
নীরজা ও। খবরদার—খবরদার—দাঁড়া সব স'য়ে,
সহচরীগণ। নইলে, চুবিয়ে রাখ্‌ব পাঁকে বগাদায় নে গিয়ে ধ'রে।
বাদলা ওরে—বাবারে – —
হাঁপিয়ে যাব যে স'রে ;—
আহ্লাদে—কুছ পরোয়া নেই——
(কে) মারে মরে দ্যাখ্‌ পরক্ ক'রে,
(আগে) দ্যাখ্‌ পরক্ ক'রে।
নীর। ফড়্‌ফড়ানি ধাড়ীটার বেশী,
সহচরিগণ। (এক) ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেলেই হবে লো খুসী।

বালকগণ—ছাড় বাবা—আজকের মতন,
এই প'ড় ছি স'রে পায় পায়

গীত।

আহ্লাদে। তোরা কুছ্ কাম্‌কা নোস্—
তোরা কুছ্ কাম্‌কা নোস্।
ভাব্‌লুম্ এক—হ'ল আর এক—এই বড় আপশোস্
বালকগণ। বল, আমরা ক'র্ব্ব কি,—আমরা ক'র্ব্ব কি ?
ছুঁড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে কবে শিখেছি ?
(তুমিই) হার মান্‌লে পথ দেখালে—
(এখন) মোদের কেন দিচ্ছ দোষ ?
আহ্লাদে (কত) খাইয়ে দাইয়ে—তা'লিম দিয়ে
তৈয়ের ক'ল্লুম যে,
(তোদের) তৈয়ের ক'ল্লুম যে,
কি চলালি হ'য়ে সবাই গোবোরে ল্যাজে,
বা-গা। (এখন) তোমার মুখে এমন কথা বল কি সাজে।
যেমন গুরু—তেম্‌নি চেলা—বলে সমাজে।
সবাই বলে সমাজে।
আহ্লাদে। (এখন) কি করা যায়—বল্‌না উপায়—
আয় ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস।
বা-গা। (আর) বিগড়ে গিয়ে—তেউড়ে উঠে—
কোরোনা ফোঁস্ ফোঁস্ ॥

গীত।

(সখি) কি হাসি হেসেছে প্রেয়সী॥
সে যে হাসি নয়—সদ্য গলার ফাঁসি

সে হাসিতে বিকসিত বড় বড় দাঁত,
কামড়ে ধরেছে তায়—অভাগার আঁত ;
(আবার) গালে টোল খেয়ে গেল,
(তার) আঁখি দুটি মুদে এল,
যেন ঝুড়িতে সাজায়ে দিল শাঁকালুরাশি

গীত।

টাকা—টাকা—টাক । তুমি জগৎ আছ চেয়ে।
সুর্যি আঁধার তোমার কাছে—(তুমি) মিষ্টি মধুর চেয়ে।
নেইকো' ট'র' ধ'র,
ত'াতে কিছুই নেইকো সার,
(তার) জাতকুলমান জ্ঞানের বড়াই সবই ফক্কিকার ,—
(হয়) হাড়ী ডোমও পূজ্য সবার,—টাকা। তোমায় পেয়ে
"সইয়ের বোউয়ের বকুল ফুলও টাকায় আপন হয়"
বেত্তোশূন্য * পর ছেলে দেয়না পরিচয়,
বলে,—"ও আমার কেউ নয়"
(আবার) টাকার * —শ্বশুর কষ্টে,
থাকেন খালি ট্যাক চেয়ে,
(মুখ চেয়ে নয়,—ট্যাক চেয়ে)॥

গী

(এ বাজারে) এত কালোরূপ কভু চলে না।
পান *ানা মুখখানা,

হোক্ চোক ছুটে টানা,
(তাও) ভুরোকালী মাথা হ'লে নারীমন টলে না
সর্ব্বদোষহর শুনি গোরা রং,
মোটামুটি চেহারাতে চলে বা বরং;
ভাব'লে চাইনা চীনে মগদেশী সং;
(কিন্তু) বড় জোর কালো হ'লে,
বামুনে—কালী প'ড়ছে বলে
হীরে মুক্তো সাঁচ্চা সোনা কালোয় মোটে খোলে না

গীত

মন, চায় না যা'রে বল তা'রে নিয়ে কি করি
সুখ দুঃখ মনের খেলা, মনের গুনেই বাঁচি মরি
হোক্ না লো সই বাজার রাজা কিম্বা স্বয়ং কাম,
দেখ্‌বো না তায় ফিরেও চেয়ে, মন যদি হয় বাম;
হ'লে পরে মনের মতন,
কাল্ প্যাঁচারেও ক'র্‌ব যতন,
(ও সে) সাগর—ছেঁচা মানিক রতন, সুখসাগরে সাধের তরি

গীত।

ওগো ছিলাম আমি বেশ
খেয়ে দেয়ে ব'সে শুয়ে দিনটা হোত শেষ
এক ঘুমেতে কাবার নিশা—ছিলনা স্বপন,
খোরাক্ দেখে অবাক্ হোয়ে প'ড়ত সব লোকজন;
(কত) মনমজান বাহার কোরে বাঁধতুম কাল কেশ
(তখন) ছিলাম আমি বেশ।

(এক) সর্ব্বনেশে হেসে আমায় ক'রো যে কি গুণ,—
ঘুচে গেল খাওয়া দাওয়া,—হ'লেম প্রাণে খুন ;
(আর) পোড়ার মুখে নেইকো হাসি—নেইতো মনের
সুখের লেশ ;
আগে ছিলাম আমি বেশ।

গীত।

নটবর। আর লুকিয়ে রাখ্‌বি কি—দিদি—লুকিয়ে রাখ্‌বি কি।
(তোর) মনে মনে কি ভজন করিস্‌ কি—তা জান্‌তে নেই বাকি ;
(আমার) জান্‌তে নেই বাকি ॥
যু কেন ওটা আমার কে—আর আমিই বা ওর কে ?
মুচ্‌কে হেসে—অনেক কথা ক'য়ে ফেল্লে যে ?
নট। যার বাড়া নেই—ও তোর সেই,—
(যারে) মালা দিয়ে ক'ল্লি বে ;
(■ তোর) বাবার বাবা—ঠাকুরদাদা ;—
এ সম্পর্কে বোঝে কে ?
নির। এইবার ঠিক্‌তো ব'লেছে —
দাদা ঠিক্‌তো ধরেছে।
যু। ওর সব কথাই মিছে,——
এর সাক্ষ্য কেউ আছে ?
নট। আর শাক্‌ দিয়ে মাছ ঢাকিস্‌ কেন——
(তোদের) ধরা দিচ্ছে ■ দুই আঁখি

গীত।

কুলী চৌকীদার—চৌকীদার—চৌকীদার!
এস ছুটে—পুটেপুটে, হ'চ্ছে ডাকাত পগার পার
যুথি। (বাবা) ঠিক বলেছ—ঐ ছোঁড়াটাই ডাকাতের সর্দার।
(আমায়) দাওনা ছেড়ে তেড়ে গিয়ে ওকে করিগে গ্রেপ্তার।
নট। বাপবেটিতে সংবাজী ক'চ্ছ যে দেদার?
(তুমি) নাও টেনে ঐ মেয়েটাকে
(আমার) ভার ঐ ধাড়ীটার
কুলী ওরে কোথায় গেলি চৌকীদার।
(আমার) টাকা মেয়ে দুইই নিয়ে,—
(বুঝি) দেখিয়ে দিলে অন্ধকার।
যুথি। (বাবা) মেয়ে ছাড়ো—টাকাই নাড়ো,
টাকা গেলে মেলা ভার।
নট ও নীর তোমার টাকাও যাবে—মেয়েও যাবে—
দেখ্বে ব্যাপার মজাদার।
কুলী। ওরে—এনিনি রে চৌকীদার।

গীত।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে—
সচেলে সিনান করি।
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক ধূমে।

কামসাগরে কামনা কবহ—
বেণী বদরিকাশ্রমে ॥
সুবৰ্ণ উপরাগে সহস্র সুন্দরী—
ব্রাহ্মণে কবহ সাথ।
তবু হয় নহে তোমাব শকতি
বাই অঙ্গে দিতে হাত

গীত।

প্রেমের তরু মুঞ্জরিল দেখলো কেমন।
যতনে প্রেমবারি তায় আয় করি সেচন
নবীন প্রেমের ধাবা,
দেখে প্রাণ মাতোয়ারা,
প্রেম কুঞ্জে প্রেমের বিকাশ প্রেমে গায় পাখীগণ,
দেখ, সরোবরে কমলিনী প্রেমেতে মগন।
প্রেমে, প্রকৃতি হাসে, আমোদে ভাসে গায় বিহঙ্গিনী;
কুসুম সোহাগে, দোলে অনুরাগে নাচে কুরঙ্গিণী,
রাখ, যত্ন করে হৃদাগারে প্রেম মহাধন

গীত।

মুখের মত।

মন কি ভুলে মুখের কথায়
প্রেমিক হৃদয় চোখে ভাসে।
নয়নে মিললে নয়ন
আপনি বদন মুচ্‌কে হাসে।

সোহাগ ভরা দেখ্‌লে আঁখি
বুঝ্‌তে কি আর থাকে বাকি
প্রাণে প্রাণে হয় মাখামাখি—
লুকান মরম কথা—
নীরব ভাষে নয়ন ভাষে।

গীত।

সোহা। দূর ছাই! তবে ক'র্‌বে কি, ক'র্‌বো কি,
ক'র্‌বো কি!
বাহা। না না না, কোবো ন কিছু, ইয়ে ইয়ে ইয়ে ই—
(থতমত ভাব)
সোহা। শুনেছি চতুর তুমি, কেন এমন ভাব;
বাহা। ভাব কিছু নাই, ভাবনা অশেষ, এমনি যে স্বভাব।
সোহা। এত ভাবনা কি তোমার?
বলবো সেটা কাণে কাণে?
বাহা। তার মানে, তার মানে, তার মানে।
সোহা। ঘটে নেই বুদ্ধি মোটে
আমার মাথা,—আর খুলে বলবো কি?

গীত।

ও কেন কাণা হ'ল না।
কাণা চোখে চোখা বাণ মারে না।
পটল চেরা চোখের কোণে
কি জানি কি বাণ হান্‌লে প্রাণে,
আন্‌চানিয়ে দিলে সারা প্রাণ—

কাছে এসেও দেয়না ধরা,
জ্যান্তে ক'রলে আধমরা,
বাঁদর নাচায় মোরে হেনে নয়না

গীত

সোহাগী। অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? মুখ কেন চুন?
হয়েছে কি আজকে তোমার ফাঁসীর হুকুম?
বাহারুদ্দী। না না না, ফাঁসী কেন। হুম হুম হুম
(গলা খাঁকরি)
সোহা। তবে বুঝি কোন ছুঁড়ি ক'রেছে তোমায় গুণ?
বাহা। না না না গুণ কেন! প্রাণে পাঁজার আগুন
সোহা। কে জ্বালালে আগুন এমন! ক'রলে তোমায় খুন?
বাহা। ব'লতে চাই, ব'লতেও পারি, কথা না জোটে,
জীবের গোড়ায় এসে কথা আট্‌কে যায় ঠোঁটে।
সোহা। ঠোঁট কেটে হও ঠোট কাটা, নইলে উপায় কি?
বাহা। না বল্লে কি বুঝবে না কেউ নীরব নালিসটি?

গীত।

খোদা দিন দুনিয়ার মালেক।
নেহি দোসরা নেহি তেসরা সোহি কুল এক।
দিনমে সুরজ আউর রাতিমে চাঁদ,
উঠতা ডুবতা রোস্‌নি দেতা, কেয়া মজেকা ফাঁদ।
* কৃত্তা আউর কোন্ এ সব বিনা বড়াসেথ

গীত।

ওগো একি হ'ল হায়!
খেল্‌তে খেলা ঘটল বিষম দায়
নাচাতে গিয়ে তাবে, নিজেই নাচি, বাহবা বাঃ বে,
চোক্ দিয়ে না কাণ দিয়ে সে, পশলো প্রাণেব
মাঝখানায়।
এঁটে সেঁটে বসে প্রাণে, বলে—কথা বলতে পাবিনে,
মজাতে মজন্থ কেন?
শেষে বুঝি সাধায় আমায়

গীত।

বাহাব কেমন কবে বলি হায়, হল বিষম দায়;
চারটে কথা শুন্‌তে সেটা, তবু না যুয়ায়।
সোহা চাবটে মাত্র কথা যদি, বল্‌তে মুস্কিল কি?
চোখ বুজে ফেলই বলে নয় ভস্মে পড়ে ঘি
বাহা। (ব্যস্তে) ও বাবা, কেমনে বলি, করি গো বা কি?
বল্‌তে গেলে শুধুই আমার জড়ায় কেন জি?
সোহা। আহাম্মক তোমার মত দেখিনি ■ আর,
আশা কর বল্‌বে সে, বলা দ্বিগুন মুস্কিল যার!
বাহা। (ফিরাইয়া) না, না, না, বল্‌ছি ক্রমে —
আমি ভা—ভা—ভা—

সোহা। হাসি আর রাখ্‌তে নারি, হাঃ—হাঃ—হাঃ—
বাহা। (অকস্মাৎ সজোরে) ভালবাসি তোমায় আমি—
ওগো পায়ে রাখ্‌বে কি ?
সোহা। বুকের নিধি থাকবে বুকে, পায়ে সাজে কি ?

গীত।

জ্বলে গেল জ্বলে গেল
জ্বালা কি বিষম।
শতগুণে ভাল ওগো—
বিছার দংশন
জ্বলে জ্বলে হয় সে শীতল
থাকে না ক আর,
সন্দেহের চির জ্বালা
অতি দুর্নিবার,
ঢুলে ঢুলে ঢলে পড়ে
তবু সদাই সচেতন—
এ জ্বালায় বড়ই জ্বালাতন

গীত।

কেন ভেবে মরা
শুধু দেহ মাটী করা।
মন ভাবলি তুই হবি সুখী—
হলি শেষে বিষম দুঃখী—

আঁখির জলে ভিজে গেল ধরা
আশা করে পাতলি বাঁসা
(দিয়ে) পুতুল ছবির কতই থাসা
ঝড়ে উড়ে হল কুল ঝরা

গীত।

সুখে রেখো, সুখে থেকো,—দুজন দুজনায়
আশীষ্ ঝরুক্ স্বরগ হইতে তোমাদের মাথায়
বাঁধনে মিলন—মিলনে বাঁধন, চিররীতি চলিত ধরায়,
মিলনে যখন পড়িল বাঁধন, অটুট হউক বিধির কৃপায়

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

থিয়েটার সঙ্গীত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গীত।

ক্ষত্রবীর।

শান্তি নির্ঝরিণী, করিয়ে মধুর ধ্বনি,—
দিবস যামিনী ওই বহিছে।
জরা মরণ ভয়, নাশিয়ে রিপুচয়,—
কল্পতরু ওই শোভিছে
রঙ্গে কুরঙ্গিনী, কেশরী-সঙ্গিনী,
আমোদ প্রমোদে ওই নাচিছে।
হিংসা-রহিত ঠাঁই, অহিনকুল যাই,
মিলি প্রাণে প্রাণে ওই খেলিছে।
পূত-দেহ-মনে, মুক্তি কামীজনে,
সমাধি ভবনে ওই পশিছে।
যোগ নয়নে হের, যোগনাথ হর,—
যোগ-মায়াসনে ওই বাজিছে

গীত।

বোসোনা বোসনা কোমল কুসুমে, সাধি হে নিঠুর অলি।
শুধু দূরে থাক,—শুধু চেয়ে দেখ, অঙ্গে পড়োনা ঢলি।
নয়নে নয়নে জানাইয়ে প্রেম,
নীরবে দাও হে প্রাণ,—
তুলিয়া গীতিত গুন্ গুন্ ধ্বনি,
আড়ালে গাও হে গান,
ও সে আপনার মনে সুখে আছে,
কেন হে আলাতে যাবে কাছে,—
(অতি) ভালবাসাবাসি, বড় প্রাণনাশী,
মধু লুটে যাবে পায়ে দলি

গীত।

হে হৃদয় দেবতা।
জীবনে মরণে গতি মুক্তি, রমণী ভাগ্য বিধাতা।
কোটি জনম পাপ তাপ, নাশি ঐ পদ-পরশে,
ধন্য পুণ্যময় জীবন সেবি চরণ হরষে।
ভক্তি কুসুম চন্দন ভারে,
সাজাবে প্রণয় ফুলহারে,
ভাসি সুখসরে পূজি প্রাণভরে, স্বামী ইষ্টদাতা।

গীত।

আমরা ঐ চাঁদের কণা।
দেখ চাঁদের মত অঙ্গ শীতল,—মুখখানি চাঁদ পানা।
এই, নরম দেহে গরম হাওয়া সয়না-ধরা'পর,

এই, কঠিন মাটিতে চলিতে চরণ হয় কত কাতর ;
তোমরা-ঐ আকাশ পানে চেয়ে থাক,
উদাস, প্রাণে চেয়ে দেখ,—
ছোট ছেলের দোহাই দিয়ে হাত নেড়ে ডাক ;—
তাই, চাঁদেতে সুধা মনমাতানো
কবি হেথায় আনা গোনা।

গীত

কুরুক্ষেত্র।

নবঘন শ্যাম, মুরতি মনোহর, হামারি হিয়াপর জাগে।
শ্রুতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মণিময়, পীতবাস দোলে কটিভাগে
নীল নলিনীদল আঁখি দুটী উজ্জ্বল, বিজুরী চমকে রূপরাগে।
শতবিধু নিন্দিত চারুমুখ পঙ্কজ, শিখি পাখা শোভে শিরতাজে॥
ভৃগুপদ চিহ্নিত বিশাল হিয়া মাঝে বিমল ফুলহার রাজে ;
ইন্দু বিনিন্দিত কুন্দ কুসুম হাসি, বন্দিত-স্মর পদযুগে।
মিনতি চরণ'পর, ভকতি মিলাও বঁধু, নিতি নিতি নব অনুরাগে॥

গীত।

হৃদয় গগন গায় রেখেছি আপন পাতি,
আমার হৃদয় শশী আসি কি বসিবে না ?
যতনেতাহার গলে, মালাটী পরাব ব'লে,
গেঁথেছি বরষ ধ'রে সে কি গো পরিবে না ?
হতাশা বাঁধিয়া প্রাণে, চাহি গিয়া পথ পানে,
বুক ভরা পরিমল দিতেছি ছড়া'যে—

পুঞ্জে পুঞ্জে প্রেম, হৃদয় কুঞ্জে মম,
নীরব বিরহ তাপে যেতেছে শুকায়ে
এ জীবন ফুল-সম, বুঝি বা যায় গো ঝ'রে,
আমার এ ফুলবনে অলি কি আসিবে না?

গীত।

জয় জয় জয় জগত জীবন শায়িত কুসুম শয়নে
যাঁহার চেতনে জগত চেতন, প্রণতি যুগল চরণে
জয় জয় জয় মুরলী বদন, খেলত যমুনা পুলিনে।
ধরম করম সরম সপিল গোপিনী মুরলী শুনে
জয় জয় জয় হৃদয় নিহিত, প্রকাশ ভকত জনে।
জয় জয় জয় বিধি বাঞ্ছিত, দাও হে শকতি স্মরণে॥

গীত।

নয়নে ঘুমঘোর মুছে ফেল সই,
আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে।
মলয় বহিছে ধীরি, পাপিয়া ডাকিছে ওই।
পিয়া পিউ, পিয়া পিউ, পিউ পিয়া তানে
আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে
কুসুম কহিছে হেসে, বস বধু বুকে এসে,
পশে অলি, ফোটে কলি, তোষে মধু দানে।
আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে
আবেশে উঠিছে কাঁপি, আধ বদন ঝাঁপি,
এ হেন চাঁদিমা রাতি গেল অভিমানে
আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে

গীত।

যমুনার তটপর, বংশীবট-মূলে,
অপরূপ যুগলরূপং
রাজীব চরণোপর, গুঞ্জিছে মধুকর,
শিঞ্জিত রসাল নূপুরং
তরুণ তমাল বেড়ি কনক মাধবিলতা
আধ পুরুষ ছবি আধ রমণী রাধা
কাল জলদ কোলে, দামিনী ঝলকি-দোলে,
জয় জয় রাধে গোবিন্দং
করগত গোলোক, যুগল উজ্জ্বল রসে,
দেহি-যুগ পদ অরবিন্দং॥

গীত।

নিরাকারা, তারা আমার সাকারা ভাসিতা ভবে।
কভু শ্যাম, শ্যামা কভু, কভু বাঁশী, অসি করে।
কভু নরশির হার, কভু বন ফুলহার
(কভু) কালীরূপে দিগম্বরী, কালা সাজে পীতাম্বরে
শরণ নিলে অভয় পদে, ভয় রবে না ঘোর বিপদে।
বিভোলা তাইতে ভোলা, রাঙ্গা চরণ বুকে ধরে॥

গীত

আঁধার যামিনী, আঁধার ভুবন,
আঁধার গগণে, ডুবিল তপন,
সে আঁধার ভেদি, উজলি অমনি,
বীর যশ প্রভা জলে।

ঘোর রং মাঝে, সাজি রং সাজে,
ত্যজি বীর তনু, বীরোচিত কাজে,
স্বর্গ জিনিয়া, সেই সে গরিম,
সুরলোক করতলে
রুধির প্লাবিত শ্মশান প্রান্ত,
কীর্ত্তি ভূষিত, শায়িত কান্ত,
সৌম্য মূর্ত্তি নবীন শান্ত,
দীপ্তি বদনে খেলে
সোহাগ বাসর, সেই রণস্থল,
সোণার বরণ, জ্বলে চিতানল,
পতি পদতলে, মিলন লভিতে
বীরকুল বালা চলে

গীত।

হুঙ্কারিয়ে বইল বাতাস, বায়ুর সনে ভেসে আয়।
দৈত্যদানা বায় না গণ আয় ন ছুটে আছিস্ কোথায়
চ'খের কোণে আগুন জ্বলে, হাস্লে তড়িৎ ঠিক্‌রে চলে,
তিমি বদন, নাইক নয়ন, কবন্ধ সব ছুটে আয়
বেঁটুট মোটা, কাণটা কাট, কারুর পিঠে মুণ্ডু আঁটা,
শঙ্কুকর্ণ বক্রবর্ণ, আস্তু মড় গিলে খায়।
আস্‌ছে নেমে এই শ্মশানে, জেন্ত মানুষ খেতে চায়।

গীত।

অহল্যাবাঈ।

হেসনা হেসনা-কাছেতে বোঁসোনা—
জাঁহাপনা ওলো আসবে।

ট'লোনা ট'লোনা—ঢলিয়ে প'ড়না —

চেওনা চেওনা অমন ক'রে

যৌবন-ভরে-দেহ ভরপুর, রণু রুণু ঝনু ঝনু বাজায় নূপুর,

মুকুরে দেখির মুখ চাহির না পরে।

তুম্ তুম্-তুম্—তা-না-না-না না —

পরের পায়ে প্রাণ বিলান,—ও'তো চাই না ;

চাই মুক্ত হৃদয়-শক্ত সাধন—প্রেমের মন্দিরে

গীত।

ও যে এসেছে তো'মা'রই পা'শে ; —

হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে বহিয়া এসেছে অনেক আশে।

যাচিছে করুণ —নিঠুর হ'য়োনা,

মরম পীড়িতে বেদনা দিয়োনা ফিরায়োনা নিরাশে

নীরব কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে, ফুটিয়াছে ফুল ভ্রমরা গুঞ্জে,

মৃদুল মৃদুল ধ্বনিত সুর, মিলন রাগিনী বাজে সুমধুর,

ঝুলয়ে সুতান কুঞ্জ ভরপুর, কোকিল কুহরে আবেশে।

কুসুম সুষমা ঢালিয়া অঙ্গে মাতাল মলয় ছুটিছে রঙ্গে,

নাও প্রাণবঁধু প্রিয়তমা সঙ্গে-বসাও পাশেতে উল্লাসে॥

গীত।

ব্যথিত আহত কে আছ এখানে দাও হে রারেক সাড়া।

তোমাদের ডাকি লইতে ভবনে এসেছি এখানে মোরা।

শুশ্রূষাকারিণী আমার রমণী, ভবানী রূপিনী অহল্যা-সঙ্গিনী,

করুণাময়ী-জন-জননী তিনি, আতুরের সেবা তাঁহারই ধারা

ঘোরা যামিনী আঁধারে মগনা, নিশাচর-ধ্বনি শোননা শোননা,
সুধাই কাতর কথাটি কহনা,-হ'য়োনা হ'য়োনা আপন হারা॥

গীত।

মোরা মণ রঙ্গিনী বঁধু বাণী সঙ্গিনী নহিহে
ননীর পুতলী॥
শান্তিতে শান্ত মমতাময়ী সমরে
বিষম বিজলী।
আসে যদি অরি-কিবা তাতে ভয়,
বীরাঙ্গনা মোরা রণেতে দুর্জ্জয়,
কবে কপালিনী হবেন উদয়—
সন্ সন্ সন্ ছুটবে গুলি।
ধর্ম্মের তরে দৃপ্ত দেহ-পুষ্ট মোদের প্রাণ,
নাসারন্ধ্রে অগ্নি ছোটে শত্রু কম্পবান,
তুলে দিতে কবে বিজয় নিশান—
আসিবে আপনি জননী কালী

গীত।

তোমায় হৃদয়ে রাখিব যতনে
এসো এসো সখা, হৃদি মাঝে আঁকা, এসো এ হৃদয় ভবনে।
সখা তুমি, ধাতা তুমি, তুমি ভগবান;
অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ;—
তুমি করুণা কণামৃত সিন্ধু ঢাল ইন্দু কিরণ ভবনে॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
হৃদি মাঝে ওঠে পুনঃ ঝটিকা বিষম,

তুমি প্রভু প্রভাময় দয়াময় অনুপম, সিক্ত এ হৃদয় খানি—
প্রেম সলিল দানে

গীত।

আজি মধু যামিনী।
হাসে জোছনা রাশি, হাসে আকাশে শশী,
হাসে সরসী জল, হাসে কমলদল, হাসে মেদিনী
চাঁদের কিরণ টুকু মাখিব গায়,
ফুল ভুলে তারা তুলে পরিব খোঁপায়,
ভেসে ভেসে যাব সবে হাওয়ায় হাওয়ায়—
নাগরী নব-নলিনী!
লজ্জা পাবে সজ্জা দেখে মদন মোহিনী

গীত।

মোরা বিদেশী অতিথি।
বহুদূর হ'তে এসেছি এখানে করিতে আবাসে বসতি।
সন্ধ্যা আকাশ আঁধারে আবরি,
উঠিবে এখনি ঝটিকা লহরী,
কাঁপিবে সঘনে সমগ্র নগরী—
ঘোর রোলে হবে শমন আরতি॥

গীত।

হরিছে ওহে পদ্মপলাশ লোচন
পদ্ম করে পদ্ম ধরে কর যুদ্ধ নিবারণ

(হরি) ধরিয়ে মুরলী মধুর অধরে,
ভাসাও মানবে প্রেমের লহরে,—
একবার মধুর স্বরে বাজাও শ্যাম
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে
(প্রেম দে প্রেম দে বলে) হাসি বাঁশী মিলাইয়ে
অচ্যুতং কেশবং কৃষ্ণং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং
হংসং নারায়ণং চৈব এতন্নামাষ্টকম্ শুভং ;—
যেন রুধিরের ধারে আর না ধরণী হয় নিমগণ
মোক্ষে নাহি মজে, যেন ভবজন ভজে রাতুল চরণ ॥

গীত।

দোবনা দোবনা দোবনা মোরা ভাঙ্গিতে শিবের ঘর
রাখিব কীর্ত্তি, দেবতা মূর্ত্তি, মাতি রণরঙ্গে করিব সমর
শন্ শন্ শন্ এড়িব শায়ক,
সহস্র অরাতি মারিব একক,
ভয়ে অরিকুল হবে পলাতক, কীর্ত্তি মোদের গাবে চরাচর।
রাখিব ধর্ম্ম রাখিব মান,
রাখিব আর্য্য নরের নাম,
উড়াইব গর্জ্জি বিজয় নিশান, হিন্দুর নাম হবে অমর

গীত।

পোহাল দুঃখ রজনী
গেছে ত্রাহি ত্রাহি রব—কাতর রোদন,
নাহি সে সমস্যা জীবন মরণ
হের শান্তি সূর্য্য বিকাশে বদন হাসে জননী ॥

বরাভয় করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান, গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি—অরাতি বিজয়,
যার নামে পূর্ণ অবনী।
অপসৃত আজি আতঙ্ক রাশি,
[illegible]—
ধন্য ধন্য-ধন্য মহারাণী

গীত।

চন্দ্রগুপ্ত।

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি॥
তুমি শুধু দিও হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথিমালা শতদলে দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখ্‌বে তোমার মধুর হাসি;
তুমি কভু দয়া ক'রে, বাজিও তোমার মোহন বাঁশী;
শুন্তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু, আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাসো নাহি বাসো, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালোবাসি-ভালোবাসি-ভালোবাসি

গীত

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গান, নূতন পাতার নূতন ফুলে॥

শুনি, পড়ে প্রেম ফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধু বিষে;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে
নিয়ে আয় তোর কুসুম রাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

গীত।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা;
সভয়ে অবনি আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্র তারা;
দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আনন খানি
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী।
জ্যোৎস্নাহাসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে;
তখন শ্রবণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে;
উজ্জ্বল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীর খানি—
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীর বাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলন মুখর বাণী,
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী

গীত।

আর, কেন মিছে আশ, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি আকাশের চাঁদ—আমিত তাহারে পাবনা।
আজি তবু তারে স্মরি, সতত শিহরি কেন আমি হত-ভাগিনী,
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে সেই এক মধুর রাগিণী।
শুনি, উঠে সেই গান নীরব মহান, যায় সে আকাশ ছাপিয়া;
দেখি শুনি, সেই ধ্বনি শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া;
আমি, চেয়ে থাকি স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে;
কেন-রহি, এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারিনা ত হায়, ধুলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে কেন হেন যেচে দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো।
না, না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে

গীত।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী—
গর্জ্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী।—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেথ্ মা চাহি"
এইত এইছি আর চিন্তা নাই—
জননী হীনা, কন্যা দীনা,
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর্
লঙ্ঘি বননী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি।

কোথায় জননী, গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়
"একি'!—কুটীর যে মুক্তদ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী, কোথায় জননী!
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে ;
রণাঘাতে বজ্র নিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর

গীত।

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজ মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে ;
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন তরণী
উলসি উছলি উঠুক নৃত্য ;
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু ;
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী
চঞ্চল চল-চরণ-ভঙ্গে,
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে, ছুটুক ভাতি নয়নে ;
উঠিয়া গীতি মধুর মন্দ্র,
লুটিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র,
অসহ-পুলকে উঠুক শিহরি ধরণী অরুণবরণী

গীত।

তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর, তুমি হে আমার প্রাণ !
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার, সকলই তোমারই দান ;
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি, হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি, নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠের মৃদু-গান ;
সকলই তোমারই দান সে যে বঁধু . সকলই তোমারই দান ;
যা আছে আমার—নয়নের ধার,
নিরাশার শ্বাস, হৃদয়ের ভার—
যাতনার বাণী, প্রাণের আঁধার—
জীবনের অপমান ,
যা আছে আমার আমারই থাকুক,
করিব না ম্লান ঐ হাসি মুখ ;
দিব শুধু গান, দিব শুধু সুখ,
দিব আশা, যশ, মান ;
হোক সে তোমার দান ওহে বঁধু—হোক্ সে তোমারই দান

গীত।

—চেয়ে দেখ ঐ সান্ধ্য আকাশে—
দিবসের আলো ম্লান হ'য়ে আসে ;
মিশে যায় আশা হতাশার শ্বাসে, থেমে যায় হাসি গান
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আম র,
আর কেন বঁধু চেয়োনাক আর,
আর কিছু নাই তোমারে দিবার, হ'ল দিবা অবসান ।
লহ লহ তবে চরণে তোমার—এ জীবন বলিদান

গীত।

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে"
বলে "আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধ-ভরা চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে;
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে,
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে॥
কেন কারাগৃহে আছিস্ বদ্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ।
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে, পড়ে আছিস্ পরবাসে

গীত।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি।
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাকো গো তুমি,
আমি রব অধোমুখে তোমার শিয়রে জাগি।
তব শুভমনোরথে, তোমার কিরণ পথে,
দাঁড়াবনা আমি আসি, তোমার করুণা মাগি।

তুমি শুধু সুখে থাক আমি কিছু চাহি নাক,—
শুধু দূরে, অনাদরে, র'ব তব অনুরাগী॥

গীত।

অবনত সসাগরা অবনী
বাজে দুন্দুভি বিজয়, উঠে গভীর-জয় ধ্বনি
উজ্জ্বল দীপের মালা, হাসে নগরী,
সুরভি কুসুমহার পরি;
গরবে উড়্ছে ধ্বজা—নতশির অরি,
নয়ন ভরি এস দেহ'রি, এস না'গর না'গরী;
শৌর্য্য-বীর্য্য ভুবন পূজ্য-রাজ্যে আসে নৃমণি

গীত।

তপোবল।

বিড়ম্বনা, যে চেনে-না, আমায় চেনা খুব সোজা।
সেই চেনে যার নাইকো মনে, গাট দেওয়া সাত পাঁচের বোঝা।
গেরোর ফেরে ঘুরে ঘুরে, থাকি কাছে, যায় সে দূরে,
চিন্‌বে বল কেমন ক'রে, আঁধারে যার চোক বোঝা?
মনে মুখে একই বলে, সিদে পথে সদাই চলে,
চিন্‌তে পারে সরল প্রাণ হ'লে,
তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যায় গোজা।

গীত।

দেখ্‌তে পাবে মনে মনে, সাম্‌নে দেখে চিন্‌বে না।
প্রাণ খোলে প্রাণ জানিয়ে দেবে, তা না হ'লে জান্‌বে না॥

অন্তরঙ্গ থাকি অন্তরে, মনের ফেরে রাখে অন্তরে,
দূর ভেবে যে পর ক'রেছে, বুঝবে কি ক'রে
শুক্‌নে ধ্যানে পায়না ঠিকান,
সন্দ এসে দ্বন্দ বাধায়—ভাবে এই কি না।
আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি, প্রাণ দে আমায় যায় কেন

গীত।

বিমলা সরলা, খেলি তপোবালা, তপ-প্রাণা তপ-অশনা।
তপাচারি জনে, রাখি সযতনে, পূরে যাহে তপ-বাসনা
জ্যোতিকান্তি, বদনেশান্তি, তপ-ভূষণা-বসনা
মিটাইতে ক্ষুধা, দানি তপ সুধা, পিয়ে তাপস রসনা
তপোজ্জ্বল হোমানল, দেখবো তপ-বালনা
তপ-অঙ্গিনী, তপ-সঙ্গিনী, দানি তপোবল চলনা

গীত।

নব সৃষ্ট এই তারাদল, নভোমণ্ডল উজল।
নব ত্রিদিবে নব দেবেন্দ্র, বামে নব শচী বিমল
ধন্য পুণ্য, ধন্য ধন্য, ভুবন পূর্ণ সুযশে,
নব শরীরে নব ত্রিদশে ইন্দ্রাসনে কে বসে,
জয়-জয় মহাকৃতি, নব দেবেন্দ্র দম্পতি,
সাগর উথলে, উঠে জয় রোল,
দ্যুলোক টল টল

গীত

রাগ যদি না থাকে অধরে,
তা হ'লে [illegible] সজনি, ফুল-শরে কি করে।

ল'য়ে ফুল শরাসন, কি কর্ত্তো মদন,
সহায় যদি না হ'ত নয়ন
নয়নে নয়ন মেলে, দেয় লো প্রাণে গরল ঢেলে,
ক্ষণ পেয়ে বাণ হানে, তখন তাইতো বেঁধে অন্তরে
পবে ফুল-সাজ, পেয়ে লাজ, যেতো ঋতুরাজ,
অঙ্গে লাবণ্য যদি না করে বিরাজ;
রয়েছে যৌবন, তাই মোহন কুঞ্জবন,
অঙ্গ ছুঁয়ে রঙ্গ ক'রে যায় মলয় পবন
সুরভি কুসুম হেসে, সুরভি মাথায় কেশে,
প্রাণ কি সহিবে, লো সই, কোকিলের কুহুস্বরে ॥

গীত।

চল্ লো চল্ মৃণাল-ভুজে কেটে জল।
হেসে হেসে জলে ভেসে, গরব না ক'রে কমল
সলিলে ক'র্লে কেলি, নলিন অধরা,
মত্ত হ'য়ে গুঞ্জে ধেয়ে ভাস্‌বে ভ্রমরা,
ঢাক্‌বো আঁচলে বদন, ভ্রমরা হবে বিকল
রঙ্গ ক'রে অঙ্গে ঠেকে তরঙ্গ খেলে,
'হিল্লোলে গা দোলে চ'লে প'ড়িলে' হেলে,
থাকিস্ সাবধানে, উথ্‌লে জল যায় কাণে কাণে,
ডুব দিলে সই, থই পাবিনে, উপর উপর ভেসে চল।

গীত।

আপনাকে চেনত আগে, চিন্‌বে আমায় তার পরে।
দেখ্‌ছ কি এদিক ওদিক, দেখ কে আছে ঘরে ॥

গরবে চোখ ঢেকেছে, মুখে তাই পাঁক মেখেছ,
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ;
মনের ভুলে মূল খোয়াছে, কাঁচ নিলে সোণার দরে।
মনকে ঠেরো না আঁখি, বুঝলে কি আঁখির ফাঁকি?
মিলে আঁখি, ভাব দেখি, আছে কি বাকী।
অকূলে আর ভেসো না, ওঠ কূলে জোর ক'রে

গীত।

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিবে।
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই,
ফেরে যে জন পরের হিতে
দু'দিনের দুনিয়াদারী, কদর তারই, হিতবাণী বুঝে না চিতে,
দীন দেখে যার মন কাঁদে না, জানে না দিন কিসে নিতে,
যে যতন ক'রে শরণ নিলে,— সেই তো আমার প্রাণের মিতে॥

গীত।

সইলো হানিস্ নে নয়ন বাণ
সাম্‌লে থাকিস্, কেশের পাশে বাঁধিস্ না কার প্রাণ
তোলো তান শিখবে পাখী, তা'র সনে শুনবে শাখী,
কলিকা শিখ্‌বে হাসি, কব্‌লো হেসে গান।
দেখে নাচ নবীন পাতা, মলয় সনে কইবে কথা,
অঙ্গ হেরে তরঙ্গিনী বইবে লো উজান।
নূপুরের রুণু রুণে, শিখবে ভ্রমরা শুনে,
চুমিবে গুণ-গুণিয়ে কুসুমের বয়ান॥

গীত।

শুদ্ধ চিত্ত, ধ্রুবা পবিত্র, বব নব তপাচারী
পৌরুষ যশ, পরম আদর্শ, তাপস হর্ষকারী।
বিশ্বামিত্র জগৎ মিত্র উত্তম-প্রচারী
উচ্চ বিভব গৌরব লাভ, বিঘ্ন-বাধা-কারী ;
ব্রহ্ম-ঋষি, মনীষী পুরুষ, যাজী, যোগধারী
জয় জয় জয় পরহিত ব্রত, আশ্রিত-ভয়হারী

গীত

ব্রহ্ম-বিদ, হিতব্রত, বর্জ্জিত-চিত-বাসনা,
চিরভূষণ মার্জ্জনা, করুণা হৃদয় অাঙ্গনা,
অজ্ঞান-তম বারণ পদ-রজ ভব-তারণ
উদার চেতা, বিধান নেতা, মহাবিদ্যা অর্জ্জন,
পূর্ণকাম আত্মারাম, প্রেমে আত্মা মজ্জন,
দুষ্কৃতি ভীতি-ভঞ্জন, দেহি পদফুল্ল সরোজ ব্রাহ্মণ

গীত।

ময়ূর সিংহাসন।

ঐ ছুটছে মলয় বায়—
আমার প্রেম সায়রে সাঁতার দিতে আস্‌বি যদি আয়।
তারা ফুল উঠেছে ফুটে, সেফালি পড়ছে লুটে,
নীলিমার নয়ন হ'তে সুধা ঝরে যায়।
তোরা আস্‌বি যদি আয়, তোরা আস্‌বি যদি আয়।

গীত।

মন দিয়ে মন কাঁদে কেন, আমার সে মন দিয়ে কি মন হল।
আমি বিরলে আন মনে থাকি সদাই আঁখি ছল ছল
ভেবেছিলাম মনে মনে,
কি জীবনে কি মরণে,
সুখী হইব দুজনে কভু হবে মন চঞ্চল
আমার মনের আশা রহিল মনে জীবনে কি ফল বল

গীত।

তমাল তালীবন, মুগ্ধ নয়ন মন,
(তাহে) মধুপ গুঞ্জন উঠে রহবে।
শ্যাম লতিকা দল, (তাহে) কুসুম-কোমল,
ইন্দু বিনিন্দিত শোভা ধরে
সুখ-গন্ধ-বহ, বহে অহরহ,
মোহ মদিরা ঢালে আঁখি পরে।
চিত চঞ্চল ধায়, কেবা জানে কোথায়,
হিয়া আবেশে আকুল প্রেমভরে।

গীত।

এই ■ প্রাণ দিয়েছি।
আমার মন প্রাণ যাহা ছিল সব তারে সঁপেছি
তারে দেখে নাহি মিটে সাধ
না দেখিলে পরমাদ,

(আমার) মিলনে বিচ্ছেদে—জ্বালা—
কেন এ প্রেম করেছি
(আমি) আপনি অনল জ্বেলে তাহে প্রাণ ফেলেছি।

গীত।

যোগে জাগে ভাগে বাগে বোকা মানুষগুলো ভুলিয়ে খাই।
নেশার জোরে ফিকির ক'রে দিন দুপুরে চাঁদ ওঠাই।

গীত।

তারে জিন্‌বো আপন জোরে।
আমার বিদ্যাবলে কথার ছলে সে থাকবে ঘুমের ঘোরে
সখা তুমি আত্মারাম,
আমারে হওনা বাম,
আমায় এনে দিও অন্দি সন্দি ফিকির ফন্দি ক'রে।
এসো কোলাকুলি গলাগলি করি চোরে চোরে

গীত।

আজব আপনা হাল হোতা
যো বেসালে এয়ার হোতা
কভি জান সদকে কর্ত্তে
কভি দিল্ নেসার হোতা
মজাথা দিল্ লগিমে
কে বরাবর আগলা গভি।
ন তুম হে করার হোতা
না হামে করার হোতা

যো তোমহাবি তরহে তুমসে
কৈ ঝুঁটে বাদা করতা
তুম হি মন সেসিসে কহদো
তুমহে এতবার হোতা
হমে মরকে হাম যো বো সওয়া
হুয়ে কেঁও না গরকে দরিয়া।
ন কভি জানাজা উঠতা
ন কাঁহি মজার হোতা

গীত।

আমার প্রেমের বাজার খালি
আমি তাই এসেছি কদম্বতলায় সেজে বনমালি।
মিহিসুরে ঘুরে ঘুরে নাচ নাগবালি,
আমার মাথার ওপর যেন টোপর
আছে প্রেমের ডালি।
বিরহে ভাই, ও রস নাই, প্রাণটা মরুভূমি,
সেথ রসবন্তী নেবুটীর মত ফুটে থেকো তুমি,
তোমায় দেখে মনের সুখে দিব করতালি।
দিলে গলাধাক্কা পাব অক্কা জোনো চতুরালি

গীত।

আমরা প্রেমের গাঙ্গে খেয়া বাই।
তুফানে ভয় করি না উজান ঠেলে বেয়ে যাই।
আমরা প্রেমের গাঙ্গে খেয়া বাই।

গীত।

বাণের মুখে মনের সুখে ছোটাই প্রেমের তরী;
উঠ্‌লে বাতাস পালায় হুতাশ জোর ক'রে হাল ধরি।
হ'লে বেঘোর-বদর বদর; (তাতেও) কুল যদি না পাই
অকুল পাথারে দিয়ে সাঁতার পারের ঘাটে চলে যাই

গীত।

থাক্‌তে নেশা, মেলা মেশা,
যত পার ক'রে নাও;
হৃদয় খুলে, আপন ভুলে,
বাহু তুলে—নাচো গাও
চোখে বহুক প্রেমের ধারা
যে যা বলে বলুক তারা,
তুমি প্রেমে আপন হারা
আপন ভাবে চলে যাও।
তুমি শুধু সাগর পানে,
ভেসে যাও ঐ প্রেমের টানে,
ভাবে বিভোর গভীর তানে—
অধীর প্রাণে প্রেম বিলাও

গীত।

আমরা হঠিয়েছি দুষমন;
বিষের বাণে দল জানে সিপাই সোয়ার জন
বালুচরে ভীল পাহারা পাহাড়ে সর্দার,

সহর গাঁয়ে আগ জ্বালিয়ে কর দেও ছারখার,
দে-জান-দে-জান মরদ জোয়ান আওর আওরাৎ জান।

গীত।

জীবন স্বপনের মত কখন আসে কখন যায়।
কখন সুখ কখন দুঃখ নিমিষে সব মিলায়॥
কখন ফুটাবে বেলা,
ভাঙ্গাবে কখন ধুলা-খেলা,
কখন জুড়াবে আলো আঁধারে লুকাবে কায়
কেউ জানে না কি হয় শেষে,
যাব কোথায় কেমন দেশে,
এখানকার চেনাচেনি আছে কি সেথায় হেথায়।
হোক না সে দেশ যেমন তর,
নাইক সেথায় আপনপর,
জীবনের কোলে সবং সঁপেছি প্রাণ তাহার পায়।

গীত।

খাসদখল।

এই যায় যায় যায়;
কলির রাজত্ব বুঝি যায় যায় যায়।—
পাপ-পুণ্য ছুটে কথা আজও রয়েছে ধরায়।
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি শুনি সন্ধ্যাকালে,
শিব-শিরে নারী আজও বারি ঢালে,
অকাল কুষ্মাণ্ড কত পিণ্ড দিতে যায় এখনও গয়ায়।
শুনিলে শিহরে অঙ্গ দেখি সব শূন্য,
গঙ্গাস্নানে হরিনামে বলে আছে পুণ্য,

ক'রে ছিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র পুঁথি আজও ফেলেনি পদ্মায়॥
বেড়েছে বটে অনেক বর্ম্মা,
চর্ম্মকার তো হয়নি শর্ম্মা,
এখনো নেয় না ঘোষাল জুতোর মাপ কর্ম্মকারের পায়
বুক ফেটে যায় বেঁধে বিষবাণ অঙ্গে,
ছি! ব্রহ্মচারিণী বিধবা আজও এত বঙ্গে,
নব নব এডিসনে পতিব্যাডিসন নাহি হায় হায় হায়।
প্রেমের কুঞ্জনে কুঞ্জের কভাবে,
নাহি লীলা-খেলা লইয়া সভাবে,
না হ'তে যৌবন কলিকা-কলিকা (আহা) ফেলেপতি পায়
এখনও দেখেছি অনেক পাঁজিতে,
বাপেরে বলেনা তামাক সাজিতে,
যদিও বাসন মাজিবে তারা বলেগো আপন গায়;—
দাসী যবে প্রেয়সীরে হেসে সাবান মাথায়

গীত।

জয় জয় সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ নামে।
জয় নারী কুলোত্তমা মেরী মনোরমা,
সম্রাজ্ঞী বামে।
ভঙ্গ-অঙ্গ-বঙ্গে মিলায়ে আবার,
কিনেছ রাজেন্দ্র হৃদয় সবার,
জীও শতবর্ষ হর্ষে এই ধরাধামে।
জয় জয় রাজেন্দ্র পঞ্চম জর্জ্জ নামে।
জয় নারী কুলোত্তমা মেরী মনোরমা
সম্রাজ্ঞী বামে।

গীত।

ললিত আধার অতি সুকুমার
নারী ফুলহার
কিন্তু দেখো দেখো কভু মরমেতে ব্যথা
দিও নাকো তায়
স্নেহ-মায়া মমতা প্রেম করুণার খনি,
সুখ আশা ভালবাসার সুমধুর বাণী,
দাগা পেলে সেই নারী একা কোটি বিষধর ফণি,
নিশ্বাসে করে বিশ্ব ছারখার
বিশ্ব-বিমোহন-রূপ এ চির-যৌবন আমার,
সুরঙ্গী পতিরে অনঙ্গ করি করেছ অসার,
(দেখ সতী প্রতি) একাবতি কি বিষ-বৃষ্টি করে সৃষ্টিতে তোমার ;—
আমার ত্রিভঙ্গে অঙ্গ সুখের তরঙ্গে ডুবিবে সংসার।

গীত।

আমার নতুন বেদিনী, রূপেতে মোহিত মেদিনী,
আমোদিনী মধুর-হাসি মধুর-ভাষী মনটি মধুময়
রতির নিত্য সঙ্গিনী, কতই রঙ্গের-রঙ্গিনী,
হেমাঙ্গিনী ভঙ্গী-ভরা অপাঙ্গেতে রঙ্গ জয়
নয় জাড়ি ঝাড়ি মন্ত্র, দেব স্বাধীনতা তন্ত্র,
মন-মোহিনী যন্ত্র যা'তে পুরুষ পরাজয়
চঞ্চল অঞ্চল খেলা, কটাক্ষ ঈক্ষণ মেলা,
হেলা-দোলা নীল নব লাবণ্য-নিলয়
কুন্তল দল-দল, কাঁচলি ঝল মল,
টল টল চল চল তরঙ্গ অঙ্গে

ঠমকে ঠাট নাট, জমকে পাঠ নাট,
নব্য ভব্য সভ্য কাব্য শুশ্রাব্য বঙ্গে,
কুরঙ্গে নয়নে ক'ব ক'ব মাতঙ্গ বিজয়
ঘুচে যাবে দাসী-নাম হবে দাসপতি মহাশয়

গীত।

কবিতা-কুমারী এস ধীরি ধীরি
আমার কুঞ্জ-কুটীর মাঝে।
সাজাব তোমারে ছন্দ-গন্ধ হারে
কাকলি কুজিত কথার সংগে।
পাষাণ-প্রতিমা ভাস্করের করে,
বহ্নি বায়ু জল তা'রে আয়ু হবে,
তুমি কর অবিনাশী নব যশোরাশি মহত্তের কাজে।
শোকাকুল তুলি তুমি গো হাসাও,
চঞ্চল চপলে কাঁদায়ে ভাসাও,
বিবাহ-বরণে তোমার চরণে মৃদুলমঞ্জীর বাজে;—
তুমি ফুটাও লো বোল লুটিয়ে বঁধুর মধুর লাজে

গীত।

মাতাজী এ মাতাজী করো বরদান—বরদান।
ধাতা-পাতা দাতা তুঁহি ভগবতী ভগবান্
দেওঙ্গী-মা ফুল-ফল গঙ্গাজল, কুঙ্কুম কেশর চন্দন শীতল,
দেওঙ্গী ধুপ দীপ রাল গুগ্‌গুল্ লোবান॥
লিয়া শঙ্খ কঙ্কন সিন্দুর রোলি,
আউর শাড়ী কৌড়ী সুন্দর চোলী,

দধি দুধ মাখন মিঠা সুপারি সাচিপান
ভালা রহে মেরি শ্বশুর ইয়ে শশ পেইয়া বৈয্ ভেড়ী ক্ষেতি চাস,
ননদি দেওর রহে মা ভালা, পরদেশে মেরি জোয়ান;
সাল সাল চড়ায়ি পুজা সামাগো সবস মান

গীত।

আমরা এবার বিলেত গিয়ে বেচবো দই।
তাই এখান থেকে একটু একটু মহলা দিয়ে নিচ্ছি সই
সেথা চলবেনা তো তেঁতুলের অম্বলে,
হবে গো দই—জমাতে বিলিতি দম্বলে,
চাপা দিয়ে কম্বলে নইলে শীতের দেশে জমে কই।
সাহেবেরা এটা ক'রেছে স্বীকার,
দই খেলে কাটেলো জ্বর বিকার,
এখন ডাক্তারেতে ঘোল খেলে ঘোল বিনে আর পায়না থই
(আমরা) কালো কালো গোয়ালিনী কাল কেশের রাশি,
কালো অঙ্গে প্রেম তরঙ্গ কালো চোখে হাসি,
(আমাদের) সকল জিনিষ তাজা তাজা বেচিনাতো সাজো দই;
বাসি প'ড়ে থাক্‌লে ভাঁড়ে ননী তুলি ঘোল মই

গীত।

ওগো কেউ বলনা গো তাতার কেমন মিষ্টি।
আমার শুধু হ'য়েছিল ছেলে বেলা ছেলে খেলা ক'রে [illegible] দিষ্টি
মিষ্টি গুড়, মিষ্টি চিনি, আর মিষ্টি মধু,
কিসের মত মিষ্টি হ্যাগা সাতটি পাকের বঁধু,
সেকি তেষ্টার জল চেষ্টার ফল না আষ্টি মাসে ভুকুর বেলা মিষ্টি॥

মিষ্টি ছিল বাবাব আদর আর মায়ের কোল,
ফাগুন মাসে ফাগের খেলা কচি আমেব ঝোল,
তা'র চেয়ে কি মিষ্টি ভাতাব—নাবীব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম ইষ্টি ;—
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যা'র মিষ্টি ভাতাব ছিষ্টি

গীত ।

আমি যেন ছবিটি।
ললিত-লবঙ্গ-লতা কবিটি
তায় ভালবাসে স্বামী,
সর্ব্বে সর্ব্বময়ী—আমি,
তিনি আনেন খেটে খুটে আমার হাতে চাবিটি
সারা-বেলা হাসি খেল,
এলিয়ে প'ড়ি কাজের বেলা,
সেজে গুজে বসে থাকি যেন পটের বিবিটি
স্বামী আমাব সোণাব মাইন্,
কিন্তু কেবল আইন্ আইন্,
এক দুঃখ মাইন্, আমি এত ফাইন্,
উনি উয়েব-টিবিটি ;—
আমি এমন ফুল্ল কমল কোথায় আমার রবিটি

গীত ।

ওরা একুল ওকুল রাখবে দু'কুল মিলে ক'জনে।
থেকে জেতের ভেতর জাত মারবে এইটি আছে মনে
ডিনারে টাউন হ'লে,
ব'সে যান দলে দলে,
(আবার) রাত পোহালে পালে-মিশে যান দশপতি বলে ॥

হেথ পৈতা পরে ক্ষেত্রী,
হোথ নব্যতন্ত্রে নেতৃ,
এদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশে ধাত্রী ভূমি লণ্ডনে
আবছায় আবছায়,
বাহারে বেড়াবে জায়,
খেমটাও নাচে ঘোমটাও বাঁচে এইটি ইচ্ছে গোপনে॥
চোরকে চুরি করতে ব'লে,
গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে,
দৃষ্টি আছে চোরাইমালে বাড়ীওয়ালার প্রলোভনে

গীত।

বাবু গো আমার ক'রনা ভোজন।
অস্থি মাংস পাবে অতি সামান্ত ওজন
যাইব পাতিতে পাতার যে শয্যা,
উনি কষ্ট পেলে হবে বড় লজ্জ,
কাঙ্গালে পুরিতে পেটে কেন আয়োজন।
সম্মুখে আছেন মহালক্ষ্মী দেবী,
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুর্গী মাংস সেবী,
উঁহারে আহার কর যদি প্রয়োজন;—
দণ্ডী হ'তে যাই স'রে শতেক যোজন।

গীত।

সখি বিধিমত রীতিমত হও শোকাকুল।
কবরী খসায়ে দাও এলাইয়ে চুল।

কটিতটে-পর নীলাম্বরী শাটী,
শোকে বেশ তাতে হবে পরিপাটী,
পর-নীলার বলয় করে কাণে নীলফুল
সখি সুসভ্য বৈধব্য জ্বালা,
হিষ্টিরিয়া হাত পা চালা,
কিম্বা সেজে ও ফেলিয়ে তোলা-ফেলা-ফুল ;—
বিষাদিনী বিরহিণী বিরহে বাতুল

গীত।

মুখটী আমার বুকে নেই তার নামটী আছে মনে
সেই নামটী দিবানিশি ফিরছে আমার সনে
আমি উঠি বসি যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে উঠে সঙ্গে বসে সঙ্গে শুতে যায় ;
নাম কত কথা শুধায় আমায় পেলে পরে নির্জ্জনে।
নাম আমার জপমালা জুড়ায় জ্বালা,
আমার সিঁথের সিন্দুর হাতের বালা,
নাই বিরহ অহঃরহ মধুর মোহ নামের লাগনে ;
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ-দেহের মিলনে

গীত।

দেহ-অনুমতি, দেহ-অনুমতি।
ওহে পরলোক-গত মম প্রিয়তম পতি
তোমারি মরণে, তোমারি স্মরণে,
তোমারি দেশের দুর্গতি হরণে,
নব-বর বরণে হে কবি সমাজের গতি

অন্ধ হিন্দু মন করি পরিষ্কার,
তুমি (ই) শিখালে প্রেমে নব-সংস্কার,
তব প্রেম পুরস্কার স্বরা দেবে দেখ সতী ; —
করি পুনঃ পাণি দান তব স্বাস্থ্য-পান করিবে দম্পতী ।

গীত।

কর কর আরোহণ প্রেমের চন্দনে।
অর্চ্চিয়া আমারে কৃপা হবে চর্চ্চিয়া চর্ব্বণ চন্দনে
উড়াব গগণে ঝঞ্ঝা বাত্যা, মিলাব প্রণয়ে দুইটী আত্মা,
বেগুণে বড়িতে মিলিত যথা হয় ব্যঞ্জনে ।
বিদুষী বিধবা কাঁপে চক্ চক্,
পতি হবে তার অতি বিদূষক,
আশীষে আমার ঝুলিবে দোঁহে উদ্বাহ-উদ্বন্ধনে

গীত।

হলো না ইজ্‌দি নতুন বন্দোবস্ত।
সদর-তশীল কল্লে দাখিল না হ'তে ঐ সূর্য্যি-অস্ত
দুখানি ইজ্‌দি সরেশ জমিদারী,
নাই বাকি খাজনার ডিক্রি-জারী,
সেটা ইজ্‌দি কিস্তি কিস্তি হস্তগত বাজে আদায় মস্ত।
মালিক ছিল ইজ্‌দি গর হাজির,
তাই নীলেম ডাকছিল—নাজির,
ন মজা ইজ্‌দি মজা ইজ্‌দি, মজা ইজ্‌দি, মজা ইজ্‌দি,—
হঠাৎ হাত বদলের ঢোল ইজ্‌দি হলো-নিরস্ত ;—
দেখ-দেখ খাস-দখল ক'রে ইজ্‌দি বসেছে দুই গেরস্ত

গীত।

পলিন।

কয়ে থাকি যদি ব্যথার কথা, খুলে থাক যদি প্রাণ।
নয়নের জলে ভিজায়ে হৃদয় করে থাক যদি দান
(যদি) এমনি মধুর চাঁদের আলোকে,
কম্পিত হৃদে পলকে পলকে,
অধরে অধর-পরশ মাখান সুধা করে থাক পান।
তবে সুধীবর এসো হে,
ধীরে ধীরে পাশে বসো হে,
এমন তরল চাঁদিনী যামিনী না হতে অবসান।
প্রাণে প্রাণে ভরি লহ উপহার এ নব মিলন গান

গীত।

তুমি এস, ধীরে উঠে বস, অরুণ পূরব আসনে।
নিজে এস, সাথে লয়ে এস, সুরভিত মধু পবনে
কঠোর শিশির অন্ত—
উড়িল আকাশে আবাহনে পাখী,
নবীন অরুণ আলোক মাখি,
কোমল করুণ শান্ত (এস বসন্ত এস বসন্ত)
সাথে লয়ে এস স্বগণে ;
নিভৃত কুঞ্জ বিহগ পুঞ্জ কুজিত সুপূব চরণে

গীত।

অরুণ যৌবন, যামিনী অকরুণ
অকরুণ ভারে হিয়া চেপেছে।

বসন্ত অকরুণ, অকরুণ স্বপনে,
অকরুণ করে তুমি ধরেছে
অকরুণ কুসুমে অকরুণ সমীরণ বহে,
অকরুণ পঞ্চমে অকরুণ কোকিল গাহে,
অকরুণ অরুণ অকরুণ অচলে
অকরুণ উল্লাসে চলেছে।
(ও গো তাই সে বলি)
অকরুণ মদন অকরুণ ফুলবাণে
তোমার কোমল হিয়া বিঁধেছে

গীত

স্বপ্ন যেন কোন দিবসে কোন দরিয়ার কূলে।
বসে বসে স্রোতের পাশে, কি আলসে ঝাঁপ দিয়েছি জলে
কেউ বুঝলেনা গো দেখলেনা গো শুনলে না গো গান।
ভিজলে না কো নয়ন কারো গললো না কো প্রাণ,
আশা দিতে কেউ কথা গো কইলে না কো ভুলে
মিলতে আঁখি চেয়ে দেখি ভেসে গেছি কোন দেশে—
সে দেশে নূতন চাঁদ, নূতন হাসির নূতন ফাঁদ,
নূতন তারা ভাসছে তার নূতন আকাশে।
তারা তুলে নিলে গো। তার নিলে গো
(আমায়) মিশিয়ে দিলে দলে

গীত।

ঘুরে ফিরে আয়রে আমার পাখী।
(আমার ঝড়ে ওড়া মন পাখী)

আবার তোরে যতন করে সোণার খাঁচায় পুরে রাখি
দেখলিত চারিদিকে চেয়ে,
আঁধারে গিয়েছে ছেয়ে,
শিল পড়ে তোর ভাঙলো পাখা,
(এখন) আছাড় খেতে আছে বাকী

গীত।

কোথাছিলি কোন বনেরে ঝোপের কোন কোণে।
এতদিনের পরে কিরে পড়লো মোদের মনে
কি আনন্দ পোরা ছিল ভাই, তোর চোখের ভিতরে,
বহুদিনের পরে দেখা মুক্ত গেল ঝ'রে রে
তোরে, দেখে দেখে বাড়ছে কেবল দেখার পিপাসা,
ভরা গাঙের বান বুঝিয়ে করলে বুকে বাসা

গীত।

একি নূতন সুরে বাজিল বাঁশী।
একি নূতন কথা কয়, প্রাণে নূতন মলয় বয়,
আমায় বুঝি করাল উদাসী
ছিলাম ঘরে অন্য মনে, বাঁশী আনলে টেনে বনে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি উদাস নয়নে।
কোথা থেকে উঠলো সুর, দেখতে এলাম কতদুর,
এখন আত্মহারা পথহারা চির প্রবাসী।

গীত।

অঙ্গ। বঁধু রইল না ঘরে।

তার পালক দেখে প্রাণ কেমন করে।

পালক দেখে সোণার গালে, (বাছার) চক্ষু দুটো উঠলো কপালে,

বদর বদর বদর বলে তুলতে গালে,

খাঁচার ভিতর পরাণ চাচার হাঁফ গেল ধরে।

সে উঠবে গাছে, রাখবে কাছে গেছো প্রেয়সী,

প্রেম সোহাগে পাতা খাবে ডালেতে বসি,

এখন কাঁদি কি হাসি (ও কাণা মাসী)

চেয়ে দেখ বদন মেলে তোর বোনঝি ফেলে,

বদর বদর বদর বলে

পাগলা আমাই পালিয়ে গেল পগার পারে লাফ মেরে

গীত।

কিছু না, কিছু না, কিছু না, কিছু না—

জগাটী পিরীতে এই রীতিহে বুঝে দেখনা

পিরীত প্রথম দেখাশুনা,

অন্ধকারে আনাগোনা,

ধুম ধড়কা সকলি ফক্কা, তা না-না-না তিনি না

কোলাকুলি কিলোকিলি,

গলাগলি আর ঠেলাঠেলি,

চোক বুজে চলাচলি,

যেন কোনকালে কেউ কারে চিনি না।

দূরে থেকে হামাগুড়ি,
কাছে এসে হুড়োহুড়ি,
যেই হলো ছাড়াছাড়ি (অমনি) বাঁচিনা-বাঁচিনা বাঁচিনা-বাঁচিনা

গীত।

কহত কহত সখি বোলত বোলত দেখি,
আমারি পিয়া কোন দেশে
স্মরিয়া স্মরিয়া লেহ, এ তনু জর জর,
শুনিতে কুশল সন্দেশে
আমারি আঁখি দিয়ে সে মুখ দেখেছে কে,
আমারি মন নিয়ে কে সে রূপে মজেছে,
আমারি হিয়া নিয়ে কে বল নিশিদিন,
মরম পরশ দিয়ে আঁখি জলে ভাসে

গীত।

মরমে মরম ব্যথা মনের কথা ঢেলে দিব মনে
তোমায় আমায় বাঁধন দেবো সঙ্গোপনে
দুজনের কেউ যেন না জানে।
তোমার ঘরে থাকবে তুমি আমি আমার ঘরে,
কেউ জানবে নাকো শুনবে নাকো (যেমন) লুকিয়ে থাকে চোরে,
যেমন হারিয়ে যাবে প্রাণ,
দুজনে দুদিক থেকে তুলবো দুখের গান .
কুড়িয়ে নিয়ে কড়া কাড়ি আদান প্রদান,
আমি রাখবো যতনে, তুমি রাখবে যতনে,
আমি তোমার প্রাণে তুমি আমার প্রাণে।

গীত

বিরহিনী চলে গুটী গুটী
বিরহি তার পাশে, নয়ন জলে ভাসে, পায়ে পায়ে ভিজে মাটী।
বলে কোথা সে কোথা সে কোন দূর দেশে
কেন সে গেল সে কি আশে, বসে বসে ভেবে ভেবে দেহ হল মাটী,
তুই নিয়ে আয় তুই নিয়ে আয়,
যেতে হয় তুই যা আমার কি দায়,
আমি অবলাজাতে,
পঙ্গু আমি চৌরঙ্গী বাতে, আয় কাধে ভর দিয়ে করে নি লাঠি
পরস্পরে দিয়ে ভর গুটী গুটী হাটী

গীত।

ভালবেসে, শুধু ভালবেসে, শুধু মুখখানি দেখে তার
আপনার ঘরে আপনি বন্দিনী, ওগো রাণী,
কেন মুখখানি করে ভার
তোমারে বাঁধিতে তোমারি প্রাণ,
তোমারে বিলাতে তোমারি দান,
মান অপমান সমানে সমান,
আপনার সাজে আপনি সেজেছ করেছ গলার হার
প্রেম সার প্রেম ভার, তুমি কার কে তোমার।
মিছে কেন আঁখি জল সার

গীত।

দুনিয়া মিলিয়া তুলিয়া সুর,
করে আবাহন আমার প্রাণ বঁধুর।

শুনিব কি কানে, বেঁধে লব প্রাণে,
ঢালিয়া দিব কি সমীরণে,
মগ্ন হব কি মগ্ন পরশে মধু হতে সে মধুর
লহর সরসে মিশে মিশে
ভেসে যাব কতদূর

গীত।

জীবন গাথা দিয়ে আমার কথা তারে শোনাবে ।
নয়ন আশারে রচিয়া মুকুতা হার
আজিরে প্রথমে তারে পরাবো
অনুরাগ অঞ্জন নয়নে মাখাবো তার,
তারি সুখ আশে তারে করে লব আপনার,
সময় দিয়ে দূর, তাহার মরম পরে,
মরম ভাসায়ে মোর দেখাব

গীত।

তুলি ধরি (ছবি) আঁকিতে যাই,
আকুলি ব্যাকুলি মুখটী চাই।
নয়নে নয়ন অবশ অঙ্গ,
তুলি গেল ঝরে একিরে রঙ্গ,
নয়নের ঠারে বিধেছে আমারে,
মরমে এখন মরিয়া যাই
কেবা তুমি কোথা আছ গো,
আমার হইয়া দেখ গো

মুদি গেছে আঁখি (রূপ) দেখি কি লিখি ।
ভেবে না পাই ব্যাকুল তাই

গীত

রিজিয়া ।

স্বপনে স্বপনে গোপনে কয়,
আঁখির পলক পাশে আর থাকা ভাল নয়
এস হৃদিধন, কারো যতন মনের মতন,
তখন রচেছি তব তরে,
এস মোর প্রাণ সখা একবার দিতে দেখা,
এস ফিরে আপনার ঘরে,
স্বপন কুসুম হেথা স্বপন আকাশে,
স্বপন ভরা গানে স্বপন হাবা ওঠে,
ধীরে বয় ধরে কথা কয়,
ভুবন হয়েছে স্বপন ময়

গীত ।

গাগরি রে ভরণে চললে যমুনা জল্ আনি,
সাজ সাজ ভূষণ সুবসন, ঝন্ ঠন্ চল সবনি সুবন্ ।
নিরখি ওপারে কোটীমদন্ বদন জ্যোতি জালি
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝমর্ চাল্,
ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েল্ বিশলে
পগ্, পগ্, পর মোহে গোয়াল্ বিঝো বনমালি

লচকি লচকি ''তরি কমর,
সরসে পর কবত কহব,
তাপব বধু দেও লহর, লটক্ কেশ কালী

গীত।

"বধুয়া সুধা ঢালযি পরাণে
মৃদু মধু ভাষযি, মিঠি মিঠি হাসয়ি,
হরযি মান অভিমানে।
চন্দ্র উজর, মধু মধুর কুঞ্জ পর,
ফুটতই মল্লিকা ফুল;
গাহত পঞ্চমে, বোলাই কুহু কুহু;
অহরহ কোকিল কুল
বসন্ত ভূষণ ভূষিত ত্রিভুবন,
হৃদয় মানা নাহি মনে,
লাজ বাঁধ সব তোড়ই আবেশে,
নিরখত সো মুখ পানে"

গীত।

আয় নেমে আয় সোণার ঊষা। ফাগ মেখে
তোর রাঙ্গা গায়—
রাঙা গালে, রাঙা ঠোঁটে, হাসির লহর ছুটে যায়।
কনক চাঁপা আঙ্গুল দিয়ে,
মেঘগুলি দাও সরাইয়ে;
আঁচোর খানি উড়ায়ে দাও মৃদুল দক্ষিণা বায়॥

গীত।

কনক প্রতিমা! কেন অধোমুখে?
ঐ দেখ বঁধু এসেছে;
হৃদয়ের হাসি অরুণ অধরে ঐ ফুটে উঠেছে
তুমি একলা বসিয়ে সারাটীরাত,—
যার মুখ খানি দেখিবে বলিয়ে,
সে তোমারি পানে অনিমিখে আছে চাহিয়ে।
সরম পাশরে হের সখি! হের;—
সে যে প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবেসেছে

গীত।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা,
বঁধু হে শুধু দেখা দিতে আসা এ'স না
ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা—
তোমার পায়ে ধরি! আমায় ভালবেস না
আমি একলা বসিয়ে সারাটি দিন
চেয়ে র'ব ওই পথের পানে,
আমি সারাটি রজনী রহিব জাগিয়ে —
চাঁদও জাগিবে আমারি সনে
তুমি যাহা চাও সখা! দিব ফিরাইয়ে—
শুধু স্মৃতিটুকু ফিরে চেয়ে না

গীত।

মা! আজি সেজেছে কি কাজে!
অলক্ত-রঞ্জিত, রক্তজবা-ভূষিত

বিকসিত-সরসিজ রক্তিম পদযুগে
মুনিজনমানস মধুপবাজি বিরাজে
প্রলয়-জলদজালনিভ এলাইত চূর্ণ কুন্তল ;
কণ্ঠে দুলিছে দল দল নরমুণ্ডমাল,
কলুষ-নাশন উলঙ্গ কৃপাণ, বাম করে কিবা রাজে

গীত।

ভজন পূজন কিছু জানি না মা!
জানি মা! তোমার চরণ সার।
ইষ্টদেব পতি, তাঁরি পদে মতি,
জানি না মা। আমি দেবতা আর
রমণী-হৃদয় ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে
সাজায়ে দিব মা চরণ তোর
সংগ্রাম সঙ্কটে রাখ মা পতিরে ;
কাতরে কাঁদিছে তনয়া তোমার

গীত।

নিমিষের দেখা যদি পাই তোমারি,
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি
লাজ নয়নে চকিত চাহনি—সে যে বিষম দায়,
যৌবন বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারি।
প্রাণ দিই পায় শিকলি পরিতে, তাও দূরে ফেলে দাও ;
শিখায়ে না হয় দাও কি চাই তোমারি
কত আর সব বল তোমারি বিরহানল,
কত দিন ভালবাসা লুকাই তোমারে।

যদি দীরঘ শ্বাস বায়, প্রাণপাখী উড়ে যায় ;
জনম জনম রবে আশাই তোমারি।

গীত।

পাগল করেছ তুমি আঁখিতে, প্রাণ আমারে;
সমান নিদয় ছুটী বাঁধিতে প্রাণ আমারে
লোকে বলে করেছ গুণ ;
বল দেখি, সে কি গুণ—
পলক লাগেনি যায় মজাতে প্রাণ আমারে।
ধনুতে কামগুণ, শরে ভরা কেন ভূণ ?
মন মৃগ লক্ষ্য বুঝি বধিতে প্রাণ আমারে।
সরবস নি'ছ লুটে, কিছু বলিতে পারিনি ফুটে,
মুখখানি করেছে বিভোর নেশাতে প্রাণ আমারে

গীত।

সে কেন আমার পানে ফিরে ফিরে চেয়ে গেল।
কি যেন কি তার মরম কথা নয়ন-কোণে ক'য়ে গেল।
সরমে মুদেছি আঁখি, চুরি ক'রে ছবি দেখি,
বসন্ত বাতাস যেন প্রাণের মাঝে ব'য়ে গেল,
যত্ন ফুল যত্ন ক'রে তুলেছিনু সাঁজের বেলা,
আঁচলে রহিল বাঁধা মালা গাথা র'য়ে গেল

গীত।

কেন লো রঙ্গিণি, তুমি বিষাদিনী ?
সন্ধ্যা রাণী ওই হাসিছে,—

প'রেছে গোলাপী সাটি ;
শোভন উরসে, দিয়াছে হরষে,
গোলাপী কাঁচলি আঁটি ;
ঘোমটার আড়ে, দেখিয়ে বঁধুরে,
পুলক সাগরে ভাসিছে।

গীত।

এস হে সখা! হৃদয়ে আঁকা,
দেখ হে আসিয়া মুরতি তোমার।
তুমি নয়ন শোভন অঞ্জন আমার,
তুমি হৃদয় রঞ্জন কুসুম হার,
তুমি মাধুরী রাতে, পাপি রাতে,
তুমি শারদ প্রাতে বাঁশীর গান।
তুমি লজ্জ বিজড়িত নব বধুর বুকে,
আধ মুকুলিত প্রেম পিপাসা
আমি দূরে থাকি শুধু দেখিব তোমারে।
তোমার মু'খখানি দেখিলে
বুঝি মিটিবে আশ।
শুধু রাজীব চরণে, ঢালিব সখ।
যতন সঞ্চিত নয়ন-আশার

গীত।

রতন দেখিয়ে, অবাক হইয়ে,
চেয়ে থাকে সবে সাগর পানে।

কোথা হতে এই রতন সে পায়—
বল দেখি কেবা জানে?
এই যে সুরব ভাসিছে আকাশে
কেন চলে যায় কেন ফিরে আসে;
ধরাপানে চেয়ে কেন বল হাসে
নিমগন বল কাহার ধিয়ানে?

গীত।

গাছে গাছে ওই কুসুমের কলি।
বল কার প্রেমে পড়িছে ঢলি?
কুল কুল রবে গিরি নির্ঝরিণী
গাহিছে কি গান মধুর তানে?

গীত।

আলিবাবা।

বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দেব না।
নিত্যি বনে পাঠিয়ে দেব, পর্‌ব কত সোণা দানা।
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলেছে থান থান,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান;
বেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা॥

গীত।

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল।
এত্তা বড়া বাড়ী এস্‌সে এত্তা জঞ্জাল।

হর্ দম্ লাগাতা বাড়্ তব্ নি অ্যায়সা হাল্ ।
অন্দরমে বাহারমে সবসে সমান,
জঞ্জাল পুরা হুয়া বর্ বাদ তামাম্ ;
ময়লা মোকাম—
বড়ি ময়লা মোকাম
ময়লা মনিব মেবা—লোংরা বেচাল ।
দিল্ ময়লা বিবি মেরা হাজেব হামেহাল

গীত।

আয়া হুকুম বরদার্
আয়া হুকুম বরদার্
বড়ি কামপিয়ারা হরদম দেও ভরপুর কামদার।
দেখো যেত্তা কালা রং,
আখের তেত্তা জবর ঢং,
সারা ঝট্‌পট্ কাম কর্ নেওয়ালা সাচ্চা সমজদার ।
বহুৎ খোবমেজাজি বাজি বিবি মালিক মহব্বদার ।

গীত।

আরে রে ভাই কাঠ কাটিসে কটাকট ।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট্
মারিসনে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুড়ি তাতে সারবে না
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি,
শুকনো ভাঙ্গি মটামট্

গীত।

(ও মোর দিদি) কেনে ডাক দিছিস মোকে।
আমার কি ছাই আগুন পোয়ায় এ বিহানের ঝোঁকে।
রেতের বেলি মরদ কাটে কাট,
বিহান হলি আমার বাড়ে নাট,
ভিজে কাঠ বাছি কি ঘুটে বেচি,
(বুন) হয় মহা ঝঞ্ঝাট ; —
এই কষ্টে, এখন ওটা, সে মরে বোকে

গীত।

বেগম হবি, আর বাঁদী তুই খোয়াব দেখেছি ;
আমি বাদসা বনেছি।
বেশ হয়েছে আয় তবে তোর ল্যাজটা ছেটে দি।
বাপ্দাদার বাদসার ল্যাজ, লোকে বলবে কি ?
থাক ল্যাজ তুই চটপট আর বেগম করে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবিনি
পাবনা কি ? বলিস কি রে ? ও কি কথা রে—
ওরে তোর জন্যে তক্ত উস কাফন কিনেছি।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি
আমি বাদসা বনেছি,
আমি বেগম হয়েছি,
বাদসা বেগম ঝমঝমাঝম বাজিয়ে চলেছি।

গীত।

ধোঁ বন বন সোঁ সন সন ভোঁপপো ভোঁপপো ভোঁ ।
ছোট ছটাছট নে বটপট মারে হবে চোঁ
হিরাট কাবুল কি বোগদাদ,
তিহারাণী ইস্পাহানী কেউ না যাবে বাদ
মুলুক বুঝে কুল মুলুকে পড়বে সড়াক সোঁ ।
ফুড়বো ফাড়বো দেখিয়ে যাব বলো হাবাসের গোঁ

গীত।

ওমা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা
নিয়ে যাই আদর করে, সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা
বাপ মা কেঁদে হয় সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
(ওমা) নাই ভাত রে , (বড়) খিদের জ্বালা
(মুখে) সরেনাক রা ।

গীত।

বড়া মজাদার পিঠা পিয়ার আপনা হোয় আপনি
অঙ্গাকো আঁখ মিলতা, ছুটে গেছাকো প্রাণ ।
ল্যাংড়া চলে ভাঙ্গে যাবে ছুট,
বাহারাকো কাম দিখলাকে দিল লুটে;
বিলাত টুটে ইন্‌সাফিসে আমদ খাস নাদাম

গীত।

লেও সাকি দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু ফিন
লাল সিরাজি আঙ্গুর সবাব গুলকে তর রঙ্গিন ॥
নগনামে ঠাব চাটনি মিঠা বাৎ, আব খানে দেও দিল পিয়াবা সাথ,
ঘুরনা ফিরনা খোয় করনা কাম বড়া সঙ্গিন।

গীত

কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ
মবদ মাথা বন গিয়া সব মর্দ্দানা আওবাৎ।
কুর্ত্তিসে দেও কুত্তি পিনি, ওড়নি উও পোসাথাজ;
পায়জামা দেও, চাপকান দেও,
চোগা কাবা শিবতাজ।
উল্টা সাজে ওলট পালট দাকয়া মে দিনবাত।
বং বেবংএর ঢং চালাকব আও ফিবি সাথ সাথ

গীত।

হে' –হো—জান হায়বাণ
দুনিয়ামে জনম লিয় কেঁও,
খোদা কেয়সা বেইমান
দুষমনকো মিলা পশার,
মেরা ভালমে গিরা খার,
বাহবা দয়াল। তেরা বড়িয়া বিচাব;
ইমানদারী কাম তুহাবি, আপনে ছোড়া ইমান

গীত।

দেখে শুনে বুঝত মাননা
বলতে গেলে ঝুটো কথা কাণে তোলনা
নসিবে মারলে গোল, গোলা ধরে খা ডাণ্ডা,
দেবার যাবে দেয় দেনেওল,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালা পালা, মান শোননা
(খাবে) পোলাও কালী হাঁকবে জুড়ী,
(পরে) হাঁটুক পায়ে চিবুক মুড়ি,
(অত) হয় কি না হয়, অত সয় কি না সয়, খুড়ি—
(দেখ) কেমন মজা রাজার রাজা,
(দিলে) ধনের বোঝা,
(আর) বিষের গোজা বেথনা

গীত

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগ্‌দারী
লাগল বিনা এ ক্যা ঝক্‌মারি
হাজার সে উঠে যায় লাখো মে,
লাখো বি পঁহুছে ক্রোড়ে মে,
রোপেয়া বার যায় দিল্ ছোটি হো যায়;
ক্যায়সে চলেগা মেরা দিলদারী

গীত।

তোব কিবে কসম খাই
মোর চকির কোণে পানি আসছে ভাই
ধড়াস্ ধড়াস্ কর্ত্তিচে বুক জ্ঞানগমি৷ নাই।

ওকি কইস্ ছাই ।
নাচন কোদন আস্‌ছে না মোর কাঁদন যে বালাই
আমি পুছ কচ্ছি তাই
কি কর্ব্বো কয়ে দে আলি ভাই
চেপে থাক চুপ করে থাক সবাই ।
ও মোর সইচে না সানাই
চেপে থাক তুই পাবিস যত ডাক ছেড়ে চিচাই ।
তুমি চেপে বও, মুই হাঁপ থাই
আর ডাক ছেড়ে চিচাই ॥

গীত ।

যত লেথা ছিল সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাস করে রে জীব ।
সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চাসরে শিব
পিতা মাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
এথনি মুদিতে হবে দু আঁখি ;
রহিবে না বাকি হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান কিবা হোস গরিব

গীত ।

আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন ।
চক ছল ছল, পা টল মল, বগ যেন টন টন
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
থালি হৃদয় কর্চ্ছে খাঁ খাঁ ;—

(আমার) হাড় মড় মড় বুক ধড় ধড়
প্রাণ কেন বন বন।
(এমন) ছটকটানি, প্রাণ পোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ

গীত

আয় মেরা ভাইয়া
গাস্তি লেকর ছাস্তি ফাঁড়ে জালিব মেরা সেইয়া।
অাবি চুপ চাপ রও থোড়ি, মেরা গর্দ্দানা দেও ছোড়ি।
বিবি মাৎ ঘাবড়াও খুব জলদি
লেওটবে তেরা কোঁড়ি;
যব তক উয়ো নাহি ঘুমেগা
হাম না ছোড়ি বেইয়া
এসি টানে গা, এসি বলে গা,
হেঁইয়া জোয়ান হেঁইয়া

গীত।

আশে রেখেছি প্রাণ সে কিরে আসিবে ফিরে
সুখ-সাধ অবসাদে ভাসিতেছি আঁখিনীরে॥
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়ে সুখতান;
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ;
জলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ওঠে গীতি বীথি॥
কে আর সোহাগ ভরে ধরিয়ে হৃদয় পরে।
মুছাবে মরম ব্যথা আদর করে,
প্রেম ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে রে মতিহীরে॥

গীত।

ভাল বাসে তাই ভালবাসিতে আসে
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে
সে হাসিটী সে মুখের, সে চাহনি সোহাগের,
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি আকাশে ভাসে,
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে।

গীত।

এমন করে হতাদরে রেখেছে বাগান।
থাকলে মালী শোন লো বলি, হতো যে তার টান।
ঘাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঝেটীয়ে কত বাথর হাতে ব্যথা ধরেছে,
মাঝে পড়ে বস্‌রা গোলাপ হল লো হায়রান

গীত।

আমি ঢের সয়েছি আরত সবনা।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন যেচে পরবো না
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আরত রব না

গীত।

ফোটে ফুল শুকনো ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পানি ফুলমণি লো আড়নয়নে চায়॥

সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভোমরা বঁধু;
টলে ফুল হয় লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়
(ওলো দেখবি যদি আয়)

গীত।

চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও
ছিপায়কে সব সাফ করলেও কাহাকো গোল মাচাও
চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
বান্দা সাচ বোলা হায় তুম, বিবি সাচ বোল থামুন,
সেকি? কিছু হবেন ধুম?
বাজা বাজবেনা ছুম ছুম?
মেরা ঘরমে ভরা মুর্দাত্রাদারকেয়াবাৎ বাতাও?
মুরা কেয়াবাৎ বাতাও? চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ করলেও কাহাকো গোল মাচাও।

গীত।

ঝা গুড় গুড় ঝা গুড় গুড় ঝা গুড় গুড় ঝা।
ধাই ধড়াধড় ধাই ধড়াধড় দে মাদলে ঘা
পর মুলুকে গইল, মরদ ঘরমে আইল না
পরদা ফিরে ফরদা ফাঁক বিবি বাড়াইল পা
ঝা গুড় গুড় ঝা গুড় গুড় ইত্যাদি।
কসম খায়কো করলো।
কসম খায়কে করলে।
খসমখেমখোর গণা।

জল্লাদ জরু দরদি নিকা
কইলো যে পরোয়া
ঝা গুড গুড় ঝ গুড় গুড ইত্যাদি

গীত

হামে ছোড়ি দেবে সেইয়া ছোড়ি দেবে—
ম্য নেহি জানে দুনিয়াদারি
জোব বয়িষে গীত নাহি হোগা,
তোরা গীত (হে হো মিঞা) ঝকমারি
তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আখিয়া লালি হয়ে,
তোম নেহি আওয়ে, সাতনী ঘরকো মজা উড়াইয়ে—
বেইমানকো এসা হ্যার দাগাদারি

গীত।

শালা ঝুঠ লিয়া, শালা ঝুঠ লিয়া।
তেরা জান লিয়া, মেরা জান লিয়া
শালা পাকা হুঁশিয়ার চোর -
শালা কাম কিয়া বরবাদ -
বড়া বাটপাড় হারামজাদ
মেরা জান লিয়া, তেরা জান লিয়া,
ভাল ঠক ঠকেকে ঠকা দিয়া;
শালা কেয় কিয়া, মিঞা কেয় কিয়া;
তেরা জান লিয়া, মেরা জান লিয়া।

গীত।

সাচ্চা সল্লা লেও দিলদার, সাচ্চা সল্লা লেও দিলদার ;
জব কি রোশনি বুত যাতে হে আঁখে হে আঁধিয়ার
দৌলত দুনিয়া জরু ছাওয়াল, সবকোই দেকে হাল,
নেকি ছোড়কে বদিমে গিরকে নেহি হো গুণাগার ।
সাচ্চা সল্লা লেও দিলদার ইত্যাদি
খোদাকো নাম লে ও জিন্দগি ভোর এউহর কর বাটোর
শয়তান ঘুম রহে হরদম সাথমে রহহো হুঁসিয়ার
সাচ্চা সল্লা লেও দিলদার ইত্যাদি—

গীত।

এসে হেসে কাছে বসে,
সোহাগ বাঁধনে বেঁধেছে সে ।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে
টানে টানে প্রাণ টেনে নিয়েছে ;
আমি-ময় সে আমার, আমারে সে ময় করেছে রে
প্রেম স্বপ্ন দেখা চরেছে রে

গীত

আমার এই ছাতির অন্দরে
বন্ধ কোরে রেখেছি মোর নন্দানন্দরে
সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,
ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের ;
এই বন্দ খুলে সোণার তরী, বাঁধবে তাদের বন্দরে ॥

গীত।

কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, রে।
চুপ রও সব চুপ বও সব ডাকাত প'ড়েছে
ওরে একি কথা কোস, ওরে একি কথা কোস।
নেহি আপসোষ দুষমন জান দেছে রে
সাচ এহি বাৎ সাচ্চা এহি বাৎ ডাকাত পড়েছে।
ঝুট বাৎ নেহি কুপোয় অক্কা পেয়েছে
কুপোব ভেতর কুপোকাৎ তেরা বহুত কেবামৎ।
আলবৎ—আলবৎ—বহুত মজা হয়েছে

গীত।

আব খাড়া হ্যায় হুজুব আব খাড়া হ্যায় হুজুর।
চড়বড় চড়বড় চালাইয়ে কোড়া জায়গীব কবিয়ে চুব
তেরা পিঠ মেবা জায়গীব,
মেবা পিঠ তেরা জায়গীর,
বান্দাসে আব বেগম বনেগা জামিন মেরা শিব।
তেবা দখল লেও জায়গীব।
এইসা দখল নেই লেগা—দূর কামিনা দূর।
টিকটিকি পব চটাকে কোড়া পিটেগা ভরপুর

গীত।

স্থবে হুয়া ছোড়ো পালঙ সাহাব।
আশমানসে নিকলা হ্যায় স্থওথ আফতার
গুলকি খোসবু মিঠি হাওয়া,
সারা গুজাবি রাত দেতে গাওয়া,

বুলবুল বোলাতে মিঞা পিও সরাব,
উঠ পিও সরাব, উঠ পিও সরাব ;
পিও সরাব!—মিঞা সমঝো সরাব

গীত।

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা।
মজাসে ঘুমাও, স্ফূর্ত্তিতে হেলাও,
সাঁচ্চা বিচুয়া মেরা
ছুবগন কোই হ্যায়, ওসিকো জান ফরমায়,
দস্তিকো বহুত পেয়ারা।
জোরসে পাকড়াও, হুঁসিয়ারসে লাগাও,
কভি মৎ ঘাবড়াও জানি মেরা

গীত।

লে চল মুর্দ্দার।
দেখো ভাই মান লেও ধরম কি কদর॥
সাহাব মানতা ইমান উসিসে মিলা ইমান,
খুসিসে এসিকো দেও কবর
ঝট আনে হোগা উমদা সাদি লাগা,
খোদা মিলায় দেগা বহুৎ ইমান জবর

গীত।

আবুহোসেন।

থাম্বাজ মিশ্র—কাহার্‌বা।

রাম রহিম নাৎ জুদা করো, দিল্‌কি সাঁচ্চ রাখো জী।
হাঁজি হাঁজি করতে রহো দুনিয়াদারী দেখো জী।
যব্‌ যেসা তব তেসা হোয়ে, সাদা মগন মে রাহেনা জী,
মাটি সে ইয়া বদন বনি হায়, ইয়াদ হরদম রাখ্‌নাজী
সব তক সেকো করক রহো ভাই, খিস্‌ খিস্‌ কামমে মানাজী;
কেয়া জানে কব দম ছুটে গা, উস্‌কে নেই ঠিকানা জী।
দুষমন তেরা সাথ ফির্‌তা, দেখো ভাই সব সেকো জী;
দুষমনসে বাঁচানেওয়ালে, উন বিন হ্যায় নেই একো জী॥

কাফি-মিশ্র দাদরা।

জুটলো অলি ফুটলো কত ফুল।
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভে আকুল॥
ঝর ঝর ঝর ঝরছে শিশির, যেন সোণায় গাঁথা মালা মতির,
পাখীর তানে প্রাণে হানে তীর;
আকাশে উষা হাসে জলে কমল ফুল

বিভাস—ঝাঁপতাল।

দুর্জ্জয় সভয় মন, অভয় সুজনে।
কুরঙ্গ ভ্রমিছে রঙ্গে কেশরীর সনে॥
ফুলে ফুলে মনোহরা, সুজলা শ্যামলা ধরা,
নাহি পাপ, নাহি তাপ, ধর্ম্মের শাসনে।

আড়ানা মিশ্র—একতালা।

তুমি শিখেছ কত ছলনা
ভাল ভুলাতে জান ললনা ॥
মজেছি মজিব মজিতে ধাই, কেমনে পোড়া মন ফিরাই,
ভুলেছি ভুলিব, শেষে অযতনে কত কাঁদিব,
ভাবি তাই মন! মনোমত মম হ'লো না

রামকেলী—দাদরা।

মিল' আঁখি চিড়ি মিঠি বোলে।
(মিল' আঁখি, মিল' আঁখি, মিল' আঁখি,)
সুবাহ হুয়া, বহুত মিঠি হাওয়া,
ফুল চুমকে পাতি ঝুমকে ধীরি চলে
পূরব লাল, উঠে সোণেকা থাল,
হয়রংকী গুল, দেখ ভরপুর মজ্ গুল,
মাশুক পাশ পৌঁছা হায় আসক বুলবুল ;
পিয়া মিলা গোরাব হাসকে দোলে

পিলু পাহাড়ী—খেমটা।

চাও চাও, বদন তোলো, কথা কও মুচকি হেসে,
দেখনা প্রাণ ব্যাকুল হ'লো।
দেখি হে দুটী আঁখি, হৃদয়ে এঁকে রাখি,
দিয়েছ প্রাণে ফাঁকি, আর কি বাকী আছে বলো

বেহাগ—দাদরা।

কি কব কি কব, ধর ধর, তনু জর জর,
মজাতে মজিনু টুটিল মান।
এ কি অবিচার জিনে বল হার, মাগি পরিহার কত সব আর।
মন প্রাণ করি চরণে দান, ভাণ ভুলাতে, ভাল জান ছলা ভাং,
রণ হলো অবসান॥

লুম খাম্বাজ—দাদরা।

কে হারে কে জিনে দুজনে সমান
মেতেছে কথায় কথায় নয়নে নয়নে বাণ।
মেতেছে ঘোর সমরে, না জানি কে কারে ধরে,
বুঝ ধরাধরি হয় পরস্পরে ;
ছলে বল হবে খাট, প্রাণে বাঁধা পড়বে প্রাণ

বিভাস—ঝাঁপতাল।

প্রখর রবির কর ব্যাপিল ভুবন।
করিছে কমলদল রবিছবি আলিঙ্গন॥
অনিল বহে অনল, ছায়াহীন স্থলজল,
কুলায় লুকায় পাখী স্পন্দহীন তরুগণ

ঝিঁঝিট-মিশ্র—কাহার্‌বা।

রূপ-নদীতে বেয়ে যাও, বল বদর বদর।
নইলে নাকে চোকে ঢুকবে পানি,
করতে হবে হাঁদোর পাঁদোর

সদর ঘাটে চড়বে গাড়ী,
পাল ভরে যাও তাড়াতাড়ি, উজানে দাও পাড়ি
কোসে ভাবের নাড়ী ভুঁড়ী, এই কবিতায় কব কদর॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

দিবা নিশি মন বিভোরা
ভুলে যদি মনে করি, আঁধার নেহারি ধরা।
ভুলেছি আপন ছলে, মজেছি সজাব বলে,
হারাতে হয়েছি হারা, ধরিতে দিয়েছি ধরা।

টোরী-ভৈরবী—একতালা।

রুচির জ্যোতি জনক কিরণ, গগনে নব রবি সচেতন।
রঞ্জিত রাগে, দশদিশি জাগে, অনুরাগে পাখী ডাকিছে মানবে।
ধীর মধুর পবন পরশে, কহে মৃদু মৃদু মাতো প্রেমরসে,
হের কুতুহলে, পূজে জলে স্থলে, অলসে কেন রয়েছে নীরবে
বনরাজি সাজি কুসুমহারে, প্রেমবারি ঝরে শিশির ধারে,
গৌরব বর বহে সৌরভ, আমোদ-মদ উথলে উৎসবে
সুন্দর প্রাণে সুন্দর মাখি, সুন্দর শোভা হের মেলি আঁখি,
নেহার আদরে, পরম সুন্দরে, সুন্দর শোভা সুবিকাশ ভবে।

আলাইয়া-মিশ্র—দাদরা।

একে ঢলে পড়ে বামা যৌবনভরে।
কে জানে কি যাদু করলে তারে।
অবলা পেয়ে একাকিনী, মন হরিল, কাঁদায়ে কামিনী,

ভাবে প্রকাশিতে নারে অভিমানী ;—
কোমল প্রাণে কত সইতে পারে

ভৈরবী-মিশ্র—দাদরা।

গুণমণি, দাসী তব পায়
রমণী হৃদয়মণি, ঠেল না এ অবলায়
প্রেম অভিলাষী দাসী,   আঁখি হেরি মন উদাসী,
বাসি মনে সযতনে হৃদয়ে ধরি তোমায়

সিন্ধু খাম্বাজ—দাদরা।

মন বাঁধা দে বেঁধেছে মনে।
ধরতে গিয়ে ধরাধরি হলো দুজনে
খেলে সই হারব জেনে,   এ খেলায় হেরে জেনে,
দেখ মেনে লো, বিকিয়ে গে কেনে,
অনুরাগে পায় অনুরাগ, যতন যতনে

কামোদ-মিশ্র—একতালা।

কি জানি কি হলো প্রাণসই
মন তো বাঁধিতে নারি, এ যাতনা কারে কই
নয়ন সাধিল বাদ,   সুখসাধ অবসাদ,
কি কব লো তবু উঠে সাধ ;—
বিষাদে ভাসি লো সখী, আমি তো আমার নই

গীত।

জনা।

নট মল্লার মিশ্র—খেমটা।

প্রাণ কেমন কেমন করে সজনি
কেন এল না গুণমণি ;
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালো কমল-মালা বল এলো কই ;
কোমল প্রাণে কত সই ;
কেন এল না বল না, আনি গে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে ধনি, বিহনে হৃদয়মণি॥

খাম্বির মিশ্র—ত্রিতালি

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো
টেনেছে প্রেমের ডুরি লুকিয়ে কোথায় থাক্‌বে বল॥
ওলো এত কি মানা, হাতে ধরে কাছে বসানা,
নইলে সই বল্‌বে বঁধু সোহাগ জানে না ;—
ওলো এত গরব কিসের তোর,
যার গরবে গরবিণী কর তারে আদর,
থাক থাক মান তুলে রাখ, মানে কিবা এল গেল।

যোগিয়া— তাল লোফা।

হরি, হরি, হরি,
হর, হর, হর,
কায়ে কায়ে মিললো ভালো

মদনদহন,
মদনমোহন,
রজতবরং,
আধ কাল
(আধ) গোপিনী মোহন চাঁচর কেশ,
(আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম লেপন,
চন্দন আধ বনমালা হাড়মাল।
আধ ভালে তিলক ঝলক,
শিশু-শশী আধ ভাল।
মণি-কুণ্ডল দল দল দল,
ফণি কুণ্ডল করাল
আধ পীতবসন ভুবনমোহন,
আধ বাঘছাল,
রক্তোৎপল যুগল চরণ,
হরি হরের রূপে ভুবন আলো

দশমিশ্র——ঠুংরি।

বনফুল ভূষং শ্যাম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
বিভূতিছাদন বিষাণবাদন
ঈশানভীষণ শশ্মাচারী
দুকুলচোরা রাস রসিকবর,
উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটী স্মরহর,
রুণু রুণু রুণু রুণু মঞ্জরী গুঞ্জন।

ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন,
মানোন্মাদিনী রঙ্গিণী
গোপিনীমোহন মানভিখারী
মূড় চন্দ্রচূড় হাড়মাল গলে,
জটা তরঙ্গিত-জাহ্নবীবারি

রামকেলি — যৎ।

মা হয়ে মায়ের মনে ব্যথা দিও না জননি!
সমর-সাগর ঘোরে সঁপি গো নয়নমণি
স্মরি পদকোকনদে ঝাঁপ দিছি এ বিপদে,
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার পতিতপাবনি
তুমি মা প্রসন্না হয়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অভয়ে, ডাকি মা ভয়ে, চাহ প্রসন্ন নয়নি

বাহার — ঠুংরি।

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আজ যাবে রণে,
(জিন্‌বে সমর)
সুন্দর রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা,
ঘৃত মধু ফুলের মালা পতাকা ঐ গগনে;
(জিন্‌বে সমর)
দেখ ঐ অনল জ্বলে শিখ তার ডাইনে হেলে,
পূর্ণ ঘড়া দধির ছড়া ধানের গোছা শ্বেতবরণে,
(জিন্‌বে সমর)

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়।
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে সেথা মলয় মারুত বয়ে যায়।
সেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে;
আকুল হয়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে,
ফুটে ফুল সৌরভের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢলে পড়ে কলির গায়

খাম্বাজ মিশ্র ঠুংরি।

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পরায় নাগরে।
নইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে করে?
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী নাগর,
না হলে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখতে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আসতো ভ্রমর;
নইলে কি বয় মলয় বাতাস,
কোকিল গায় কুহুস্বরে।

বেহাগ মিশ্র—খেমটা।

একে সহ ছোটে মলয়-বায়।
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়॥
দেখিস্ দেখিস্ সামলে থাকিস্
প্রাণ নিয়ে না যায়।

চলে যায় ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন,
হয়েছে কেমন কেমন,
তায় বলি আয় চলে আয়
কেন লো কাঁদবি শেষে,
ফেলবে ফাঁদে মুচকে হেসে,
কি এলো কি ভাবে সই ছলতে অবলায়

শ্যামাসিন্ধু—দাদরা।

ভুলো না কথায় ভুল না।
হেথায় তো থাকা হল না।
থাকলে হেথা ঠেকবে দায়ে, ফিরে চল না
এসেছে ছলবে বলে, শেষে কি ভাসবি জলে,
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন টলে;
ওলো সরল ললনা
দেখিস লো থাকিস সাবধানে,
আঁখিবাণ প্রাণে না হানে,
মনচোরারে ধরা কেন দেবে বলনা।
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না॥

কানাড়া—দাদরা।

ওলো সই দেখ লো কত কাণ।
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথায় প্রাণ।
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়,
কেউ না ভোলে তার কথায়,

কথায় কথায় প্রাণ বাধে পায়, মজিয়ে চলে যায়,
মন মজানের মজনে কথায় থাকে না লো মান,
যেমন আদর তেমনি অপমান।

সামন্ত-সারঙ্গ—খেমটা।

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচ লো তাথেই থেই,
হাড়ে হাড়ে তাল দেনা লো কাজ ত বাকী নেই।
আয় লো বসি মড়ার বুকে,
চিতেই ছাই আয় মাখি গায়,
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয় লো যোগিনী, রণরঙ্গিণী,
নাড়ীর মালে মড়ার ছালে
আয় সজনি সাজাই কায়

আনন্দভৈরব—ত্রিতালি।

ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর গঙ্গাধর
হর শ্মশান বিহারী
ঘোর দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী,
উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী
বিশালগর্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
অট্ট অট্ট হাসি প্রলয় প্রকাশি,
জয় চামুণ্ডে,
সংহারকারী।

মাতে ভৈরব ভৈরব বঙ্গে,
প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
রুধিরদশন,
পিণাকধারী।
বর্ব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল,
করাল কুন্তল আকুল দল দল,
জয় ফণিকুণ্ডলা,
জয় ফণিহারী
গঙ্গাজলে দুই দেহ করিয়া অর্পণ,
কার্য্য সাঙ্গ চল যাই কৈলাশ সদন।

কীর্ত্তন—লোফা

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়,
রাণী পাছে তোলে কোলে
রাণী কুতূহলে, ধর ধর বলে,
হামা টেনে কত গোপাল চলে
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধূলা লাগে গায়,
আবার উঠে আবার পলায়,
মুছায়ে আঁচলে, রাণী কোলে তোলে,
ব্রজের খেলায় প্রাণ গলায়
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে,
মাকে ধ'রে গোপাল দাড়ায়,
কোল পাতে রাণী, ভ্রমে নীলমণি,
চলে চলে কোলে ঝাঁপায়

ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল,
গোপের বালক চরায় ধেনু,
বনের মালায়, রাখাল সাজায়,
মজায় গোপী বাজায় বেণু।
কার বা মাখন, কার হবে মন,
মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে, কিশোর চোরে,
বাঁধবি যদি আয় গো তোরা।

দেশমিশ্র—দাদরা।

ঘরে কি নাইক নবনী
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি
ওরে খিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেক রে আমায়,
সইবে কেন পরে, কত কথা ব'লে যায়;
ওরে পথে জুজু আছে ব'সে যেও না যাদুমণি।
খেতে বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কই রে যাদু খাও,
মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও;
ওরে ঘরে কি তোর মন ওঠে না,
মিষ্ট কি পরের ননী।

দেশঝিল্লা—দাদরা।

সই লো ওই গোপীর মনচোরা।
বামে রাই কাঁচাসোণা প্রেমে বিভোরা

ছোটে বাণ কুটিল নয়নে,
জয় জয় দেখ গো দুজনে,
মনোহরা ঈষৎ হাসি চন্দ্রবদনে ,—
ব্রজের এই রসে খেলা প্রেমিক প্রাণভরা॥

গান্ধার টৌরী – ধামার

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর
কনকবরণী সনে নেহার হে দিগম্বর
ফণিমালা মণিমালা,
ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা,
রাজীবচরণ দোলে ঝরে তাহে রবিকর।
দুগ্ধময়ী বারি মাঝে,
মকর বাহিনী সাজে,
নলিনী ভূষিতা বালা হের বরভয়কর।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

থিয়েটার সঙ্গীত।

তৃতীয় খণ্ড।

গীত

মেবার পতন।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার পৃষ্ঠের সম অটল স্থির
জ্বালিল সেথানে যেহ দার গ্নি সে রূপ বহ্নি পদ্মিনীরে,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য, ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি' কাহার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয় গর্ব্বে বাপ্পাবীর
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর।
সবার সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর,

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির ;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর,
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর ;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্র চরিতে কে সম মেবার-সুন্দরীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর

গীত

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি তোদের কাছে।
হৃদয় ভরা প্রেম ল'যে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালবাসা
নাহিক আর বিবশ হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি,
হৃদয়ে গড়ায় যে প্রেম, হৃদয়ে গড়ায় হাসি
ভাঙ্গা ঘরের শূন্য ভিতে শুন্‌বি না আর দীর্ঘশ্বাসে,
কি দুঃখেতে কাঁদ্‌বে সে জন প্রাণ ভ'রে যে ভালবাসে ?
আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল,
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

গীত।

জাগো জাগো পুরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর
বীরকুল তোমারি।

যদি এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার [illegible] সূর্য্যবংশ।
গেছে তা'রা শুধু বঞ্চিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবন দর্প খর্বিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব্ব,
এসেছে মেবার ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমধ্যে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি;
আরো যারা প'ড়ে আছে সমর-ক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাও গো—দুইটী
বিন্দু অশ্রুবারি।

গীত।

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
[illegible] ভুবন পুণ্য ভরিত, দশদিক কলরব মুখরিত,
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
[illegible]নি সব বিকসিত পুষ্পিত বন, পলকে,
, বিমল কিরণ ঝলকে;

কহ—স্নিগ্ধ অমিয় ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার—
শুষ্ক শীর্ণ সবিৎ পূর্ণ নবযৌবন হরষে
কেশে তব নৈশ নীল অরুণভাতি বদনে,
অঙ্গে ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে;
কুসুমহার জড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নব বসন্ত সরসে

গীত।

প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়।
আদানে প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয়না ক্ষয়
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিলে সাগর জলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে, মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমের গান গগন ভরা, প্রেমের কিরণ ভুবনময়

গীত।

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস চল্ গো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রইতে পারি।
কুঞ্জে পাখী গেয়ে ওঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ও সে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে,

শত ভাঙ্গা মূর্চ্ছানাতে লুটিযে পড়ে মমের খেদে ;
আয় লো ফেলে গিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে ;
(ও সে) কেমন চতুর দেখ্‌বো আজি—কেমন চতুর বংশীধারী।

গীত।

কত ভালবাসি তায়—বলা হোলোনা
বড় খেদ মনে র'যে গেল— বলা হোলোনা
হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর ;
মনের কথা মনে র'যে গেল—বলা হোলোনা।
যদি ফুটিল না মুখ—কেন ভাঙ্গিলন বুক—
খুলে দেখালিনে প্রাণ—বলা হোলোনা

গীত

রংরাজ।

আজু মোরা মাতুয়ারা—ধীমা অধীরা—
ধরা ধরিতে সবারে কম্পমান
গীতে গগন ফাটে, মৃত্তিকা ফুটে নাটে,
দিক বিদিক নাহি জ্ঞান
অঞ্চল চঞ্চল পবনা উড়ায়,
বিমুক্ত কেশরাশি ইতি উতি ধায়,
ঘুংঘুর বাজে ঘন, কঙ্কণ কণ কণ,
থরথর গাগরি ঘূর্ণায়মান।
মদনোৎসবে সবে সঁপেছি পরাণ।

গীত।

মোরা—কোকিল-কুজিত-কানন কুঞ্জে
মদনোৎসব মোহিতা।
এস—কে আছ কোথায়, কোমলা কলিকা—
প্রেম পিযূষ পূরিতা
হেথা—ফোটো ফোটে হোলে ছুটে আসে বায়,
লুটে নিয়ে বাস্ চৌদিকে বিলায়;
বাসে মাতুয়ারা, আসে মধুচোরা,
সলাজে শিহরে ললিতা।

গীত।

ঝাঁজ মেরে তুই উঠছু ক্যানে বল ?
আমি জানছি নাকি এ ঝাঁজটা তোর—
স্বোয়ামী লেবার কল—
আমার স্বোয়ামী লেবার কল
তোর স্বোয়ামী আবার কে ?
এ যে আমার স্বোয়ামী—আমারি কাছে কে-রে।
আমায় বিয়ে ক'রেছে উয়ো—
ও তোর সকল কথ ভুয়ো
তুই থাম্ থাম্, মুই স'মজে চি চি,
কেবলই কথার ছল,
ও তোর কেবলই কথার ছল।
আমার ছল হ'ক, আর যাই হ'ক,
ফ'লবে নাকে ফল কিছুই ফলবে নাকো ফল।

গীত।

আমরা—আয় তুজনে হাসি
হাসি—কেন হাসি আর কিসে হাসি—
আয় বুঝে দেখি আর হাসি
কারোর—সুখ দেখে কই, কজন হাসে ভাই,
তুঃখু দেখে অনেকে হাসে, তা হতো দেখতে পাই ;
আমাদের—তাই মুখে এই হাহ হা হা হা, ফুটছে হাসির রাশি।
যখন ভাল লোককে ঠকেতে ঠকিয়ে যায়,
কজন কোথায় তার জন্যে, কর মরে হায় হায়,
সবাই মুচকে হাসে, মুখ ফিরিয়ে মনের সুখে ভাসি।
পিছলে কারুর ঠ্যাং ভাঙ্গে—কারো—
মুখে ধরেনা হাসি।

গীত।

সমানে সমানে না হ'লে মিলন—থাকেনাকো চিরকাল।
বড়তে মিলিতে ছোট যদি যায়,
তুদিনেতে হয় হাড়ির হাল
ও কথা শুনিনা ওকথা বুঝিনা—
কোথায় তো হীরে বসে রে
যে সোণা সে সোণা—আর সে কিছু না—
যখনি সে হারে খসে রে
যতনে রাখিলে খসিবে সে কেন—
পাকা যদি হয় ঝাল
কত পাকাঝাল কাঁচা হ'য়ে যায়—শেষে হয় পয়মাল।

গীত।

হ'লো মদনোৎসব ভঙ্গ
আমোদে প্রমোদে ফুরাল, মিটিল—রমণীরগণ রঙ্গ।
কত—উচ্চে উঠিল মধুর তান,
চৌদিকে গীত, হইল গান,
কত—মন্ত্রী মাতিল, যন্ত্র বাজিল,
সুরে-লয়ে-তালে মোহিল প্রাণ
নর্ত্তনে—প্রবর্ত্তনে—প্রাণে—খেলিল খেলা অনঙ্গ

গীত।

আর তারপর কি শাশুড়ী —আর তারপর কি ;
আর—তার পর মুড়ে ঝাঁটা টাঙ্গিয়ে রেখেছি।
কেন—কার পিঠেতে ঝাড়বি,
—ও যে পিঠ পেতে সে আস্‌বে কাছে—
তার পিঠেতে ঝাড়বো—
ঝেড়ে ভুঁয়েতে তারে পাড়বো
সে কাজ পারবিনি তুই—পারবিনি—
তোর মেজাজ তেমন নয়
ও তোর মনটা পিরিতিময় ;—
ভাল—পার্ব্বো কি না পার্ব্বো তখন
মারখেলে ঠিক বুঝবি।
তোর—মারও খাব, আরও এগিয়ে যাব,
তখন কি তুই কর্ব্বি ?

গীত।

মন্দ কি মন্দ কি—আহা মরি বেশ—মন্দ কি ?
ভালয় ভালয় ভালবাসা যে, এর বাড়া আনন্দ কি
যে চায় যায় ঠিক পেলে সে তায়,
মজিয়ে ম'জে থাকবে সে মজায় ;
চক্ষু জুড়োয়—দেখলে এদের, মিলবে ভাল সন্ধ কি

গীত।

সাজাহান

এ জীবনে পুরিলনা সাধ ভালবাসি।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়,
আকুল অসীম প্রেম রাশি
তোমার হৃদয় খানি, আমার হৃদয়ে আনি,
রাখিনা কেন যতই কাছে ;—
যুগল হৃদয় মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা
যত ভালোবাসি ভাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটা'ন'ক আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক সব অবরোধ ;—
তখন মিটাব আশ, দিব ঢালি ভালবাসা,
জন্ম ঋণ করি, পরিশোধ

গীত।

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয় গৌরব জিনি;
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা অহঙ্কারে —
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে;—
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠ বীর জায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর
সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে
সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়;
ভ্রুকুটির সহ গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন সে ভীম সমর মাঝে;
সেথা রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে, মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি
সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,
হেথা হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর;
হয় ত মরিয়া হইতে অমর;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

গীত।

আজি এসেছি আজি এসেছি, এসেছি বঁধুহে,
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।

আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি
তোমার কাছে, তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমারি চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি তোমার অধরে ধরি,—
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমার হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি, জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ?
আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি তোমার চরণতলে লুঠায়ে পড়িতে চাই,—
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে,
আসিয়াছি তোমার নিধান।
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া থাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ

গীত।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে পড়িনু অগাধ জলে
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেড়ল মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল

গীত।

আমি, সারা সকালটি ব'সে ব'সে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়া তোমার গলায়, মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর।
শুধু বকুলের তলে, বসিয়ে বিরলে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা'পরে, সুললিত স্বরে পাপিয়া।
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া।
তখন, প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি, কুসুমকুঞ্জভবনে।
আমি,—তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু, মালাটি আমার গাঁথা নহে, শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে।
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি; কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে।
আছে, সবার উপরে মাখা তার বঁধু তব মধুময় হাসি গো।
ধর, গলে ফুল হার, মালাটি তোমার, তোমারি কারণে গেঁথেছি।

গীত।

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছো হৃদি এ,
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে ;
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(একি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ

এ যে, চলে যেতে বাঁধে চরণে,
এবে, বিরহে বাজে স্মরণে,
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে

গীত।

বেল বয়ে যায়—
ছোট মোদের পান্‌সিতরী, সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যুথী দিয়ে গাঁথা সে,
রেসমী পাইল উড়্‌ছে মধুর, মধুর বাতাসে ;
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর,
মুখে সব হাসির রেখা, চ'খে ঘুমের ঘোর ;
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁজের তপনে ;—
পূর্ব্বে ঐ ঘুমছে চন্দ্র প্রেমের স্বপনে ;
কচ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বচ্ছে মৃদু মধুর বায়

গীত।

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে

গীত।

বাজীরাও।

কাতরা কিঙ্করী; শ্রীচরণ তরী,
দেহ কৃপা করি ওহে দয়াময়.
সঙ্কট-সাগরে; ডাকি বারে বারে,
তুমি বিনা কেবা ঘুচাইবে ভয়,
নিরাশ-আঁধার চারি ধারে হেরি;
কি করি—কি করি ভয়ে ভেবে মরি,
কে জানে কি হবে, কি ফল ফলিবে,
অবলা-হৃদয়ে কত জ্বালা সয়

গীত।

রঙ্গে ভঙ্গে দোলত অঙ্গ
আওলো সঙ্গিনী পিয়ার সঙ্গ;
বাজে বেণু নূপুর রুণু ঝুণু—
হানে ভীষণ বাণ অনঙ্গ
বহত ধীরে মলয় সমীর,
বোলত পাপিয়া হিয়া অধীর,
আঁচোরা সামারি চলনে না পারি,
যৌবন ভারে কুল মান ভঙ্গ

গীত।

যৌবন লুট লেকে পিয়া কাঁহা ভাগল।
যো—চিনে লে গেয়ি জান মেরা—
পাউর সো নেহি আওল

আঁখিয়া পানি ভব,
হিয়া দেহে জর জর,
দিয়া সরম ভরম জ বি—
পিয়াসা না মিটিল।
সারা নিশি পিয়া বিনু
রোয়ে রোয়ে গুজবিনু
গাঁথিনু কুসুমহার—বিফল ভেল

গীত

আজি প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে সই।
লাজ বাঁধ ভাঙলো ওলো কুল হ'ল থই থই
প্রেমিক-প্রেমিক প্রেম তরঙ্গে,
পুলকে ভাসিছে দেখলো রঙ্গে;
বিমল আকাশে, শশধর হাসে, অমৃত বরষে অই।
মধুর রজনী, আয় লো সজনী, প্রমোদ নীরে মগন হই।

গীত

চাতকী লো তব কেমন ধারা
আছে নদ নদী বিশাল বারিধি,
তবু কেন তুমি পিয়াসে সারা?
বিনা বরিষণ বিন্দু বারি,
বিষাদে বিমনে বেড়াও ফুকারি,
কি স্বাদ লভেছ—কি প্রেমে মজেছ,
কেন বল হেরি আপন হারা?

আছ মুখ ভুলে, কি ভাবে সে ভুলে,
কাহার লাগিয়া পাগল প্রাণ?

গীত

আমি নিশি দিন ধরে তব মুখ চেয়ে
কাল লহরী গণেছি
অবসাদ প্রাণে উদাস অন্তরে
সারা নিশি ব'সে জেগেছি
নয়ন-নীরে গাঁথিয়ে মালা,
প্রেম ফুল কলে ভরিয়ে ডালা,
তব আশা আশে ব'সে ছুটি বেলা—
নিরাশ নীহারে (শুধু) ডুবেছি।
দা'রুণ বিষাদ সাগরে পড়ি,
তব রূপ ছবি হৃদে ধরি—
জানি মনে নাথ তুমি আমারি,—
তাই তোমারে ডেকেছি

গীত।

সোরাব রুস্তাম।

বনে কত ফুল ফুটেছে কুঞ্জে তরুর শাখে শাখে—
কুহু কুহু কুহুস্বরে পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে
আয়লো সখি কর্ব্বি খেলা, আজ এ শান্ত সন্ধ্যাবেলা,
গীতি গন্ধ বর্ণে রচি রাশি রাশি হাসির মেলা;
সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দেনা উড়ে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

আকাশ থেকে পড়বে তারা, হয়ে আবার বৃষ্টি ধারা,
মানুষের এই হৃদয় মাঝে হয়ে যাবে আপন হারা;
অঙ্কুরিত করবে প্রাণে রাশি রাশি বাসনাকে
গর্ব্ব তারা করে বড়, গর্ব্ব দেখি কোথায় থাকে

গীত।

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি
করি যদি সত্য কথা জারি,—
উঠ্‌লাম দিয়ে লম্ফ—ভাবলাম হল ভুমিকম্প,—
(যখন) পড়ে গেলাম ঝপ্ ঝম্প ত্রিভঙ্গমুরারি।—
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি
এবার বেচে গেছি প্রাণে, বাড়ী ফিরি মানে মানে,
আসন্নবৈধব্য তাঁদের ঘুচাই যদি পারি—
তবে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারি।

গীত

সখি বদন তোল;—চাহো ফিরে;
মুছে ফেল তব নয়ন নীরে।
তোমার বিদেশী বঁধু, হৃদয় ভরা মধু—
এসেছে ঘরে—
সোণার ঢেউ এসে লেগেছে তীরে
তবে বাঁধে তারে তোমার প্রেম হারে,
ফুল ডোরে—
হৃদয় দিয়ে তারে রাখো ঘিরে॥

গীত।

সারিয়া। ও তার, কটীদেশে পরা নহে পীত ধড়া
নাহি শিখি চূড়া শিরে
হামিদা। ও সে, বাজায় না বাঁশী, মুখে মৃদু হাসি।
নিকুঞ্জে যমুনা তীরে গো
সারিয়া। ও তার রাজিব চরণে বাজেনা নূপুর,
রিনিনি ঝিনিনি কি দিন দুপুর ;
হামিদা নহে, সুবঙ্কিমঠাম, নবঘন শ্যাম —
কথা নাহি কয় ধীরে গো।
সারিয়া। ও সে জানেনাকো ছলা কলা গো ;
হামিদা হাতটি ধরিতে ভুল করে যেন ধরেনা কাহার গলাগো।
সারিয়া ও সে বেণীটি ধরিয়ে, হাসিতে হাসিতে
খায়নাক কান মলা গো
হামিদা। ক্যামো, কাণে কাণে কথা কয়না
যে কথা সদরে যায় না বলা গো
সারিয়া সে নয় কালো শশী (যা কেহই কোথাও দেখিনে গো)
হামিদা। সে নয় কেলেসোণা (যা কোথাও কেতাবে লেখেনি গো)
উভয়ে। সে নয় মদন গোপাল,—ননীর অঙ্গ ;
কুঞ্চিত কেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ ;
—রমণীর মত জানেনা রঙ্গ ;
অপাঙ্গে চায় না ফিরে

গীত।

হামিদা। তাঁর, বিশাল দেহ, দেখেনি কেহ হেন বাহু দুইখানি
সারিয়া তাঁর ললাট উচ্চ বক্ষ বিরাট, মেঘ গম্ভীর বাণী গো।

হামিদা। ও তাঁর; প্রকাণ্ড গোঁফ—
সারিয়া বৃষস্কন্ধ—
হামিদা শিরোপরে নাহি কেশের গন্ধ
সারিয়া সখীরে তোমার কপাল মন্দ—
হামিদা। জানি সখী তাহা জানি গো;
সারিয়া নাহি যদি পাও তাঁহারে—
হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানি গো

গীত।

সারিয়া নাহি বিধাতা কেন্দা আমারে
জগতে পাঠালে রমণী ক'রেয়ে।
হামিদা শুধু সহিব না প্রসব বেদনা,
দশ মাস তারে জঠরে ধ'রেরে
সারিয়া। পরিতাম মালা খাইতাম মধু,
হামিদা ডাকিতাম শুধু প্রাণ নাথ বঁধু,
সারিয়া। বাঁধিতাম বেণী—
হামিদা দেখিতাম শুধু
প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরেরে

গীত।

কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি, কি সাজা মিলিবে উহারি সাথ রে।
কঠিন হিয়া হেম রজতে সাজায়ে পুরে না মনের সাধ রে।
তবে আয় দি, প্রভাত কনক কিরণে অতুল, উজল মুকুট গড়ায়ে
স্নিগ্ধ বিজলি ঘন হতে পাড়ি, গাঁথি হার গলেদি পরায়ে।

(২)

জলধিনীলে অঞ্জন করি, দিও আঁখি অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে জবাইীরা ভাবি চারু কর্ণে ছন্দি ছলায়ে,
পূর্ণ চন্দ্ররেখাবচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন গঠিত নূপুর চুম্বি, যুগল চরণে বাজিবে।

(৩)

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি, নবঘন মেঘে সিনায়ে;
দিবরে বসন-সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক করিব গীত ভকতি রাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ কিশোর প্রেম স্বপন হাসি।

গীত।

হৃদয়ে হৃদয় মিশে গেছে আজ,
প্রাণে মিশে গেছে প্রাণ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী বহিছে উজান।
(ওগো সই)
জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ,
মধুর ভাবেতে ভাবিছে ছন্দ,
কাঁপে সুবলয় মহা আনন্দ।
—উঠিছে গভীর গান;
সুকণ্ঠ সাধা, সুরে সুর বাঁধা,
—উঠিছে গভীর গান
শৌর্য্যে মিশেছে রূপের রাশি,
রৌদ্রে মিশেছে জপের হাসি,

মহান আবেগে বিষাদ বিরাগে
হয়ে গেছে অবসান
প্রণয়ের নব প্রভাতে রজনী
হয়ে গেছে অবসান

গীত।

আঁধারে জোয়ার আসে ঐ—ধীরে ধীরে তায়,
সোণার জগত খানি কুলে কুলে ছেয়ে যায়
সে জোয়ারে আসে ভাসি, অনন্ত আলোক রাশি,
অনন্ত অভয়ভরা দিব্য হাসি নিলীমায়,
ঘরে ঘরে শান্তি স্বস্তি প্রীতি সুধা বসুধায়।
সন্ধ্যার সৈকত পরে, এমনি এমনি করে,
তার পথ চাহি চাহি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হায়,
আমি শুধু ফিরে যাই নিতি তব নিরাশায়।

গীত।

নিশা। এস এস সখী সন্ধ্যার তারা,
মুখে লয়ে মৃদু মধুর হাসি
শুক্র। আলোর সাগরে এই যে গো আমি,
আঁধার জোয়ারে এসেছি ভাসি
নিশা। সোণার আকাশ দেখনা চেয়ে—
ধূসর বরণে আসিছে ছেয়ে।
—সখীরা কোথায়?
তারা। এই যে এসেছি, যেমতি নিত্য নিশীথে আসি॥

গীত।

গম্ভীর নিশীথে অসীম সাগরে
আমরা যে গান গাই,
আলোক বিন্দু হইয়ে ধরায়
ঝরিয়া পড়ে গো তাই।
আমাদের আছে ঘেরি চারি ধার,
কেবল আঁধার কেবল আঁধার—
রাশি রাশি রাশি কেবল আঁধার—
নাই, আর কিছুই নাই;
তাহার মধ্য হইতে অনাদি
সে গান শুনিতে পাই॥

গীত।

প্রথম যখন বিয়ে হলো, ভাবলাম বাহা বাহারে
কি রকম যে হয়ে গেলাম, ব'লবো তাহা কাহারে
এমনি হ'ল আমার স্বভাব, যেন আমি হ'লাম নবাব,
নাইকো আমার কোনই অভাব, পোলাও কোপ্তা কোপ্তা কাবাব
রোচেনাকে আহারে।
ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ;
দূরে থেকে দেখবো শুধু শুঁকবো শুধু গন্ধটুক;
রাখবো জমা প্রেমের খাতায় খরচ মোটে ক'রবো না তায়,
রাখবো তারে মাথায় মাথায়, মুদবো না কো আঁখির পাতায়,
হারাই পাছে তাহারে;
শঙ্কা হোতো পাছে প্রিয়া কখন করে অভিমান;
পরীর মতন পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান।

নকল নবিশ প্রেমের পেশায়, হয়ে বোতুম বিভোর নেশায়
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়—
মরি মরি আহা রে।
দেখলাম পরে চাঁদের করে নেহাত প্রিয়া তৈরী নন;
বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন;
যদি একটু হেলায় ফেলায়, আসতে দেরী রাত্রির বেলায়;
—অমনি তর্ক শুরু চেলায়, পালাই তাঁর বকনি ঠেলায়,
পগারে কি পাহাড়ে।
দেখলাম পরে তিনার সঙ্গে, হলে আরও পরিচয়,
পরীর মতন মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথায় রতন, নেপ্টে রৈলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা নিষ্ফল যতন, স্বর্গ হ'তে হল পতন,
বচেছিলাম যাহারে॥

গীত।

হুজীর। নিয়ে বার হাজার তুরক সোয়ার
সোরাব এলো সবাইযক।
আফ্রিদ তার উদ্দেশ্যটা?—
হুজীর। ঠেকছে যেন ক'র্ত্তে চায় এ দুর্গ ক্রশ।
আফ্রিদ। তোমরা কেন অলস এরে যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখছি ভেবে,
আফ্রিদ। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে।
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয়?
আফ্রিদ। পর বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
দাও [illegible] অসি ধনুর্ব্বাণ;

হুজীর — যাঁর ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান
আফ্‌রিদ। সেনাপতি.
হুজীর — যিনি চান—
আসুন, এ পদ কচ্ছি দান;
আফ্‌রিদ। দেশের জন্য দিচ্ছে প্রাণ—
হুজীর। প্রাণটা এমন তুচ্ছ নয়

গীত।

আমরা নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসি
যখন অসীম আকাশ ব্যোমে,
চপল আভা ওঠে সে কেঁপে,
গুরু গুরু গুরু গরজি গগনে
মেঘে ঘন ঘোর বারিদ রাশি
ঝর্ ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ তর্
তাথিয় তাথিয়া থিয়া,—
পড়ি ধরণীর তৃষিত অধরে
শূন্য আকাশ দিয়া।
আমরা তুচ্ছ করিয়া মেঘের ভ্রুকুটি,
ঝঞ্ঝা পৃষ্ঠে চড়ে যাই ছুটি;
যখন গগন গরজে সঘন,
করতালি দিয়া আমরা হাসি

গীত।

বাজ্ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে, উড়্ রে পতাকা মৃত্যু আঁকা।
নাচুক তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া 'বিজয়' নরের রক্ত মাখ

যাক্ ঘুরে যাক্ বিধির নিয়ম, আজ আছে নারী কাল আছে যম;
বাজিস্ যে ভেরী ঝম্ ঝম্ ঝম্ শুধু সে রোদন ঢাকিয়া রাখ।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্ সনন্ সনন্ ঘুরুক চাকা।
না উঠিলে মনে কারো হাহাকার, সুখটী পূর্ণ হয় নাকো আর;—
বলিহারি বিধি বিধাত তোমার—এখন সে কথা থাকুক ঢাকা।
জীবন মরিবে মরণ বাচিবে, নৃত্য কাঁদিবে, রোদন নাচিবে,
আকাশের তারা খসিবে, উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক চাকা॥

গীত।

কেন তারি তরে আঁখি ঝরে মোর,
মন ফিরে ফিরে যায় তারি পাশে
আমার হবার সেত কভু নয়,
তবু মন তারে কেন ভালবাসে
সে যে সাগরের মাণ, আকাশের চাঁদ,
তবু তারে কেন পাবার এ সাধ,
আমাদের মাঝে পর্ব্বতের বাধ,
মহা অবসাদে মন ছেয়ে আসে

গীত।

চল চল যাই আমরা সবাই ইরাণের বীর নারীগণ।
নামিব রঙ্গে রণ-তরঙ্গে, এইখানে শেষ নহে রণ
একটী যুদ্ধে নয় এর শেষ, এক পরাজয়ে যায় নাক দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি, করিব নবীন আয়োজন;

রাজার এই বরতনু, এ কোমল করে শর শরধনু,
ব মত যাব ঝলসিয়া জ্বলিয়া, বাঁধিয় ভুনয়ন ;
করিব দুর্গ পুনঃ অবরোধ, লব প্রতিশোধ লব প্রতিশোধ,
শুনহে তুরাণ শুনহে ইরাণ রমণীর এই দৃঢ় পণ ;
উড়াও নিশান,বাজাও বিষাণ, গাও তবে তাজ গাও এই গান
যতদিন মান ততদিন প্রাণ নহিলে কি ছার এ জীবন।

গীত।

সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন ছেয়ে দেব গানে গানে
আকাশ থেকে শুনবে তারা, মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হ'য়ে যাবে আপন হারা বিশ্বে আছে যে যেথানে।
কানন পাহাড় উঠবে নেচে, আপনি মরণ উঠবে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে, সুখের গীতি সুধাপানে।

গীত।

আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি,
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই,
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহি নাক, আর কোন সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব প্রাণ,
ভালবেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই ;
আমি তবু তব লাগি, নিশি নিশি রব জাগি,
এমনিই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।

গীত

ও গো, আমরা ভুবন ভুলাতে আসি
ও গো, আমরা কখন গৃহের লক্ষ্মী, কখন আমরা সর্ব্বনাশী
আমরা, আধেক কঠিন, আধেক তরল, আধেক অমিয়া, আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু, আধেক হাসি
আমরা, ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট, ময়াখের মত স্নিগ্ধ শান্ত ;
আমরা, বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ, কুসুমের মত কোমল কান্ত
আমরা, আনি ঘরে যত আপদ বালাই,
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই ;
দাসীর মতন সেবা করি, এসে দেবীর মতন ভালবাসি

গীত।

ঢাল্ সুরা ঢাল্ ভর পিয়ালা,
জুড়াই আজ এ প্রাণের জ্বালা
শোক অপমান নাই কিছু নাই—সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই ;
সুখের পাথার, দে বোরে সাঁতার, বিষাদ বিরাগ ছুটিয়া পালা—
আয় রে প্রাণের সুহৃদ আমার, যশ মান সুখ মিছা সে কি ছার।—
ঢাল্ সুধা ঢাল্ ঢাল্রে আবার, দে ঐ পাত্র অমিয় ঢালা
কিসের জীবন।—সেত এ সুরার বিম্বের মত উঠে পড়ে আর,
কিসের বিজয় কঙ্কাল সার গলে কঙ্কাল মুণ্ডমালা—
বাজাস্ ডঙ্কা যতই না—ঠিক্ চলেছিস্ সেই মৃত্যুর দিক ;
যতই বাঁচিস্, ততই মরিস্, যতই ভাবিস্, ততই জ্বালা

গীত

একটু আলো ও আঁধার, একটু সুখ ও একটু ব্যথা —
না কহিতে হয়ে ফুরাইয়ে যায় —একটু প্রাণের একটু কথা
একটু আলাপ কলহ বিলাপ, একটু বিশ্বাস আশ , ভয় গো—
সঙ্গে এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয় গো
একটু হৃদির একটু স্পন্দন, স্তব্ধ হয়ে যায় পরে সব ;
একটু হাসি একটু ক্রন্দন—থেমে যায় এই কলরব
ধনের গৌরব, যশের গৌরব, রূপেরই গরিমা, সবই হায় গো—
এক সঙ্গে শেষে চখের নিমিষে ধূ ধূ ধূ ধূ করে পুড়ে যায় গো।

গীত।

আহেরিয়া।

আহেরিয়া আহেরিয়া, উৎসবে নাচে হিয়া,
বনে বনে বীর যায়
পথের ধুলা তুলে, আকাশে দিল ঢেলে,
বাজী বাজী পায় পায়।
আন হেম ঝারি, আন পূত বারি,
ফুল দুর্ব্বার রাশি
শক্তি মিলেছে, ভক্তির সাথে,
মুক্তির পাশাপাশি
দেব লোক হ'তে আশীষ করিবে,
ধরার হিয়ায় জাগিয়া ভরিবে,
মিশে যাবে অমরায়
বীরাঙ্গনা মোরা বীর শুধু তারা—
আমাদের সাধনায়—আমাদের সাধনায়।

গীত।

শীকার—শীকার—ফিরে এস আসোয়ার।
হস্তে ধ'রেছি কুঙ্কুম থালা সজ্জিত ফুলহার।
বিঁধে বল্লমে বরাহ বক্ষ, অমোঘ শায়কে কুরঙ্গ লক্ষ্য,
ফিরে এস ধীরে সমর দক্ষ, চলেছে সুবর্ণ নদীর পার
দীর্ণ ক'রেছ কেশরী মুণ্ড, ভূতলে প'ড়েছে করীর শুণ্ড,
শশক হ'য়েছে স্তূপাকার—
এস বীর ফিরে, আপনার ঘরে,
বদ্ধ করিয় তরোয়ার

গীত।

যে জন ভাব জানে না—তার কিসের লেনা দেনা।
অভাব হ'লে ভাবের ঘরে হ'য়ে পড়ে রাত কানা
ভাব না জেনে ভাবুক বলে,
মিশাতে চায় ঝোলে অম্বলে,
কাক মজেছে নিম্ব ফলে, সুজন কোকিল তায় ভোলে না
ভেক জানেনা পদ্মের মধু যেমন জলে ভাসে টোপর পানা।
চাঁদের মর্ম্ম চকোর জানে, বোঁচা পেঁচা তা জানে না।

গীত।

কে নারী এলো ওই এলো এলোকেশে।
নবীন নীরদা নারী উন্মত্তা ঘোরা দিগম্বরী,ঘোর উন্মাদিনী বেশে॥
এলো শূন্য হ'তে হাসিতে হাসিতে,
দিগ্বাসা হ'য়ে চলিতে চলিতে,
ক্রোধেতে আরক্ত নেত্র, হাতে পূর্ণ পানপাত্র,

অচলিত প্রেম আশা বিগলিত বাসে।
না জানি তোর সর্ব্বনাশী কতই দয়া অট্টহাসে

গীত।

রেতের ঘুম ফেলনু মুছে চোখে দিয়ে পানী
আঙ্গিনাতে চেয়ে দেখি মোদের ঘরে রাণি।
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো, মরা গাঙ্গে বান
চামড়া ভরা কুঁড়ে ঘরে কোথায় দেব স্থান।
গতর ভরা কাজ দেব, ইতর জেতের ভাষা।
মুখে দুটি মিষ্টি কথা, হৃদের ভালবাসা॥
সিঙ্গ চামের আসন আছে, আয়রে ছুটে আনি
মোদের ঘরের কাঙ্গালিনী, সকল দেশের রাণি

গীত।

আমি আঁধারে আপনা করিনু অন্ধ
সে আঁধার হ'ল আলো,
দিনের আলোক উঠিল ফুটিয়া
আজি এ রজনী বেলা।
দুখ ছিল যত সুখে গেল মিশে
সুধার উৎস ঝরে দশদিশি,
হৃদয়ে ডুবিল হৃদয় বেদনা
ঘুচিল শতেক জ্বালা—
পথের মাঝারে অজানা রতনে
পরিনু গলায় মালা

পবনে সুষমা আসিছে ভাসিয়া,
অমৃত আলোক উঠিছে জ্বলিয়া,
সঙ্গীত ঝরে বসন বহিয়া
এ যে গো নূতন মেলা।

গীত।

সরস অরুণ বরণে—
এস ঊষারাণী, এস ঊষারাণী,
মৃদু মন্থর চরণে
সম্মুখে ছুটে চলে আঁধিয়ার
পিছনে আসিছে আলো,
উজ্জ্বল রাগে সিন্দুর বিন্দু,
কতই সাজিবে ভালো।
কলরবে পাখী, করে আবাহন,
সভয় হরষে কাননে।

গীত।

আনন্দ বিদায়।

দুঃখের কথা বল্‌বো কত, ছেলেটা বিগড়েছে কাকা!
আছে নাকি সুরে কথা, তার লম্বা লম্বা চুল রাখা।
মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস, ফেলে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস,
আছে আবার উদাস ভাবে আকাশপানে চেয়ে থাকা।

গীত।

তাহার যে সেই সঙ্গী সকং, অবিকল ঠিক তাহার নকল;
কেশে, বেশে, দীর্ঘ শ্বাসে কবিত্বের সেই ভাব মাখা
বল্‌বো কি আর, দেখছি আমি—ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

গীত।

সহচরী সভ্য নারী ঘিরে তারে সারি সারি—
সখের থিয়েটার ভাবি ছেলেটা উড়চ্ছে টাকা
কি বল্‌বো আর তোমায় আমি, ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

গীত

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য-পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো,
কিন্তু তার, চেহারা ভালো,
ওগো বল আমি—
তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি।
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে,
'হুঁ হুঁ' করে, ভৈরবী ভঁজ্‌ছিল সে;
তাই শুনে বাপ—দুই তিন ধাপ্‌
ডিঙ্গিয়ে এলাম মেরে এক লাফ—
উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়;
সখি বল আমি

উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়,
সখি বল আমি হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ

গীত।

দেখে যা দেখে য লো তোরা
সাধের কাননে মোর।
সেথা জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে।
জ্বালায়ে ঘুঁটে, মজুর মুটে—
করিছে রজনী ভোর।

গীত।

সে আসে ধেয়ে এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
সে আসে ধেয়ে

গীত ,

কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট বুট শোভিত পদ শব্দিত ম্যাটিনেত্র।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবা কুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড য়িং রুম্‌টি ছেয়ে

গীত।

জ্ঞানদা। সে যে শক্ত ভাবি খুড়ো।
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো
জ্ঞানদা। ও ডাক্তার কি বল তুমি?
আনন্দ ওহে দণ্ডধারী খুড়ো
জ্ঞানদা যদি চুরি করে ননী,
আনন্দ আমার বাছা সোণামণি;
উভয়ে তাবে কি তাই ব'লে আমি কোড়া মার্ত্তে পারি খুড়ো,
জ্ঞানদা কি বল ডাক্তার বাবু—
আনন্দ ওহে দণ্ডধারী খুড়ো

গীত।

জাগ জাগরে নেপাল, জাগ জাগরে বনাই।
প্রাণের সাথী আয় গোঠে যাই—
ঐ যে—প্রায় সাতটা বেলা হোলো ভাই।
কোথায় মা আনন্দ রাণী।
ধুয়ে দে ওর মুখ খানি,
ও তোর সোণার চাঁদের চাঁদ মুখে
(একটু) চা তৈয়ারী করে দে না গো
সঙ্গে সঙ্গে আমরা, খেয়ে য'ই গো।
সে না খাক আমরা খাই

গীত।

হেলে দুলে গোঠে চল গোঠ বিহারী;
অঞ্চল থল থল অঙ্গে বিথারি,

বঙ্কিমঠাম, শিরে কালো ছাতি শোভয়ে,
সুন্দর কালাপেড়ে কটি হাঁটু বেড়য়ে,
হট মট খটমট খট খট খটমট
বুটের বি মৃত্ত মৃদু বক্ষ দেওয়ত—
ধীরে পাশে চায় ধায় ভক্ত হৃধারি

গীত

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি শিস্তুরি মাফিক বাসিও
আমি নিশিদিন রেঁধে বসিয়ে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও,
আমি সারানিশি তব লাগিয়া, রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের ক'রে হাসিও।

গীত।

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর ছাঁদ।
তুমি রৈবে চুপটী করে আর অন্যে কর্ব্বে সিংহনাদ,
অন্যে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে;
শমন এসে ব'লবে হেসে এখন কোথায় যাবে চাঁদ
ঘুঘু দেখেছ শুধু এখন তবে দেখ ফাঁদ

গীত।

তোমারই তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালো বরণ, তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।

যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারই সমতুল,
আবার, যেমনি বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে, যেন গরু টানে গরুর গাড়ি

গীত।

ব'লে গেল বড় পেয়েছে ক্ষিধে,
এই বলে চলে গেল সে সিধে—
কিন্তু সে জানে না আমার হৃদে
কি বিষম ছুরি মারিয়া গেল

গীত

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশমান চাই না—
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—ভালো এক কপ্ চা,
তার সঙ্গে যদি ছানা বড়া থাকে, আপত্তির নয় তা;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে প্রাতে এক কপ্ চা
অসার সংসার, কেবা বল কার, দারা সুত বাপ মা;
অসার জগতে একমাত্র সার প্রাতে এক কপ চা

গীত।

কেন যামিনী না যেতে জাগালে মা,
বেলা হল মরি লাজে—
আলু থালু এই কবরী আবরি এই আলু থালু সাজে
জেগেছে সবাই দোকানী পসারী,
রাস্তায় লোক—আমি কুলনারী,
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়া চলিব পথের মাঝে

গীত।

আয় রে আয় কবিবরের সঙ্গে যাবি কে কে আয়
আমাদের ঐ নেপাল চন্দ্র একলা ফেলে চলে যায়
বেঁধে নে তোর থালা বাটী, "সঙ্গে নে তোর ছেঁড়া পাটি"
বগলে নে ভাতের কাটি, বেঁধে নে তোর বিছানায়

গীত।

ও রে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায় যাবি রে।
গিয়ে দেখ্‌ছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষিমাংস খাবি রে,
তুই খাবি যবনের ভাত, ওরে তোর যাবে জাত,
আমি তাই দিন রাত ব'সে ব'সে ভাবি রে

গীত।

আহা ভেবো না। আহা ভেবো না।
আমরা ত আছি কখনই তাবে
মুর্গী খাইতে দেবো না
ওহো যদি সে মজায়—
কুলনারীগণে, যদি সে মজায়—
বল্‌তে পারিনে, কুলনারীগণে যদি সে মজায়—
জেলে যায়, যায় ফাঁসি—কুলনারী যদি সে মজায়,
জাত তার—থাক্‌বে বজায় ভেবো না

গীত ।

ওরে শ্যাম বংশীধারী (চট্টগ্রাম বিহারী)
শেষে সত্য হোল কথা আমার,
জন্মালো কি গর্ভে আমার,
কল্কি অবতার রূপে ত্রিভঙ্গ মুরারী
তবে গো মা বিদায় দাও বল "বাছা যাও যাও"
ওরে আমি প্রাণ ভরে তা কি বলতে পারি ।
(আহা) শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী

গীত ।

আয় রে ভাই ! আয় চলে আয় চট্‌পট্‌ ।
কুড়ুল নে, বুক ঠুকে আয় খট্‌মট্‌ ।
সমাজে ঘুরিয়ে মাবি ঘা, মোটা গুঁড়ি দায়ে মানবে না ;
—চলে আয়—যাবার জন্য কচ্ছি বড্ডই ছট্‌ফট্‌ ।

গীত ।

মার্‌ মার্‌ মার্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ কাট্‌ কাট্‌ কাট্‌ হো ।
ডুম্‌ ডুম্‌ ডুম্‌ ডুডুম্‌ ডুডুম্‌ ভোঁপ্‌পো ভোঁপ্‌পো ভোঁ ।
হাতি পর হাওদা আর ঘোড়া পর জিন
নাচোরে ধেই ধেই ধেই তা ধিন ধিন ধিন—
পাড়ো[illegible]ঘোরা তরোয়াল
বন্‌ বন্‌ বন্‌, হন্‌ হন্‌ হন্‌ শন্‌ শন্‌ শন্‌ শোঁ ।
"ছেড়েদে ছেড়েদে লাগছে যে হাঁপ"
"গেলাম রে" "মলাম রে"—"বাপরে বাপ"
উঠেছে রোল—বেজায় গোল—(পালারে পালারে পালারে পো)

গীত।

জয় জয় জয় জয় জয় জয় নেপাল চন্দ্র ভাট
জয় জয় জয় চট্ট গ্রামের সাহিত্য সম্রাট্
একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি—কিবা ত্যাগ কিবা দান,
"পারিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান

গীত

আর ত চাটগাঁয় যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেল ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পীলে ও ম্যালেরিয়ায়;
খাঁটি কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয়,
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে পেওড়া তলায়,—
ঠান্‌দিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টায় টায়

গীত।

আয়রে ফিরে আয়রে বাবা আয়রে বাপ তোর বাপের কাছে—
এক বা মাত্র লাথি খেয়ে রাগ করে, কি যেতে আছে?
জ্বরে ভুগে তোর গর্ভধারিণী,
তোকে এখনও ভুল্‌তে পারিনি,
এখনও সে যে কিছু সারি নি—
তুই ফিরে গেলে সে যদি বাঁচে।

গীত।

আমি আর কি যেতে পারি বাবা।
মানব উদ্ধার কর্ত্তে হবে আগে একটু সারি বাবা,
লিখ্‌ছি যে বক্তৃতা গান—আপনি ফিরে বাড়ী যান,
দেখ্‌তে কি পাচ্ছেন না আমার উদ্দেশ্যটা ভারি বাব।
(সঙ্গীগণকে) ফিরে যাও ভাই ম্যালেরিয়ায়,
মর্ত্তে হয় ত তোমরা মর,
যাচ্ছি না ত চাটগাঁয়, তা যাই বল আর যাই কর—
(আনন্দকে) ম্যালেরিয়ায় গর্ভধারিণীর অবস্থাটা গুরুতর ?
গর্ভধারিণী তিনি ধারিণী—আমি কি তার ধারি বাবা।

গীত।

আজ চল চল ফিরে চল চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার
ওরে হ'য়ে গেছে প্রেমকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে একাকার।
আজ নেপালচন্দ্র বোঝাচ্ছে তার বক্তৃতাতে ধর্ম্মসার;
ওরে নূতন সত্যে নূতন তত্ত্বে ছেয়ে গেল এ সংসার।
আজ ঘুচাতে ধরার ভার ঘুচাতে এ অন্ধকার;
ঐ সাহিত্য আকাশে নেপাল পূর্ণচন্দ্র অবতার।

গীত।

মোলাম সখি মোলাম সখি একি হোল পরমাদ।
পাটির মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁধ,
নেপাল নেপাল নাম শোনাও—
কাঁধে ক'রে নিয়ে কর্ণফুলির জলে ভাসিয়ে দাও,

ভেসে যাই যেন কলকেতায়—
(মল্লিকার) দেহ দেখেন যেন নেপাল চাঁদ

গীত।

নিপট কপট তুঁহু শ্যাম (আরে)
শুধু বৈঠে বৈঠে হাম তুঁহারি কবিতা পড়ে,
আগু না বিচারি হাহা কিয়া কেয়া কাম
লাজ কাজ সব কর্ণফুলিমে ডারি,
সারি সারি বৈঠে হুঁ সব নারী,
খিচুড়ি থাকে আওর কপি তরকারি,
জঁপত জঁপত হুঁ নেপালচাঁদ নাম।

গীত।

নুরজাহান।

অতুল চিরবিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম।
শতশ্মিত পরিবিহরিত কুসুমিত, সুশ্যাম
শতশীতলঘননিকুঞ্জ, শতবিহঙ্গ-মুখরিত রে,
শতনির্ঝর ঝর্ঝর ঝঙ্কারিত অবিরাম।
মলয়ানিলসেবিত মৃদু অমরবরূপরাশি রে,—
বনউপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধহাসি রে,
হা অনাথা অমরাবতী! কি সুখে হতভাগিনী
হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অভিরাম।

গীত।

কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়,
যদি না জাগাতে হাসি রাশি রাশি বসুধায় ?
তবু যদি হাসে ধরা সুখের সে হাসি হায়—
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে যায়—জ্বলে যায়

গীত।

আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে,
প্রকৃতি সতীরে পরিয়ে দাও গো
আজি সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবনে,—
নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো।
আজি, পুরাণে যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে ;
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে ;
শ্যামলে, কোমলে, কনকে, হীরকে,
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো
আজি, বীণায় মুরজে স্বঘনে গরজে,
জাগিয়া উঠুক গীতি গো।
আজি, হৃদয় মাঝারে, জগত বাহিরে,
ভরিয়ে উঠুক প্রীতি গো।
আজি, নূতন আলোকে, নূতন পলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে ,
নূতন হাসিতে, বাসন রাশিতে,
জীবন যৌবন ভরিয়ে দাও গো

গীত।

কেন, এত সুন্দর শশধর?—ও সে তারি রূপ অনুকারি
কেন, এত সুবর্ণ শতদল?—ও সে তাহারই বর্ণহারী
কেন, এত সুললিত পিকসঙ্গীত?—তারই কলবাণী করে ঝঙ্কৃত,
এত সুগন্ধি স্নিগ্ধ মলয়—পরশ বহিয়া তারই।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত সদাই তাহারই রূপেরই আলো,
তারই পদযুগ ধরে হৃদে বলে' ধরাকে বেসেছি ভালো;
এই, জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি,
সে দুটি আঁখির কিরণের তলে, সকলই ভুলিতে পারি

গীত।

কি শেল বিঁধে আমার হৃদে আমারই প্রাণ জানে গো
কি যাতনা সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গো।
মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ঘিরে আছে কি আঁধার আমারই এ প্রাণে গো
কিরণময় এক ভুবন মাঝে চলেছি এক ছায়া গো
নীলাকাশে যাই ভেসে কালো রাহুর কায়া গো;
উঠে হাসি—মাঝে তার আমারই শুধু হাহাকার—
আমিই বিসম্বাদী সুর বিশ্বের মধুর গানে গো

গীত।

আমি যদি পীঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে;
তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পীঠে যে তোর ব্যথা লাগে
আমার পায়ে লাগলো, সেটা,—কিছুই বুঝি নয়র বেটা?
নিজের জ্বালাই নিয়ে রবিস্ নিজের কথাই ভাবিস্ আগে

লাথি যদি না খাবি, ত জন্মেছিলি কিসের জন্যে ?
আমি যদি না মারি, ত মেরে সেটা যাবে অন্যে
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা—নেবামি নয় ?—শূয়োর গাধা !
দেখছি যে তোর পীঠের চামড়া ভরে' গেছে জুতোর দাগে।
আমার সেটা অনুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি—
লাথি যদি না মার্ত্তাম ত—না মার্তেও পার্ত্তাম না কি ?
লাথি খেয়ে, ওরে চাষা, বরং যে তোর উচিত হাসা,
ভাব কথায় মাঝে মাঝে তবু আমার মনে জাগে
উচিত, আগে আমার—পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া ;
ধীরে ধীরে নিজের পীঠের দাগটা মুছে নেওয়া,
বলা, ভক্তিভরে—"প্রভু অনুগ্রহ ভরে—
যে মেরেছ,—একবার মারো দেখি পুরোভাগে
—দেখি সেটা কেমন লাগে"

গীত

গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে—
শিঞ্জিনী ঝিনিঝিনি উছলে সঙ্গে
সুন্দর, মনোহারী, চঞ্চল সারি সারি,
নাচিছে নটনারী—বিবিধ ভঙ্গে—
হাস্যে, লাস্যে, বিভ্রম রঙ্গে।
উঠ তবে সঙ্গীত তালে তালে—
ছাও গগন সে ঘন স্বরজালে ;
ছিঁড়িয়া বন্ধনে ফাটিবে ক্রন্দনে,
ক্রমে সে যাবে মিশি' আকাশ অঙ্গে,
—শোক-বিনীবর-তান তরঙ্গে

গীত।

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই
আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধ রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন ভেসে যাই
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি;
আমর, সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী।
আমরা শরৎ ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
চপলার মত চকিত চমকে, চাহিয়া, ক্ষণেক হেসে' যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত শান্তিসুপ্তিভরা;
আমরা, শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,
গানে, সুগন্ধে, কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্ন রাজ্য হ'তে এসে, ভেসে স্বপ্ন-রাজ্য দেশে যাই

গীত।

নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয়;
নিতি নিতি দেখি, তবু পাই নাই পরিচয়।
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়ে না পাই কাছে;
অন্তরে রয়েছে সদা, তবু কেন কেন ভয়।
যত ভালবাসি, যেন তত ভালবাসি নাই।
যত পাই ভালবাসা—আরো চাই, আরো চাই;
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই;
—মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়।

গীত।

কল্যাণী।

একি গো মা তোর চাতুরী
(আমি) বুঝিনা কিছু শঙ্করী
কাকেও বসাস সিংহাসনে, কাকেও মা করিস ভিখারী।
কাকেও হাসাস, কাকেও কাঁদাস (মা)
এই গুণকে তোর বলিহারি
(যাকে) খাইয়ে দিচ্ছি মুখে তুলে মা,
সেই দেয় গো মা গলায় ছুরি
(ওমা) দেখে শুনে বোকা বেনে, বসে আছি দিগম্বরী
এ সংসারে ওমা তারা, সবাই যে গো ফক্কিকারী
(কেবল) আছে সার, চরণ তোমার,
যদি মাগো পেতে পারি
গোপীনাথ বলে মাগো, (অন্তে পাই যেন ঐ চরণ তরী)
বড় বেশী, এলোকেশী (আমি) ঐ আশাটা করতে পারি

গীত।

উঠেছে শশী গগনে, কিরণ আজি দিচ্ছে ঢেলে।
সেজেছে কেমন সাজে তারার মালা প'রে গলে।
ম'রি সই লাজে মরি, চাঁদ থেকে যে লুকে চুরি,
আমাদের মন করে চুরি, চাঁদ লুকাল মেঘের কোলে
আমরা সই হলুম নারী পুরুষ মন মজাতে পারি।
মজিয়ে শেষে করি চাতুরী, চাঁদ যেমন আজ খেলা খেলে
পুরুষ মোদের আদর ক'রে সযতনে হৃদে ধরে
মোরা অমনি সোহাগ ভরে লুটাই তাদের পায়ের তলে॥

পুরুষ মোদের ভালবেসে কেঁদে বেড়ায় অবশেষে।
চোখের জলে বয়ান ভাসে দেখে মোরা যাই গো চলে
আমাদের এই ভালবাসায় বিষের মত ফল যে ফলে।

গীত

(এবার) ভবের খেলা সাঙ্গ হবে
আকুল আমি ভেবে ভেবে
ধন দৌলত যত কিছু সবই কি গো সঙ্গে যাবে।
(ওমা) দারা পুত্র পরিজন কোথায় সবে পড়ে রবে
মুদলে আঁখি সব যে ফাঁকি, সে কথা কে বোঝাইবে।
(আমি) বুঝতে নারি ও শঙ্করী, বোঝাবি আমায় কবে
প্রাণ যত দিন থাকবে দেহে, তত দিন সব আপন রবে
(ওমা) মরে গেলে দেবে ফেলে, মড়া ব'লে কেউ না ছোঁবে
যারে আজ আপন ভাবি, সেই গো মুখে আগুন দেবে।
(শেষে) চিতা ধুয়ে বাঁচা নিয়ে হরিবলে চলে যাবে।
গোপীনাথ বলে মাগো, কি কাজ আমি কল্লুম ভবে।
কি বলে কৈফিয়ত দেব যখন আমায় বিচার হবে

গীত।

সে দিন আমার কবে হবে।
যে দিন মা নামে মন মজে যাবে
মা বলে আর ডাকব না মা, শুনেও তুমি না শুনিবে।
যে না ডাকে তারা তোকে, তারই দিকে ফিরে চাবে
তনয়েরি দুঃখ তারা, মায়ের প্রাণে না বাজিবে।
একি রকম, তোর আচরণ, ছেলের প্রতি ওগো শিবে॥

যতই তুমি ঠেল পায়ে, (সে) চরণ তোমার না ছাড়িবে।
(ওমা) সবুরে যে মেওয়া ফলে, তার প্রমাণটা নিতে হবে॥
গোপীনাথ বলে মাগো, শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে
(ওমা) কেমন তুমি দয়াময়ী, শেষের দিনে বোঝা যাবে।

গীত।

বনের পাখী মোরা বনে থাকি,
দিলকে মোরা খুব সাঁচ্চা রাখি।
শীকার ঢুঁড়ি মোরা, বোর দেখি,
বোরাব পানে মোরা আঁখি রাখি
ঐ যায় বোরা, মার না তোরা
দিলে দিলে বোরা দিলে ফাঁকি।
শীকাব দেখলে মোরা তোদের ডাকি,
জেনেনা মোরা সব নাহি শিকি

গীত।

(আমি) মনের দুঃখ কারে বলি।
তুই না শুন্‌লে কালী।
খেলা ঘরে খেলে মাগো মনে ক'রলুম যাব চলি।
(কিন্তু) এখনও তোর আশ মেটেনি,
আবার আমায় ফাঁসিয়ে দিলি
সংসার নয় রঙ্গ-মঞ্চ (মা) ক'রছি খেলা সবে মিলি
যখন যার হবে সাঙ্গ, পালাবে সে সবে ফেলি॥
এ অঙ্কেতে পিতার অংশ, পর অঙ্কে (মা) ছেলে সাজালি।
এই ভাবেতে (তুই) ওমা তারা ঘোরাস ফেরাস খালি খালি॥

গোপীনাথ বলে মাগো, আর কেন এ খেলা খেলি
ভাব মা ভাবিণী এবে, ঘুচা এ মনের কালি

গীত

কৃপণের ধন

সেই নৈহ টীব ঘাটে বসে পইটেব পাটে,
খেলা কবেছি ফুল ভাসিযে জলে,
আহা সেথ গঙ্গা কেমন চলে ঢ'লে
সেথ ঘুমুতেম ওগো মাযেব কোলে
(আবার) বথা ছিল বিকিয়ে রব,
তার পাযেব তলে,
পবিয়ে ফুলের মালা তারি গলে
সে আমাব বব যে তাই,
তাব নাম যে কবতে নাই,
এখন শুধু স্বপন দেখি, সে সব গিয়েছে চলে

গীত।

সোণার টোপর মাথায় দিয়ে লুকিয়েছিলে কোন বনে
আজকে হটাৎ হলো উদয় দাসীব হৃদয়-গগনে
(আমার বব আমাব বর ওগো আমার বব)
ছিলুম যবে বালিকা, ছোট কচি কলিকা,
নিয়ে কে জানি কি তুলিকা—
এঁকে ছিলুম তোমায় আমি এই মনে
(এই মনে এই মনে বুঝলে আমাব বব)

শেষ তৃষ্ণার সময় মাষ্টার মশাই,
তোমায় আমি হৃদে বসাই,
এখন দেখ্‌ছি আলো হ'লো ভার,
আমরা সেই ছেলেবেলার বর ক'রে
কেমন ঠিক্‌না—কেমন ঠিক্‌না ? ও আমার বর ঠিক্‌না ?

গীত।

আমার হবেনা বিয়ে আমার হবেনা বিয়ে।
বেড়াব ভিক্ষে ক'রে ছুই বাপে ঝিয়ে
যার বাপ বুড়ো কাণা, তার বিয়ে কর্ত্তে মানা,
যার ছেলে খেলে একটা পয়সা পেলে তাই নিয়ে
কে দাতা আছিস্ তারে আশীষ দিয়ে

গীত

আহা মুখখানি কি চমৎকার
(আবার) রং চংয়েতে খুলে গেছে বেহদ্দ বাহার
মরি জাগ্রত কি নাম,
সকাল বেলা নিলে হয় একাদশীর আরাম,
(চপাল্লে) বোকনা কাটে ভিজে কাটে ধর্ম্মকর্ম্ম ছারেখার।
কপালে এত ধন পেলে,
তবু পেটটা পুরে না খেলে,
ভিখারি এলে দিতে ঘাড় ধ'রে ঠেলে ;
(এখন) কেমন মজা পেলে সাজা টাকা গেল ঘরের তার।
'কৃপণস্য ধনং হরে বধি পৃথ্বী তস্করে"

গীত।

(আমার) শুকিয়ে গেল ফুলের হাসি
ঠোঁটের হাসি হ'লো বাসি, হৃদে বাঁশী আর বাজেনা,
ব্যথা বাজেনা অসাড় প্রাণে আল্‌গা ফাঁসি
নিভে গেল চাঁদের আলো, ঊষার আলো চখে কাল,
হৃদে কাল-মেঘ এলো ছেড়ে ঘন রাশি রাশি ;
দুঃখরাশি সহিব না আর হব গিয়ে কাশীবাসী।

গীত।

শান্তি কি শান্তি
কেন দিবানিশি ভাস আঁখিজলে।
মৃদু মৃদু ভাষে হৃদি পরশে,
কে বলে,—"তাপিত তনয়, আয় রে কোলে "
ব্যথা পেয়েছে, ব্যথা পেয়েছি,
যত কেঁদেছ, তত কেঁদেছি,
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি ;
কেন পাপবাসে, এস নিরাশে, এসো আবাসে,
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা,
জ্বালা সবে না—হৃদি কমলে

গীত।

কুসুমে আমার নাহি অধিকার,
কেন বা কুসুম তুলিব আর,
যতনে কুসুম করিয়ে চয়ন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগ কার।

তাম্বুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে,
কি আজ মুকুরে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসার।
কি কাজ মোহন বেশে,
উরু চুম্বিত চারুকেশে,
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত
যতনে সরল করি মিছার।
কেন সৌরভ মাখি অঙ্গে,
গেছে গৌরব তার সঙ্গে;
দুগ্ধ ফেন শয্যা লজ্জা—
সে বিনে সকলি হোর অসার।

গীত।

ধার ধরি যেন মনে হয় হেন, ধরিতে তাহারে নারি।
দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়, আঁখি ভ'রে আসে বারি।
রসনা কত মানসে ভাসে,
দিবানিশি ফিরি তাহারই আশে,
আবেশে হৃদি আবেশ পদে বিকাইতে চাহি তারি
তারি পানে প্রাণ টানে,
ধ্যানে-জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়া জানে,
ফিরিতে সে নারে, আপন পাসরে, কেঁদে বলে আমারি

গীত।

ভবে কাজ র'য়েছে, কাজ ফেলে গেল্লে,
তাঁর কাছে যাব কি ব'লে,

সুধান যদি গুণনিধি 'কাজ কাবে দিয়ে এলে'?
বোঝাতে অনাথের ব্যথা,
ক'রেছেন কৃপায় অনাথা,
না বুঝলে ব্যথা হয় না মমতা;
নেব কোলে আপন ব'লে,
শ্রীনাথের অনাথ পেলে
প্রভুর সেবা অনাথ সেবায়,
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়,
কায়মনে বই সেবায় রত,
ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঠেলে

গীত।

এবা বাছা বাছা সাঁচ্চা জানোয়ার
দিশী কি বিলিতী ছাঁচে আঁচে বুঝে ওঠা ভার।
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলাতী কচুর গোড়া, দৌড়টা খুব চটকদার।
মুলুকজাদা ভালুকটা ধেড়ে, বেড়িয়ে এলো জাহাজ চড়ে,
কে জানে কে শেখালে, খেল্ খেলে খুব চমৎকার।
এটা ঠিক বাঁদর খাটী, ভিবকুটিতে পরিপাটি,
এক ধরণের জন্তু বটি, এবও নাচের বেশ বাহার
গাধা কিন্তু ছিল হেতায়, ধাত পেয়েছে গা ঘসে গায়,
এখন আর ওরে কে পায়, গাধার হ'য়েছে সবদার।
আধ্ বিলিতী আধ্ দিশী ঢং, দো আঁস্লা নাচন কোঁদন,
ভাবি তাই ল্যাজ যেন নাই, এইটি তো ভুল বিধাতার

গীত।

যদি শরণ নিতে পারি রাঙা পায়
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে,
কলঙ্ক কোথায় পলায়
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন,
থাকে কি অঞ্জন, লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়,
ভেসে যায় তাঁর করুণায়
যে করুণা যাচে, আসে তাঁর কাছে,
অভয় চরণ তাঁর তরে আছে;
ডাক পতিত, পতিতপাবন,
তর রে নামের মহিমায়

গীত।

প্রাণময় প্রাণনাথ আমার।
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর
ব্যথা পেয়ে প্রাণে,
প্রাণে ব'সে প্রাণনাথ জানে,
চাও রে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নেভে জ্বাল,
জ্বালিয়ে জ্বালা জুড়ায় কায়
নির্মল হৃদয়-কমল, ঢাললে তায় গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে,
তায় পূজা হবে না আর

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

থিয়েটার সঙ্গীত।

চতুর্থ খণ্ড।

গীত।

রঘুবীর

চোখের দেখা পাব ব'লে, আশায় ভুলে থাকি চেয়ে।
সেধে কেঁদে মনটী বেঁধে তবু ছুটি দাগা খেয়ে
চাঁদের আলো ফুলের হাসি,
এক নিমিষে কবে বাসি,
উদয় হ'য়ে হৃদয়-শশী বুকে নিতে এসো ধেয়ে।
আঁখি ধারায় ভরা নদী,
শুকিয়ে বিধি দিলে যদি,
প্রাণের নিধি নিরবধি থাকে যেন প্রাণটী ছেয়ে।

গীত

বৃন্দে দূতী গো। তোদের কালায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছে।
ঢুকেছিল গোপীর গোয়ালে,
সেথায় নাকি ব'সেছিল পেঁচো চোয়ালে,
যেমনি ক'রবে ননি চুরি, অমনি ঘাড়ে প'ড়েছে।

ডুক্‌রে কেঁদে বল্‌তেছে বাঁশী,
ওগো বৃন্দে প্রাণ গোবিন্দে দেখ গো আসি,
কোথায় রাধা রূপসী, কালার এবার বেজায় কাশি, বুঝি না বাঁচে

গীত

সে যে অতীতের স্মৃতি সুমধুর,
নবম বীণার সকরুণ সুর,
বড় প্রিয় ছবি, প্রভাতের রবি,
ধীরে ধীরে যেন উদিল।
সে যে মরুভূমে মন্দাকিনী ধারা,
আঁধার সাগরে শুভ্র ধ্রুব তারা,
মনে করি ভুলি বিধাতার তুলি,
ফিরে ফিরে তাই আঁকিল
ছার সিংহাসন ছার রাজাসন,
মণি মুক্তাহার অনল ভীষণ,
আমি প্রেমরাণী চির অভিমানী,
সকলি রহিল সকলি ডুবিল।
যা হবার হবে, কিছুত না রবে,
ছাই মিশে যাবে অতুল বৈভবে,
জয় প্রেমময়, করুণা আলয়,
রাঙা পায় কলি ফুটিল
(মরিল কি কলি বহিল ?)

গীত।

যাই চলে যাই
বুঝেছি এখানে বিরাম নাই।
তুঙ্গ জলা মন্দিরে, আকুলি বিজলী সঞ্চরে,
ডাকে আয় চলে আয় ভাই।
ধরে করে করে, আয় ত্বরা ক'রে,
বিরাম লভিতে চলিয়া যাই
ঢেলে দেবে তারা, সোহাগের ধারা,
মরতে মরিতে নাহিক চাই

গীত।

যৎকিঞ্চিৎ।

(অহো) বাস্‌তে বাস্‌তে বাস্‌তে ভালো, বাসা হল কই।
ডাক্‌তে ডাক্‌তে ডাক্‌তে কোকিল থেমে গেল অই।
আচমক এই যে এল, কিসের চমক দিয়ে গেল,
প্রাণটী ছুঁয়ে এই পালাল, আপন হারা রই।
বিজন বনে বসে ছিল, চাঁদের আলোয় দেখা হল,
এলোচুলে চোখের জলে মালা নিয়ে সারা হই

গীত

দে লো, সখি, পরায়ে চুলে সুরভি কুসুম মালা।
বিভূতি মাথায়ে দে লো সারা দেহে, জুড়ায় প্রাণেরি জ্বালা।
কারে যেন চাই, জানিনাক তারে,
এ আসে, সে আসে, সে ত আসে না রে,
মনোমত বিধি মিলালনা রে, কেমনে কাটাব বেলা।

গীত।

আমরা কটি তারা খসে নেমেছি ধরায়
ধরার বাতাস সমান মোদের কোমল নধর কায়,—
সাজিয়ে সভা, রূপের প্রভায় মাতিয়ে দোব দিক
ঢলঢলে মুখ দিয়ে সবাই, চাও কি তার অধিক?
খাটিয়ে গতর, হব কাতর—ছি ছি সময় তায়
মাজব বাসন, পাতব আসন, আমরা তেমন নই।
হেঁসেল পাড়ি, হাঁড়ি নাড়ি, ভূতের বোঝা বই
এ সব কথা কবে কে বা কবে, (বড় জোর) চুল গুলি কুলায়
(আমি) এলিয়ে বেণী, জোছনা রাতে গাঁথব বকুল ফুল
(আমি) সেজেগুজে থাকবো যেন সন্ধ্যারাণীর তুল—
(আমার) আঁচল খানি প্রেমের নিশান,
উড়বে সাঁজের বায়।
(আমি) হতাশ ভাবে, আকাশ পানে, চাইব নিশিদিন
(আমার) বিরহ শয়নে তাপিত নয়নে ভেবে
ভেবে তনু ক্ষীণ—
(আমি) কে আসিবে বলে, মালা গাছি লয়ে বসি
বর জানালায়
সংসার অসার, কেন বল কার কাজ কর
ভালো লাগে নাকে আর—
মলয় কোকিল জোছনাটা বেশ, ভাবনা নাহিক তায়—
তাই, সখীর কাছে কটা দিন কাটাই—যে কটা যায়

—

গীত।

চল চল্ চল্ চল্ সবে ধীরে ধীরে—
সোণার তনুটি, সই বেলাতে নীরে
ছল ছল করি হাসে ঐ ঢেউ—
ভয় নেই, ওলো—পথে নাইক ত কেউ;
কাজ কি, নয় মাথায় কাপড় টেনে দে রে
হ্যাঙলা কুকুর কত পথে থাকে,
ওমা ছি ছি, মুখের পানে খালি চেয়ে দেখে—
আ ছি ছি, আ ছি ছি, ছি ছি ছি রে
দিই গো দুটো ডুব, ও তায় ঠাণ্ডা হবি খুব,
জাল না ফুটতে আলো, যাব লো ফিরে

গীত।

কাঙালিনী মায়ের পানে, চা তোরা চা
হোক না সে তোর শ্রীহীন, মলিন, সে তো তোদেরি মা
ধূলায় লুটায় মায়ের আঁচল,
আঁখি ধারা বয়ে তিতিছে কপোল;
মা বলে তোরা একবার ডেকে মার কোলে ফিরে যা
হাহাকার ঘুচে অভিনব সুখে,
ফুটিবে আবার স্নেহহাসি মুখে।
আপনার মায়ে চিনে শুধু তোরা মা বোলে কাছে যা

গীত।

"এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি—

শুনেছি মুরতি কালো তারে না দেখায় ভালো,
সখি বল আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।"

গীত।

হৃদয় ছুয়ে, গেয়ে কে গেল ফিরে
উদাস পরাণ আমি বাঁধিতে নারি রে
বাঁধন পড়িছে খসি, সরম চলেছে ভাসি,
বেদনা আকুল কি যে, পরাণে ফুটিছে ধীরে
কে যেন ডাকিছে মনে, কোথা কোন ফুলবনে,
কোথা সে— সে ব্যথা ভরে নয়ন ঝুরিছে নীরে।

গীত।

'সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল।
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী—
কেন করুণ সুরে বীণ বাজিল"—

গীত।

বেলা গেল, গেল, চলে, আঁখি মুছি আঁচলে,
হৃদয়েরি ব্যথা রাখি গোপনে হৃদয় তলে
সজল আঁখির ভাষা, সুখ-দুখ-ভরা-আশা,
বুঝিয়া বোঝেনা সে যে, ভুলে আছে কি ছলে
কাছে কাছে এসে এসে, কোথা যায় ভেসে ভেসে,
রাখিতে নারি তাহারে, হাসি কি আঁখি জলে

গীত।

(সখি) ভাসে শশী মাধবী চাঁপা গন্ধে
নামিছে রজনী ধরাতলে
বহিয়া আনে কত সে প্রীতি,
অনুরাগ, মান, প্রণয় গীতি,
(প্রেম) কাণাকাণি সে নীলাঞ্চলে
নামিছে রজনী ধরাতলে।
ভাবি পথ চেয়ে বকুল মালা
গেঁথেছি ধরিয়া সারা বেলা
সে ত এলনা এলন, এলনা সে,
মিছে মধু রাতি, মালা ছলন যে,
(শুধু) নিরাশে ভাসাতে আঁখি জলে,
নামিছে রজনী ধরাতলে

গীত।

সুন্দর হে এস ফিরে—
চিরদিবসের সুখ-দুঃখের রচিত নীড়ে
দিবস-যামিনী নিতি, ফুটায়ে রেখেছি প্রীতি,
তোমার পূজার অর্ঘ্য কুসুম, মনোমন্দিরে

গীত।

আমাদের দেখছ সবাই, চিনছ কি—সব ক'টি কবি।
ভারত-আকাশে ফুটেছি যেন গো মধুর রবি।

ছেলে লয়ে থাকে দাসীতে-বাঁদিতে বাঁধাবাড় করে শাশুড়ি,
পতি করে এই চরণ সেবা বিনয়ে কুঁকুড়ি শুঁকুড়ি ,
খাটে শুয়ে মোরা আড়ামোড়া খাই, রচি শুধু প্রেম ছবি ।
লিখিগো লাইরিক কত না কাব্য, প্রেমদান ভরা দানাদার,
হৃদয় বীণায় ঝঙ্কারি ধীরে তুলি নিতি ঘন হাহাকার ,
ঠিকরিয়া পড়ে পুরুষ পাঠক খুলে ফেলে হৃদি চাবি
গৃহের কার্য্য ধারিনেক ধার সোফাতে পড়িয়া থাকি,
সংসার হাজিয়া মজিয়া যাইলে দেখিনা মেলিয়া আঁখি,
শুধু হাই তুলি আর তুড়ি দিই আর খাই প্রণয়ের খাবি
প্লীহার কষ্টে ভুগিতেছে পতি গৃহের মধ্যে শায়িত,
ছেলেটা শুষিছে—সেদিকে দেখা—মিছা এনার্জি ব্যয়িত
সংসার হেথা অসার, তাহার ভাবনা কভু নাহি ভাবি
পাউডার মাখি, কেশের মাঝারে অলকে লাগায়ে ফুল,
সেজে গুজে থাকি নায়িকার মত, নাহিক কোথাও তুল,
খাইতে শুইতে বসিতে রয়েছি, যেন পটে আঁকা ছবি

গীত ।

বোঝনা শোননা দাসীর কথা—
বোঝনা নীরব প্রাণেরি ব্যথা
তোমার স্বপন ধেয়াতে থাকি,
নিমিষে না দেখিয়ে ঝরয়ে আঁখি ;
ছিঁড়োনা টানিয়া চরণ লতা
ছায়ার মতন তোমার আছি,
তোমার বিহনে কেমনে বাঁচি ? তপনবিহনে ছায়া যথা ।

গীত

আয় তোরা, ভাই, আয় রে ছুটে—
মায়ের আশীষ, আয়, নিবি আয়, মানস কমল পায়ে লুটে
ঘুমের ঘোরে আছিস কোথায়, কবে তোদের ফুটবে আঁখি ;
স্বপ্নে ডুবে থাকবি কত, নাই ত রাতি ডাকছে পাখী ;
চেয়ে দেখ, ওই পূব গগনে রবির কনক কিরণ ফুটে
ধূলা খেলা ছেড়ে সবাই সার করি আয় মায়ের চরণ,
মায়ের কোলে জনম নিছি, মায়ের কাজে জীবন মরণ ;
প্রাণ খুলে দিই, আয়, ওরে ভাই, মায়ের রাঙা চরণ পটে

গীত

প্যারি, যাস নে লো যমুনায়, উঠেছে তুফান ;
অকূল সে কালো জল, ছলকিছে ছলছল, স্রোত খরশান।
বরষা আকাশ ঘিরে, নামিতেছে ধীরে ধীরে,
কুঞ্জ কানন সাজি মেঘে ম্রিয়মাণ
গাগরী যাবে লো ভাসি, কোথা রবে কলহাসি,
কালা বাজাবে বাঁশী উদাসি পরাণ
অলকে লাগায়ে জল, তিলক মুছে কি ফল ?
হোক আজি গৃহ কাজে বেলা অবসান

গীত।

সে মধুর মুখ জাগে মনে
ভুলিতে পারি কি ভাবে এ জীবনে

চাঁদে চাহি না, হায় সে চাঁদ নহে ভালো,
যে মুখে দেখিছি শুধু যত কিছু আলো,
সকলি আঁধার সে বিহনে।
সে যে মোর এ নয়নে তারা নয়নেরি—
সে যে পূর্ণিমা শশী হৃদি চকোরেরি,
পারিজাত হৃদয়-কাননে

গীত।

এস, লক্ষ্মী, এর ভবনে
মরি কি উজল সভাসে সুরভিত পবনে
বিকচ কুসুম-বাসে, বিহগ কলভাষে
অঞ্চল ভরি, এস, হেম ধান্য-বনে।
আন পুণ্য, আন প্রীতি, আন হর্ষ, আন গীতি,
বাঁধ সুমধুর শুভ প্রেমের বাঁধনে
এস সংসার মাঝে, এস এস গৃহ কাজে,
শুভ্র সুন্দর, বধু, নির্ম্মল জীবনে॥

গীত।

মধুর হিল্লোলে চলিছে ভেসে, মধুর অমিয় ধারা
আনন্দ নিঝর ঝর ঝর ঝরে, আকুল পাগল পারা
উষার আকাশে, সন্ধ্যার মেঘে,
কুসুমে, মলয়ে, কি গীতি উঠে জেগে,
কোন জগতের নবীন স্বপন, কোন বিদেশের তারা
আয় হাসি মুখে, মুছি আঁখি জল,
জীবন সুখের, হৃদয় কেবল, নিমিষের দুঃখ বিধাতার ভুল,
(কেন) সুখের মাঝারে, আপনার তরে, নাচিছ বিষাদ ধারা।

গীত।

রাণী দুর্গাবতী।

ভেসে ভেসে যায় চলে, কভু কি পাবনা পার ?
অবলা রমণী মাগো, না জানি সাঁতার
গগনে প্রলয় ঘন, গরজিছে ঘন ঘন,
নিরখিয়া প্রাণ মন, কাঁপিছে মা অনিবার
কালসাগর নীরে লহরী মালায়,
আঘাতে আঘাতে মাগো বক্ষ ফেটে যায়,
ধর মা ধর মা ধর, সাঁতারে শিথিল কর,
অকূল এ পারাবার ডুবিনু এবার

গীত।

নয়নে নয়নে, বয়ানে বয়ানে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু মদিরা পানে
আবেশে অধর পাশে, মৃদু মৃদু কম্পন,
লাজে নাগর মাঝে, না চলে চরণ,
সিরাজ জড়িত পদ, এ নহেত সম্পদ,
কে কবে মরম কথা মধুর তানে
আধ মধুর হাসি, পরাণে পরাবে ফাঁসি,
জানি যারে ভালবাসি সবে কেমনে

গীত।

পিরীতি কুসুম মালায় কেন পরে ললনায় ?
বিষম বিষের জ্বালা পরশনে প্রাণ যায় ;

যৌবনে যুবতী, বরষার নদী দুকূল প্লাবিয়া যায়,
নিদাঘ তপন যেমনি উদিল অমনি শুকাল হায়।
কখনো করনা পিরীতি ললনা, যেন না কুঠার [illegible]
সারা টী জীবন আঁখি ঝুরিবে তবু না মিটিবে দায়

গীত।

সান্ধ্য সমীরে ঘরে ঘরে ওরে কে দিছে মধুর বাস;
সরসীর বুকে কুমুদিনী মুখে দিছে মধুর হাস?
চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি,
কোকিলের গলে পরাতে বাঁশি,
কামিনী অধরে কেন সুধা ঝরে,
কেন সেথা রহে সদা মধুর সহাস?
এ ভব ভবন কেন বা সুন্দর,
কেন তাহে ক্ষরে শশীকর,
কেন বা তটিনী কুলুকুলু স্বনি
চলেছে সাগর পানে?

গীত।

নীল গগন তলে,   নিশীথ নিশার কোলে,
নীল-নীরদজালে, [illegible] নীরব প্রাণ
নীল আঁখির দলে,   নিরখি জোছনা আলো,
নীড় তেয়াগি দূরে, যাবে ঐরে উড়ি যায়।
ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকি, তারা হাসিছে,
পিউ পিউ, পিয়া পিউ পাপিয়া গাহিছে,

তাধিয় তাধিয়া ধিয়া, নাচে সুধাকর পিয়া,
মৃদু মৃদু হাসিয়া, সোহাগে মলয় বায়।

গীত।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা অনল্ ধূ ধূ করি,
জুড়াবে রাজপুত বালা।
বড় দাগা পেয়ে, আসে বলে ধেয়ে,
তাবে চিত তুমি কর না হেলা।
অপমান ভয়ে রাজপুত বালা,
খেলে তোর সনে সদা এই খেলা,
মরত মণ্ডলে, দাঁড়াতে না পেলে,
আসে তোর কোলে জুড়াতে জ্বালা।

গীত।

বেলা চ'লে গেল, তপন ডুবিল,
কমল মুদিল আঁখি।
এ ভব সংসার, হইল আঁধার,
কি দেখিতে আর থাকি?
আশে আশে ধনি, ফুল্ল সরোজিনী,
বসিল মৃণালোপরে;
ফুটিবে ফুটিবে মনেতে বাসনা,
ছিঁড়িল অকালে তারে;
না বিলাতে বাস, ত্যজ ভব-বাস,
বিফল প্রয়াস, বুকে বুকে সদা রাখি।

গীত।

জয় জয় জয় দুর্গাবতী,
পতিত ভারতে অমেকা গতি,
গাহত ঘরে ঘরে সে মহিমা গান,
নিরখি যে প্রতিভা শশীকর ম্লান,
অরপি সে চরণে ভকতি চন্দন,
এস সবে করি প্রণতি,
ধন্য ভারত ভূমি, ধন্য জননী তুমি,
তব কোলে এ হেন রতন,
হেন কোহিনুর, চরণ নূপুর,
বাজত তব পদে ঝন ঝন,
আবেশে হৃদয় খুলে, এস সবে কুতুহলে,
মার পদে করি প্রণতি

গীত।

গাও ভারত কীর্ত্তি গাও ভারতবাসী
গাও গাও ভারত গান
দিবস যামিনী, হোক প্রতিধ্বনি,
গগন মেদিনী ধরক তান
বাজাও ডঙ্কা নগর তোরণে,
দাও হুলুধ্বনি কুলবালাগণে,
শিখাবৎ গভীর হুঙ্কারে,
গাও দেশগাথা চারণগণ
সতীত্ব রাখিতে পদ্মিনী যেখানে,
দিলে প্রাণ বলি অনল মাঝ,

বালক বালিকা, যে দেশ ভাবিতে,
ধরিল সাহসে সমর সাজ,
সে দেশ চরণে নমি সব জনে,
গাও প্রাণ ভরে সে দেশ গান

গীত।

চাঁদ চুমিয়ে চকিতে চপলা লুকাল ওই
আশে আশে রহিনু দাঁড়ায়ে, আমার পিপাসা মিটিল কৈ ?
চকিতে বাজসি, চকিতে পরশি,
চকিতে লুকাল দামিনী।
সরোষে সরোষে, নিরখি পরশে,
মুদিল কুমুদিনী ;
এত যে কাঁদিল, বদন তিতিল,
তবু আশ বাঁশি ছাড়িল কৈ ?
আশা ধরি বুকে, মরি সদা দুখে,
হৃদয়ে ধরম চলিয়া যায়,
তবু তার পানে, সজল নয়নে,
কেন বা চাহিয়া রই ?

গীত।

আঁখি ঢুলু ঢুলু, তটিনী কুলু কুলু,
নুপুর রুণু ঝুণু বাজত রে।
পবন সর সর, ছুটে ছুটতর,
পরিমল ভার বহত রে॥

আকুলি দুকূল বহত প্রবলা,
করত মরাল কল কল কলা,
নিরখি সকল, কবচ ঢল ঢল, পরাণ রে

প্রতাপসিংহ।

শফর্দা—একতালা।

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখে কেবল ফাঁকি;
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়া যা'ন চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া কোরে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাসতে হবে,
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে, আদর করে মুছায় আঁখি

হাম্বির—মধ্যমান।

ওগো, জানিস্‌ তোরা বল, কোথা সে, কোথা সে!
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশিথে ভোরে, আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশে'যোবির তানের মত প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,
মন্দার সৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে চুলের কোণে চাঁদের পাশে।

খাম্বাজ—যৎ।

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি।
পরাতে আপন গলে, নিজমনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনাদের করে সখী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি।
সোহাগ, আদর, মান, অভিবাদন দিন রাতি।

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান।

বাঁধি যত মন ভালবাসিব না তায়।
ততই এ প্রাণ কেন তাঁরি চরণে লুটায়
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙে যায়।

বারোঁয়া—ভয়তঙ্গা।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায় ?
তা হলে, কি পান করি মরি যাতনায় ?
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায় ;
প্রেমে যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ও পরশে শুকায় ;
প্রেমের কণ্টক জ্বালা ঘুচিবার নয়।

গীত।

আজি এ শুভ দিনে, শুভক্ষণে, উড়াযে দি জয়ধ্বজায়।
উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তাত হবে বজায়।

আমাদের ভক্তি যা এ, সে যে গো মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য্য, এদিক ওদিক বুঝে চালাই—
সাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাবা বলায়।
আজি এ শুভ রাতি, জালবো বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে;—
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে
আমাদের ভক্তি যা এ, এ যে গো পেটের দায়ে,
নিয়ে আয় চেরাগগুলো, নিয়ে আয় দিয়েশালাই
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়
জয় জয় মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র" বলে জোরে।

ডঙ্কা বাজাই;

পাহারা ফির্চ্চে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই।—
আমাদের ভক্তি যা এ, এ যে গো প্রাণের দায়ে;
কি জানি কখন ফাঁসি পিছন থেকে পড়ে গলায়—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়
"আমরা সব রাজভক্ত রাজভক্ত" চেঁচাই উচ্চৈঃস্বরে।
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বল্‌তে হবে
আমাদের ভক্তি যা এ, মানের প্রাণের পেটের দায়ে,
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায়—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।
ভোলানাথ শুয়ে আছেন—ঈশ্বর তাঁকে সুখে রাখুন;
কালী জিভ মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন;
শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটে আঁকা
আমরা সব নিইছি শরণ মোগলদেবের চরণ তলায়—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

খাম্বাজ—একতালা ।

একি দীপমালা পরি হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি !
এ'কি, নিশিথ পবনে, ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠিছে বাজি
একি, কুসুমগন্ধসমুচ্ছিত তোরণে, স্তম্ভে প্রাঙ্গণে ;
একি, রূপ-তরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি
গায়—"জয় জয় মোগল রাজ ভারত ভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয় ।
আজ তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে—ভুবনে ভুবনে ,
আজ, তার, গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকা রাজি ।

গীত ।

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা ।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা ।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া,
যখন বিপন্না জননী জায়া ?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে,
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে,
চল সমরে দিব জীবন ঢালি,
জয় মা ভারত জয় মা কালী,
সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে, শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী ?
মোগল-চরণবিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ?
কোষনিবদ্ধ রবে তরবারি,
যখন বিলাঞ্ছিত ভারত নারী,
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে, শত্রু করে কভু হব না বন্দী,
ডরি না, থাকে যা'ই অদৃষ্টে—অধর্ম্ম সঙ্গে করি না সন্ধি?
রব না, হব না, মোগল ভৃত্য,
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু,
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
যাও যাও সমরক্ষেত্রে, শত্রু সৈন্যদল করিব বিভিন্ন,
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব নাহি যবন পদচিহ্ন,
মোগল রক্তে—করিব স্নান।
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

গীত।

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে,
আমি চিরদিন তারি
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার, দিব নয়নের বারি
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, রবে তারি অনুরাগী,
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে পশিব তাহার লাগি।
ভালবাসি যারে সে বাসে যদি,
তাহে অভিমান নাইরে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু হবে দুই জনারই ঠাঁইরে,
নিরবধি কাল—হয় ত কখন ভুলিব সে ভালবাসা।
বিপুল জগৎ—হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা॥

গাড়া ভৈরবী—মধ্যমান।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে,
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সে জনে॥
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে,—ভেঙেছে ঘোর,
কেন বহে গিছে পড়ি পাপবাঞ্ছা পরধনে।

গীত।

"এস,—এস দেব। এস আজি পরিহরি দুঃখ শোক।
দেখ,—তোমার কারণে আজি মুক্তদ্বার স্বর্গলোক॥
তুমি,—সাধিয়াছ নিজ কাজে,
ঐ,—বিজয় দুন্দুভি বাজে,
আজি,—এই ভুবন মাঝে ও কীর্ত্তি অমর হোক।

গীত।

শিবরাত্রি।

পালাবি কোথায় পাখী
(একি) ছেলের হাতের মো
ঠোঙ্গা হাতে পথে যেতে,
চুপিসাড়ে মারবি ছোঁ।
ঘাপটী মেরে চুপটী করে,
যেথায় থাকিস্ ধরব তোরে,
মদ্দা ঘাগী বেজায় ঘাগী,
জানিস্ মোদের বিষম গোঁ॥

একটী তীরে বিঁধব বুক,
করবো ভোঁতা থোতা মুখ,
পড়বি ঘুরে দেখবি ওরে
চোদ্দ ভুবন ভোঁ ভোঁ।

গীত।

কেঁদে কেঁদে বুক বেঁধে গো,
দিন কি যাবে এমনি ভাবে।
চোখের জলে সাগর হ'লে,
মুখ তুলে কি তবে চাবে।
একটী ছেলে কোলে ধরে,
স্বামীর চরণ বুকে করে,
কঠিন ধরায় থাকি প'ড়ে,
কপাল দোষে তাও কি যাবে?

গীত।

গঙ্গা কেন জটাজুট শোভিত, বিভূতি-ছাদিত,
মণিহার ভূষিত, রজত মধুর হাসি অধরে।
লম্বোদর হর রজতবৃষভপর, শিঙ্গা ডম্বুরাধর
ত্রিনয়ন প্রখর, শিশু শশীরজতবরণ শিরে বিহরে,
অস্থি দাম সিত, বক্ষ বিলম্বিত,
শার্দ্দুল অম্বর কটিতট বেষ্টিত,
পরমা প্রকৃতি উরুদেশ পরে।
বব বোম বব বোম ভৈরব রব ঘন,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি মনমথ মর্দ্দন,

পরম পুরুষবর ভুবনভীতিহর,
পরমেশ্বর বরাভয় করে

গীত।

দোরে দোরে ঘুরে বেড়াই এক মুঠো কেউ দেয় না মা।
দুঃখিনীর দুঃখের কথা কাণেও কেউ নেয় না মা
পতি আমার শ্মশানবাসী,
নিত্যি থাকি উপবাসী,
চোখের জলে পাষাণ গলে ছেলে দুটো চায় না মা।
এমন দাগা আর যেন কেউ এ সংসারে পায় না মা।

গীত।

হা হা কি মজা হয়েছে।
এত সস্তা চালের বস্তা তা কে জেনেছে।
পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে,
ছাচি পান প্রাণ পুরে, হায় চিবুবো ক'সে,
আঁবের চাটনি মিশিয়ে দেবো পানতুয়ার রসে,
আরও কি কর্ব্বো মজা মনে পড়েছে।

গীত।

রূপময় দাঁড়িয়ে হেথায় রূপ যদি হে চাও।
গুণে মন মজে যদি, গুণের আধার চিনে নাও
প্রাণের নিধি প্রাণের মাঝে,
হেথা সেথা বেড়াও খুজে,

বলি যা তা মনে বুঝে,
মজে দেখ কি সুখ পাও।
কি জানি কি প্রবোধ দিয়ে,
রেখেছ হে মন বুঝিয়ে,
চেনা জিনিষ চিনে নিয়ে অচেনা প্রাণ চিনিয়ে দাও

গীত।

হাড়মালা যে সার করেছে, শ্মশান ধুলো মেখে গায়।
ভাল মন্দ বল্‌লে দুটো, তার কি তাতে আসে যায়
মণি মাণিক পোরা ঘরে,
তবু ভোলা ভিক্ষা করে,
সোণার খাবার ফেলে দূরে ধুতুরাগুলো টেনে খায়
সাপের বোঝা নিয়ে গলে,
মুখে ববম—ববম বলে,
যে যা বলে তাইতে ভুলে, যেথায় খুসী চলে যায়

গীত।

শঙ্করাচার্য্য।

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন গঠিত স্থানে,
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে।
স্বপনঘোরে আপন পাশরে,
জনম-মরণে ঘুর্ণিত নরে,
মোহ তমস যামিনী ঘোরা জড়িত স্বপন-ডোরে।
সহিয়ে যাতনা যাতনা কামনা,
অবসাদ নাহি মানে॥

মানব বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান কিরণ দানে—
নর শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহনিদ্রিত নরে, বিমল বেদ গানে ॥

গীত।

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে,
গাল বাজালে হয় খুসী
মান অপমান সমান তো তার,
তার কাছে নয় কেউ দোষী ।
এত ভোলা ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
"বোম্ ভোলা" ব'লে কেন, নাও না যেচে যা খুসী।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে,
ভাল মন্দ নাই হুঁস ই ।

গীত।

বিমল কান্তি, বিবাদে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর।
বেদসূত্র—মুক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্ত্তি সুন্দর ॥
মোচন মোহ অঞ্জন, সন্দ দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন,
জ্ঞানালোক রঞ্জন,—
উচ্চতান বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর।
জয় জয় [redacted] জগত জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর ॥

গীত।

ভবপুর নেশা, কেন ক'র্বি ফিকে
এটা সেটা ছুটো ফিকে দেখে
মজা তো মজা, আর ফিকে বেলফুল,
পুরা মজা লিয়ে থাক না মজাগুল,
ন্যাকা ভেকা-পারা চাস্ নে জুল্ জুল্;
আপ্না মজাতে দেল পুরা রেখে।
বে মজা আস্‌বে তো দিবি ফিঁকে।

গীত।

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপ্‌নি থাকে না
সবাই জানে, জেনে শুনে মনে রাখে না।
যে আমায় জান্‌তে পারে, তার কাছে থাকি স'য়ে,
এই ধরে ধরে ধ'র্‌তে নারে, দেখে দেখে না॥
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে কান্না হাঁসি,
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না॥

গীত।

ফুলকাননে—
চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে॥
রবি আদর করে, কত বাখি আদরে,
আরই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে,—
কত আশ পিয়াস জাগে;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে।
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে।

গীত।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্
ন চ ব্যোম ভুমির্ন তেজো ন
বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং, ন দুঃখং,
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনাং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ।
অহং নির্ব্বিকারো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন, ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

গীত।

বাঃ বাঃ বাঃ—নূতন চাঁদা দাদা নিয়ে খেল্‌বো।
নেচে নেচে বাটে চল্‌বো—দুল্‌বো হেল্‌বো।

খেল্‌বো ছুটাছুটী, খেল্‌বো ধুলালুটী,
খেল্‌বো ঝুলঝাপ, খেল্‌বো তুড়িলাফ,
চাঁদাকে কাঁধে নিব, কাঁধে চাপ্‌বো।
চাঁদা দাদা নিয়ে, গাব তালি দিয়ে,
লতার দোলায় ব'সে দুল্‌বো

গীত।

হেসে হেসে কাছে ব'সে মনমোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সেই রসে তারে ভোলাই
কারু প্রেমিকা নারী, কার করে দিই তরবারি,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে,
ভুলিয়া আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে,
আশা ধ'রে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝ্‌তে পারে, ধরতে সোণা ধরে ছাই॥

গীত।

প'রলে পরে সাধের বাঁধন, খুললে খোলে না।
কাটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
লোহায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে,
তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোণায় শেকল, কিনতে মেলে না।

সে শেকল শক্ত লোহার,
আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে প'রেছে গলে, অম্‌নি ফেলে না
লোহার শেকল মনে হ'লে,
তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোক পেয়েছে, চোক না পেলে না॥

গীত।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দির-তরুমূলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ।
অষ্ট-কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি, কোঽপি [illegible] লগ্নঃ॥

গীত।

রমণী রমণকুশলা।
করে সুরা পেয়লা ভরা নয়ন বিলোলা।
শিহরে আবেশ ভরে সুরত বিহ্বলা

গীত।

*কবি রবি ছবি নখরে ঠিকরে।
বাস রঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ নিশি বেদ হাসি অধরে।
ধ্যান গঠিত শ্বেত মুরতি, দিব্যাম্বরা শ্বেত জ্যোতি,
ভুবণসিত জ্ঞানভাতি সহস্র বিহরে।
শ্বেতাঙ্গিনী ভাবতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি রাতি, শ্বেতকিরণনিকরে।

গীত।

হ'য়েছে—টু দিয়েছি, লুকাবো না ছোঁ দেখি?
তাড়া দাও তা হবে না, চোর হয়েছ—চালাকি?
ছাই জানিস্ লুকোচুরি ছুবি? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোব বুড়ী, ভাঙ্গবো তোর জারী;
সাত টাদ গায়ে দেব, ঝাড়বো মাথায় চকমকি।

গীত।

বলিদান।

খালো ক'নে আফিং কিনে, বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি
কলিতে অমর ক'নের শাশুড়ি,

ইটে ভিটে বেচে ক'নেব বাপের নাইকো পার,
হাতনাড়া দে করবে কত, মাবেব তোর পেয়ার,
শাশুড়ীব মুখেব তোড়ে, দৌড় মারে ডোম হাড়ি।
ঘ'রে জুড়ো চোখেব জলে হবি নাকাল,
উঠতে খোঁটা বসতে খোঁটা শুনবি সাঁজ সকাল,
তোর শাশুড়ীব সোণার ছেলে, তুই যে রাঙ্গেব থুবড়ী॥

গীত।

বিলিয়ে দিচ্ছিস পেটের মেয়ে বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা, পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে॥
খেতে দিবে খেটে খেটে, অন্ন জল পাবে না পেটে,
মুনেব ছিটে কেটে কেটে, হাতনাড়া দে কত ছাদে॥
নিত্য কথা উঠবে কানে, বাজ জোবে তোব বসবে প্রাণে,
মায়ের কথা মাই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

গীত।

উলু নয় রোদনধ্বনি, প্রাণ কাঁপে শাঁকের ডাকে।
বাপ মা যেচে, পেটের মেয়ে বলি দিতে কাকে।
বাপেব মেয়ে বালাই ভাবে, বালিকার আর দুঃখ কে দেখে,
তারই ঘরে দিন কাটাবে, টাকা দিয়ে বেচবে যাকে।
অবলার দীর্ঘশ্বাসে, কমলা পালান ত্রাসে,
নয়ন জলে নারী-ভাসে, সে দেশে কি অন্ন থাকে॥

গীত।

কলঙ্ক যার মাথার মণি, কোমল প্রাণে সকল সয়।
লুকোন প্রেম তারি সাজে, ভয় থাকে যার কাম তো নয়॥
অযতনে যতন ক'রে, রাখতে পারে হৃদে ধ'রে,
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে, আপন ভাবে মগন রয়॥
প্রেমে যে হয় দেওয়ানা, তার তো কিছু নাইকো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা, সমান ভাবে রয় সময়॥

গীত।

তুই ভিখারী কি রাজার নারী জানিস কি না বল দেখি মন।
মিলেছে আপন রতন পাবিস যদি করিস যতন॥
কি এলো গেলো অযতনে, তোরই ধন জানিস মনে,
তবে কেন ধারা নয়নে;—
তুই তো তারে বাস ভাল, ভাল বাস সেই তো ভাল,
অভিমানে কাজ কি মেনে, পেয়েছ মন মনের রতন

গীত।

বাহবা বারে আমি বাপের বেটা বাহাদুর।
বাজী মাৎ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ,
রূপচাঁদের কি রূপোর সুর
ঘুচলো বুকের ওলোট পালোট, চোটপাট লেগেছে চোট,
জিতের পুলক, মতির মালা, বাগিয়েছে মর্কট,
হয়েছে কেল্লা ফতে, লুটোপুটি প্রেমের পথে,
কেয়া ফুর্ত্তি দেল মজগুল ভোরপুর॥

গীত।

কোথা হে মধুসূদন, ফুরুলো আর কাজ কি আছে।
একলা নারী, বইতে নারি, থাকবো গিয়ে তোমার কাছে॥
থাকে না দিন দিন গিয়েছে, মনে গাঁথা সব রয়েছে,
চরম দিন আজ উদয় হয়েছে—
আলো ক'রে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে॥

গীত।

তাড়ি পিয়ে হুয়া বদন ভারি।
আঁচোরা বেহ'সে সামহারি॥
দোলে হিলে, পায়ের টলে, চালনে চাহিয়ে হুঁসিয়ারি॥
ধীরে চল্‌না, কুছ না বোল না—না হেল্‌না না দোল্‌না,
একা সেঁইয়া রহে, কহো কেৎনি সহে
যবমে ও বোহে ফুকারি॥

গীত।

উর্ব্বশী।

আমরা থাকি রূপের দেশে,
বাঁধি ঘর চাঁদের আলোয় বেড়াই ভালবেসে।
রূপের মদিরা করি মোরা পান,
রূপের ছন্দে গাহি রূপ গান,
রূপের নেশায় হ'য়ে থাকি ভোর রূপ আবেশে॥
রূপে রূপে ভুবন ভরি,
ছড়াই রূপের মাধুরী,
রূপের সাগরে লহরে লহরে যাই গো ভেসে,

রূপের কাজল নয়নে মাখি,
রূপের ধ্যানে মগন থাকি,
রূপের অঙ্গে ঘুমায়ে পড়ি রূপে রূপে প্রাণ মেশে।
কই রূপ কথা হরি মন ব্যথা রূপ বিলাসে।

গীত।

নমো শ্যামসুন্দর নটবর জন-মনোহারী।
বর নায়ক গায়ক চির-নব-ভাবধারী।
সর্ব্ব-রস-উৎস, আদি শৃঙ্গার রৌদ্র বীভৎস,
সুর-নব-সাধিত বাণী-মানস-বিহারী।

গীত।

এসেছি হাওয়ায় ভেসে মিশিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় প্রাণ।
হাওয়ার সুরে গাইব আজি নূতন সুরের নূতন গান।
অমরার মন হরা ফুল ফুটেছে ধরায়,
মন সৌরভে মাতায়,
যৌবনে বাণ ডেকেছে রূপের হৃদয় বইছে উজান।
কুহু-স্বরে আকুল করে থাকে না আর নারীর মান॥

গীত।

বরিষ আশীষ ধারা হে ত্রিদিব ঈশ্বর।
দৈত্য দলনে যায় ধরণী অধীশ্বর।
নিখিল বীর্য্য কিরণে ঠিকরে তমোহর হে সূর্য্য,
কর বরীয়ান, কর গরীয়ান, সুরললনা উদ্ধারে চলেছে আর্য্য,

বায়ু দেহ গতি, বরুণ শক্তি, দীপ্তি দেহ হে চন্দ্র,
বিজয় শঙ্খ উঠুক গর্জ্জিয়া তুচ্ছ করিয়া মেঘ মন্দ্র,
দেহ অভয় অভয়া, বরাভয়করা, দেহ জয় মহেশ্বর

গীত।

মান বেঁচেছে ভালোয় ভালোয় প্রাণ নিয়ে ফিরি।
থাকিস্ থাকিস্ সাম্‌লে থাকিস্, (মাটীর) হাওয়ায় শেখায় চাতুরী।
খোলা প্রাণ সদাই উড়ে যায়,
যদি শেকল পরায় পায়,
এ দেশটা নাকি কেমন কেমন, মদনের দবদবা ভারি—
আমরা অমরার নারী,
অত শত সইতে কি পারি,
থাকবে না জারি (সাধের খেলায়) যদি সাধ ক'রে হারি

গীত।

রূপ লাগিল নয়নে।
কি জানি কি মাধুরী খেলে সে চাঁদ বদনে।
পরশে শিহরিল অঙ্গ,
পুরুষ-শেখর অবলা মান-ভঙ্গ,
কি নব কামনা সখি জাগিল সবল মনে।
সে বিনে আঁধার, হেরি চারি ধার,
হাসি ফুরাল,— বিষাদ ঘেরিল এ মধু জীবনে।

গীত।

চাঁদ হেসেছে, তাই প্রেমের সাগর উথলে উঠেছে,
কেন সই ভাবছ এমন,
রূপের ফাঁদে রূপ বেঁধেছে ফুলশর হেনেছে মদন।
মন দিয়ে সই মন টেনেছে,
সাধের গাঙ্গে বাণ ডেকেছে,
নূতন ফুলের বাস ছুটেছে, আমোদ করে বন।
পীরিতির এই তো রীতি, এই বিরহ—এই সে মিলন

গীত।

যদি ভাল নাহি বাসে—
জীবনে যৌবনে কি ফল বল, বাঁচিব কি আশে
শিহরে হৃদয় কেন তাহারি স্মরণে,
নব অনুরাগ ছবি কেন নয়ন কোণে,
মানস-কাননে কেন প্রণয় কুসুম হাসে,
কেন অকলঙ্ক শশধর সে বয়ানে ভাসে॥

গীত।

ওগো ভাল বেসো—বেসো বেসো ভাল।
ভালবাসা মিষ্টি বড়, অন্ধকারে চাঁদের আলো॥
জীবন হ'ত ভাসা ভাসা,
বিহনে লো ভালবাসা,
ভালবাসার সবই ভাল ঘুচিয়ে দেয় সে মনের কালো॥

গীত।

কে নেবে প্রাণ ?

নয়কো বাসী, পাঁচঘাঁটা নয়—টাটকা ফুলের ঘ্রাণ।
রামধনুকের রং ফলানো স্বপ্ন দিয়ে গড়া,
ভালবাসার বসান দেওয়া—খাস্তা—মিঠে কড়া,
কচি বুকে আট্‌কে রাখা—ঢাকা অভিমান॥
বসন্ত ঘুম ভাঙ্গিয়ে গেছে,
সাধের কুঞ্জে ফুল ফুটেছে,
সামাল সামাল রব উঠেছে—মদন হান-হান বাণ।
যদি কেউ যত্ন জানো—রত্ন চেনো,
আমার এ বিনিমূলের দান।

গীত।

তোমার ও বস্তা পচা দাগী প্রাণ নাইকে কোন দর।
তাই যেচে সেধে ফিরি ক'রে ফির্‌ছ ঘরে ঘর॥
তোমার ও নিটোল মুখে কপট হাসি,
শুকনো গাছে ফুলের রাশি,
যায় না বোঝা—টাট্‌কা কি বাসি,
ভালবাসা শুন্‌তে খাসা, যেন ঘেসো দুধের সর
তোমায় চিন্‌তে কি বাকি,
আমরা যে এক খাঁচার পাখী,
হেথা চল্‌বে না ফাঁকি,
তুমি নয়লো আমার পর—তুমি নয়লো আমার পর॥

গীত।

ও কেন [redacted] ক'রে চাইলে?
আমার চোখ—চাউনি আমার,
চোখের মাথা খেয়ে তুমি কেন দেখ্‌লে?
রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়ে দিয়ে
কেন মুখটী টিপে হাস্‌লে?
না জেনে সাঁতার—ছেড়ে কেন হাল
মাঝ দরিয়ায় ভাসলে?
কেন মিষ্টি মিষ্টি কইলে কথা?
তোমার তায় কি মাথাব্যথা?
কেন ও রাত দুপুরে প্রাণ কেড়ে নে
ঝিঁঝিট—খাম্বাজ গাইলে
থাকে না ঝগড়া-ঝাঁটী খুটী-নাটী,
তুমি আমায় চাইলে।
তুমি আমায় চাইলে॥

গীত।

তব শ্রীকরকমল আশে।
নটবর বেশে, বিভোর আবেশে, দেখ সখি শ্রীনিবাসে॥
ব্যাকুল মতি, হের শচীপতি, চাহে সহস্রলোচনে,
ঘন ঘন তব আননে;
অমর পূজ্য, নেহার সূর্য্য, অমিত বীর্য্য ভুবনে,
ছায়া সম তব কেশ নিরুপম, নিরখিয়ে কোটী নয়নে,
হেরি মাধুরী মধুর, চাহে সুধাকর, বাঁধিতে বাহুপাশে।
তব অধর অরুণ, হেরিয়ে বরুণ, রঞ্জিত অনুরাগে,
সরস পরশ মাগে।

সুরভি ভবন, চপল-পবন, চুমিতে চাহে সোহাগে;
বিলাসে প্রবল, দহিছে অনল, তব ছবি হৃদে জাগে;
তব কমল নয়ন, করুণা কিরণ, স্মরণে অভিলাষে

গীত ।

সখি রে ! আজি ভাসিনু অকূলে
আপনি মজিনু হায় আপন ভুলে
শত সাধ মাখা সোণাবি দেশ,
আজি হ'তে মোর চির পরদেশ,
সাথীহারা অভাগীরে আদরে কে নেবে তুলে ।
কি জানি কি আছে ভালে,
এ দশা মোর যে ঘটালে,
সে যদি রে পায়ে ঠেলে—
অকালে অশনি হায় বাজিবে শেফালি ফুলে ।

গীত ।

ছায়া আমি কায়া ছেড়ে কেমনে বা সই ।
ভালবাসি চিরদাসী জানিনাক তোমা বই
তুমি মোরে ছেড়ে যাবে,
প্রাণ কি বল দেহে রবে,
তোমা ছাড়া সুখ হারা, এ যাতনা কিসে সই

গীত

অলকা-আলোক ছটা আজি নিবিল রে ।
মন্দাকিনী গতিহীনা পারিজাত শুকাল রে ॥

আর কি বিহগ গান,
তমালে তুলিবে তান,
ভালবাসা সুখ আশ, চিরতরে ফুরাল সে ॥

গীত।

খেলবো আজ নূতন প্রেমের খেলা।
হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেনা
প্রেমের হাটে প্রেমের মেলা ॥
প্রেমের পশরা প্রেমিক শিবে,
ফিরি প্রেম তটিনী তীরে,
যার প্রেম আছে সে যাসাত কর, ক'রোনা হেলা ॥
এ প্রেম বিকিয়ে গেলে আর পাবে না
কিনে নাথ এই বেলা।

গীত।

মাধুরী ফুটিল মধুমাসে—চাঁদিনী হাসে।
কোথা সে কোথা সে মন যারে ভালবাসে ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিখারী তোমারি আশে,
বুকে এস মোর বুকের নিধি,
এত সুখ ভালে লিখেছিল বিধি,
মাধব মিলিল মরি মাধব পাশে ॥

গীত।

আমি নিঙাড়ি নিঙাড়ি এ মোর পরাণ
ঢেলেদিছি সব ভালবাসা।

আমি আমার বসিয়ে, বাখিনিতো কিছু
লাজ মান সাধ পিয়াসা।
আমি স্বরগ তেয়াগি মরতে এসেছি
বুকে ক'রে ক্ষীণা আশা।
(আমার) সে আশ পুড়িল, সাধ ঘুচিল,
সে যে তাবি ভালবাসা॥

গীত।

ওমা অমন কথা আর বোল না।
(ওগো দয়াময়ী মাগো)
আমাব নিকট মরণ, ডাক্‌ছে শমন,
আমায় যেতে বাধা দিও না।
খেয়া এসে লেগেছে ঘাটে,
ফুরালো নাট ভবের হাটে,
পারেব কড়ি তোমার চবণ-ধূলি,
দাও মা আমাব শিরে তুলি,
আমি মা মা বলে যাত্রা কবি, চোখের জল আর ফেলো না।

গীত।

ওরে মা ব'লে কে কেঁদে—আমায় কাঁদালে।
আমার এমন পাষাণ হৃদয়, নয়নজলে কে ভাসালে।
আয় আয় আয় কোলে আয়
ওরে দুখিনীর ধন—
আমার কোলে আয়॥

আমার প্রাণের প্রাণ—ওরে আয়রে মহান্
যে পরের তরে অকাতরে প্রাণ দিতে আমার প্রাণ গলালে।
ভৃগু-পদ চিহ্ন বুকে ধরি,
সাধে কিরে গরব করি,
অহৈতুকী দয়ায় তোর আমা রি ত্'মান বাড়ালে।

গীত।

নীরব বীণা আজি বাজিল রে।
সজীব লতিকা ঐ তমালে বেড়িল রে।
কি সুরে বাজিল বাঁশী,
নয়নে উছলে হাসি,
হিয়ার মাঝারে সুধার রাশি
অধরে উথলি পড়িল রে।
কি নব মিলন গান ভুবন ভরিল রে।

গীত।

হীরার নথ।

মোরা মধু বৃন্দাবন নাগরী।
শুন উজানায় দূর যমুনায় 'রাধে আয়' ডাকে নাগরী।
ঘরে আর কি রহিতে পারি—ওলো সহচরী!
ছার গৃহ—ছার গৃহ-কাজ,
কুল লাজ বুকে শতবাজ,
চল্ ধেয়ে যথা বাজে হৃদি রাজ গোপীবল্লভ শ্রীহরি।
আর তো ঘরে রহিতে নারি—ওলো সহচরী॥

গীত।

ওরে, পাতকী তরা'ত প্রভু নেমেছে ধরায়।
দু' কূল ভেঙে প্রেম তটিনী অকূল গাঙে উথ্‌লে যায়।
মন্‌-মিছরি ম্যাখন্‌-হাসি,
কোথায় কে লো প্রেম-পিয়াসী,
নিয়ে আয় শূন্য কলসী—ভ'রে নে' কানায় কানায়।

গীত।

আমি কদম্ববনের মদনমোহন বনমালী শ্যাম।
নন্দ-যশো'র কৃষ্ণ কিশোর সাকিম ব্রজধাম।
হাটে বাটে গোঠে মাঠে—কালো নদীর শ্যামল তটে,
যে 'রাধে' 'রাধে' বাঁশীর চোটে যমুনা-উজান,—
সেই কদম্ববনের মদনমোহন বনমালী শ্যাম।

গীত।

বনমালী বৃন্দাবনে এসেছে!
কোকিল পাগল হ'য়ে, যমুনা ভাসায়ে দিয়ে,
বাঁশী-সুরে পঞ্চম ডেকেছে!
ভরা মালতীর ডালা, রাধের বকুল-মালা,—
ভাসাতে যমুনা-জলে জলে আঁখি ভেসেছে,—
আঁচলে মুছিতে ধারা, ঝরিছেন দশধারা,
কত নিশি শ্যাম-হারা পথ চেয়ে কেটেছে!
চিকণ সে কালো আজ কুঞ্জ আলো করেছে!

গীত।

উঁকি মেরে কুঞ্জে কুঞ্জে দেখি কোথা কালসোণা।
সে'ণা'র বরণ কালো হ'ল, তবু কালো এলো না।
(হায় গো। রাইয়ের সোণার বরণ)
(চাঁপার কলি মলিন হ'ল—সোণার বরণ)
(রাঙা শশী মেঘে ঢাকিল—সোণার বরণ)
আহা। টল টল করে গো।
কমল নয়নে জল টল টল টল করে গো।
দেখ দেখ অপরূপ।
জলে কমল ভাসে—এ যে কমলে জল ভাসে গো।
কেন এলো না।
আস্‌বো ব'লে চলে গেল, নিঠুর কালো কেন এলো না।
'কাল আসি' ব'লে গেল—কালো কেন এলো না।

গীত।

হাবা নাগর আটকে-বাঁধা,এক নিমিষে চাইলো কার?
দিলে বাঁধন, মাথার রতন রাঙা চরণ করে সার।
এলো চুলে গাছ-কোঙরে,
তুলে শেকড় টিকণ-ডোরে,
ঘুম-ম'খান চো'খের' পরে ছুঁইয়ে দিলে এক টীবার—
সোণার চোখে হেরে তোরে,
ফাঁদে ইবে আঁচল ধরে',
ব'সে মানে, আড়-নয়নে বিষ মাখান হানবে ঠার।

গীত।

চোখে চোখে কেন সে পলক-দেখা —
এঁকে রেখে যায় বুকে মরম-রেখা।
আকুল পিয়াসে কেন অকূলে ভাসিতে সাধ,
কেন জাগে আঁখি কোণে লাজ-মাখা অনুরাগ,
দূর স্বপনে কেন ভাসে শত সুখ-গান,
মৃদু কথা কাণে কাণে অমিয় মাখা।

গীত।

তুমি সেই তো চিকণ কালো।
গোকুলে চরাতে ধেনু কুল রাখাল-সাজে সাজতে ভালো।
ত্যজে ব্রজ মথুরাতে, এলে চলে কাল রাতে,
অবাক—দেখি ভোর না হ'তে সে রীত বদলে গেল।
কলসী-ভাঙা নদীর পথে, ঠেকুতো চূড়া রাধার পদে,
আকুল হ'তে বাঁশী হাতে নয়ন ছল ছল,—
সে সব বুঝি স্বপ্ন ব'লে, জীবন হ'তে মুছে দিলে,
ডুবিয়ে অকূল আঁধার-তলে দেখছ উজল আলো।
এখন কলঙ্কিনী রাধার—বঁধু—উপায় কি তা' বলো।

গীত।

ভুলের পরে ভুলটি হ'য়ে মিলন হলো শেষ।
ক্রন্দনটি চুকিয়ে দিলে দুখের অবশেষ
কোথা'য় ছিল কোন্ বিদেশে, কোন্ বাতাসে এলো ভেসে,—
দু' অচেনায় এমন চেনা—এমন সুখের বেশ।
এমন মিষ্টি বাঁকা দৃষ্টি—বেশ। বেশ, বেশ।

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ